স্যার আর্থার কনান ডয়েলের রহস্যজনক উপন্যাস Maracot Deep'র সার্থক অনুবাদ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার।

এক

'স্ট্র্যাটফোর্ড' জাহাজ বানচাল হওয়ার কথা হয়ত অনেকেরই মনে আছে। বেশী দিন নয়, মাত্র এক বছর আগের কথা। গভীর সমুদ্রের তলাটা কি রকম আর সেখানে কি রকমের জীব জন্তু থাকে এই সব কথা একেবারে হাতে কলমে জানবার জন্য 'স্ট্র্যাটফোর্ড' সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তারপর আর ফিরে আসেনি। সেই অভিযানের নেতা ছিলেন ডক্টর ম্যারাকট। তিনি মহাপণ্ডিত লোক, প্রবাল আর ঝিনুক সম্বন্ধে দুইখানি বই লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এই সমুদ্রযাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন একজন আমেরিকান্, প্রাণিবিদ্ মিঃ সাইরাস্ হেড্‌লি। সে সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে অক্‌সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে বিশেষ কোনও গবেষণার জন্য এসেছিলেন। 'স্ট্র্যাটফোর্ড' জাহাজের অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপটেন হাওয়ি নামে একজন ঝুনো নাবিক। জাহাজের কর্মচারী ও মাল্লারা মিলে ছিলেন মোট তেইশ জন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন একজন আমেরিকান্ এন্‌জিনিয়ার, ফিলাডেলফিয়ার এক ইন্‌জিনিয়ারিং ফার্ম থেকে তাঁকে আনানো হয়েছিল।

এই গোটা দলটাই একেবারে নিরুদ্দেশ হয়েছে। জাহাজটার যে কি হল কেউ জানে না, কেবল নরওয়ের একটা পাশের জাহাজের ক্যাপটেন্ বলেন যে 'স্ট্র্যাটফোর্ড'-এর মত দেখতে একটি জাহাজকে তাঁরা গত বছর আশ্বিনের ঝড়ে ডুবে যেতে দেখেছেন। তাঁর কথামত সমুদ্রের সে অঞ্চলে গিয়ে কতকগুলি জিনিস ভাসতে দেখা যায়। যথা—'স্ট্র্যাটফোর্ড' নাম লেখা একটা লাইফ-বোট, একটা বয়া, জাহাজের ডেকের একখানি ভাঙা টুকরা ও একটা শক্ত লগা। এসব চিহ্ন দেখে এবং অনেক দিন 'স্ট্র্যাটফোর্ড-এর কোন খবর না পাওয়ায় সকলেই ধরে নিয়েছিল যে জাহাজটি বানচাল হয়ে ডুবেই গিয়েছে। তাছাড়া সে সময়ে অনেক জাহাজেরই বেতার যন্ত্রে এক অদ্ভুত বেতার-বার্তা ধরা পড়েছিল যার কোনো কোনো জায়গা একেবারেই বোঝা যায় না, কিন্তু মোটের উপর বুঝতে বাকি থাকে না যে 'স্ট্র্যাটফোর্ড' আর কোনো দিন ফিরে আসবে না। সেই বেতার-বার্তাটি কি পরে বলব।

প্রফেসর ম্যারাকট্ ছিলেন অদ্ভুত রকমের গোপনতাপ্রিয়। কাজেই খবর-কাগজের লোকেরা ছিল তাঁর চক্ষুশূল। এই অভিযান সম্বন্ধে কোনও কথা তো তাদের বলতেনই না, এমন কি যে কয় সপ্তাহ জাহাজখানা অ্যালবার্ট ডকে নোঙ্গর করেছিল, কোনও খবর-কাগজের লোকের তাতে পা দেওয়াই একেবারে বারণ করে দিয়েছিলেন। কাজেই জাহাজটার সম্বন্ধে নানারকম কানাঘুসো শোনা যেতে লাগল, যেমন জাহাজটা গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেবার মত করেই তৈরি আর তার ভিতরে নাকি নানা অদ্ভুত কল-কব্জা আছে—এই সব। কথাগুলি যে সত্য তা জানা গিয়েছিল পরে, যে জাহাজী কারখানায় এই সব কল-কব্জাগুলি লাগানো হয়েছিল সেইখানে খোঁজ নিয়ে।

'স্ট্র্যাট্ফোর্ড' জাহাজের কি হল সে সম্বন্ধে মোট চারটি দলিল পাওয়া গিয়েছে। এক, জাহাজ থেকে লেখা মিঃ সাইরাস্ হেড্‌লির চিঠি, তাঁর বন্ধু অক্স্ফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজের সার্ জেমস ট্যাল্বট্কে লেখা। দুই, সেই অদ্ভুত বেতার-বার্তা। তিন, 'আরাবেলা নোউল্স' নামক এক জাহাজের লগ্-বুক্ অর্থাৎ দিনপঞ্জিকার কতক অংশ যেখানে এক আশ্চর্য কাঁচের গোলার কথা লেখা আছে। আর চার, সেই কাঁচের গোলার ভিতরেই পাওয়া একেবারেই অবিশ্বাস্য রকমের এক আশ্চর্য বিবরণ। একটির পর একটি এই দলিল চারখানি আমি উদ্ধৃত করব। প্রথম মিঃ হেড্‌লির চিঠিখানি। এটি আমি সার্ জেম্স্ ট্যাল্বটের সৌজন্যে পেয়েছি। চিঠির তারিখ গত বৎসরের ১লা অক্টোবর।

'ভাই ট্যাল্বট্, অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর ক্যানারি দ্বীপগুলির মধ্যে যেটি সব চেয়ে বড় সেই গ্র্যাণ্ড ক্যানারি থেকে তোমায় লিখছি। এখানে আমরা দিন কয়েক বিশ্রামের জন্য জাহাজ ভিড়িয়েছি। এই সমুদ্রযাত্রায় আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে উঠেছে জাহাজের হেড্-মেকানিক বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান। লোকটি ভারী মজার আর আমুদে, তার উপর আমরা দুজনেই মার্কিন মুলুকের লোক।

'ম্যারাকটের সঙ্গে তোমার তো একবার দেখা হয়েছিল, কাজেই ভদ্রলোক যে কিরকম একখানি 'শুষ্কং কাষ্ঠং' তা আর তোমায় বলে' বোঝাতে হবে না। তবে সে যাই হোক আমি যে কাজ ভালবাসি তাই নিয়েই আমাদের এই সমুদ্র অভিযান, তাই খুবই ভাল লাগছে। সামুদ্রিক কাঁকড়া সম্বন্ধে আমার লেখা একটি পুরস্কার পাওয়া প্রবন্ধ ম্যারাকটের চোখে পড়েছিল, তিনি আমাকে এই

অভিযানে তাঁর সঙ্গী করেছেন। কিন্তু তাঁর মত একটি 'জীবন্ত মামি'র সঙ্গী হওয়া যে কী ব্যাপার তা তো বোঝ! তিনি যেরকম সর্বদা একলা থাকেন আর অনুক্ষণ কাজ করেন তাতে তাঁকে মানুষ বলেই মনে হয় না। বিল্ স্ক্যানল্যান বলে, 'দুনিয়ার যত কড়া লোকের সেরা কড়া উনি।' তাঁর বিজ্ঞান-সেবার বাইরে জগতে আর কিছুর অস্তিত্বই নেই তাঁর কাছে। তিনি প্রায় কথাই বলেন না, তাঁর শীর্ণ মুখের কঠিন রেখাগুলি কখনও হৃদ্যতায় কোমল হয়ে ওঠে না। তাঁর খাঁড়ার মত ধারালো নাক, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দুটি ছোট ছোট ধূসর চোখ—লোমশ ভ্রূর নিচে কাছাকাছি বসানো, পাতলা চাপা ঠোঁট, নিরন্তর চিন্তা আর কঠোর জীবন-যাপনে চোপসানো গাল, সঙ্গী হিসাবে এর কোনোটাই খুব মনোরম নয়। আর মনের দিক দিয়ে তিনি যেন কোনো এক পাহাড়ের চূড়ায় বাস করেন, সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এক এক সময় মনে হয় তাঁর একটু মাথার দোষই বুঝিবা আছে। যেমন ধর এই যে অদ্ভুত কলটি তিনি বানিয়েছেন······ কিন্তু নাঃ, যার পরে যেটি সেই হিসাবেই আমি বলে' যাব, তার পর তুমি নিজেই বুঝে দেখো।

গোড়া থেকেই তাহলে বলি। 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' জাহাজখানি ছোটখাট হলেও তার সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত। বারো শ টনের জাহাজ, কিন্তু ডেকে বেশ জায়গা আছে। আর সমুদ্রের গভীরতা মাপা ট্রলিং করা—অর্থাৎ গভীর জলের মধ্যে ট্রল বা বড় মুখওয়ালা কলের মত জাল নামিয়ে দিয়ে জাহাজ চালিয়ে মাছ ধরা, অগভীর জায়গায় খুঁড়ে খুঁড়ে জাহাজ চলবার মত পথ করে নেওয়া, টানা জাল ফেলা ইত্যাদি যত রকম বন্দোবস্ত থাকা সম্ভব সবই আছে। ট্রল গুটোবার জন্য স্টীমের লাটাই তো আছেই, তা ছাড়া আরও নানা রকম কল-কব্জা আছে যার অনেকগুলি খুবই সাধারণ—অনেক জাহাজেই থাকে, আবার কতকগুলি একেবারেই অচেনা। এই সবের নিচে রয়েছে আমাদের থাকবার কামরাগুলি—বেশ আরামের, আর রয়েছে একটি সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার।

'যাত্রা সুরু করার আগে আমাদের জাহাজের রহস্যময় বলে খ্যাতি হয়েছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম সেটা অকারণ নয়। প্রথম দিকটাতে অবশ্য জাহাজের কার্যকলাপের মধ্যে অসাধারণ কিছুই ছিল না। নর্থ সী-তে একপাক ঘুরে আসা গেল। সেখানে দু একবার ট্রল নামানো হল। কিন্তু

সেখানকার গভীরতা গড়ে মাত্র বাট ফুট, আর আমরা তৈরি হয়েছি অতি গভীর সমুদ্রের জন্য, কাজেই এর মানে কিছু বুঝলাম না। নেহাত বেশ খাবার মাছ, ডগ-ফিশ, স্কুইড্, জেলিফিশ আর নদী ধুয়ে আসা পলি মাটির তলানী কাদা ছাড়া চিঠিতে লেখবার মত আর কিছুই সেখানে পাইনি। তারপর সেখান থেকে স্কট্ল্যাণ্ডের পাশ দিয়ে ঘুরে বরাবর দক্ষিণমুখো আসতে লাগলাম। ক্রমে আমাদের কাজের উপযুক্ত জায়গায় এলাম—আফ্রিকার উপকূল আর এই ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি। এক অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে আমরা আর একটু হলেই একটা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়েছিলাম আর কি, তবে এছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কিছুই ঘটেনি।

'এই হপ্তাকয়েক আমি ম্যারাকটের সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সেকি সহজ কাজ! এক তো তাঁর মত অন্যমনস্ক লোক দুনিয়ায় আর দুটি নেই, নিজের চিন্তায় একেবারে বুঁদ হয়ে থাকেন। তার উপর আবার তিনি অত্যন্ত গোপনতাপ্রিয়। সর্বক্ষণই কিসব কাগজ আর চার্ট নিয়ে পড়ে আছেন, কিন্তু আমি তাঁর ক্যাবিনে কখনও ঢুকলেই অমনি সমস্ত একাকার করে' মিশিয়ে একদিকে সরিয়ে ফেলেন। আমার মনে হয় লোকটির মাথায় কোনো একটা মতলব আছে কিন্তু আমাদের জাহাজ কোনও বন্দরে না ভেড়ানো অবধি তিনি সেটা আমাদের কাছে ভাঙ্গবেন না। আর দেখছি বিন্ স্ক্যানল্যানেরও তাই ধারণা।

'একদিন সন্ধ্যাবেলা পরীক্ষাগারে বসে' সমুদ্রের কত গভীরের জল কতখানি নোনা তাই পরীক্ষা করছি, এমন সময় স্ক্যান্ল্যান্ বলে উঠল, 'এই ধরুন গিয়ে মিঃ হেড্লি, ঐ মহাত্মাটির মতলবখানা কি মালুম হয় আপনার?'

'আমি বললাম, 'চ্যালেঞ্জার' বা আরও ডজনখানেক জাহাজ এর আগে যা করেছে হয়ত আমরাও তাই করব, নানা জাতের মাছের ফর্দে আরও গোটা কয়েক নাম জুড়ব আর সাগরতত্ত্বের যে সব চার্ট আছে তার ভিতরে আর কয়েকটা তথ্য ঢোকাব।'

'স্ক্যান্ল্যান্ আমার দিব্য গেলে বললে, 'মোটেও না। আবার ভাবুন। আচ্ছা, এই আমার কথাই ধরুন না; আমি কেন সঙ্গে এসেছি বলুন তো?'

'বললাম, 'যদি কল-কব্জা কিছু বেগড়ায়—'

'আহা! জাহাজের কলকব্জার ভার তো স্কচ্ এনজিনিয়র ম্যাক্ল্যারেনের উপর। না সার্ ঐ একরত্তি এনজিন্ চালাবার জন্য মেরিব্যাঙ্ক কোম্পানি তাদের সেরা লোককে এখানে পাঠায় নি। হপ্তায় পঞ্চাশটি ডলার আমায় অমনি দিচ্ছে না। আচ্ছা, আসুন আপনাকে কিছু এলেম দিই।'

'পকেট থেকে একটা চাবি বার করে, বিল্ পরীক্ষাগারের পিছন দিকের একটা দরজা খুলে ফেললে। সেখান থেকে একটা তোলা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা জাহাজের খোলের ভিতর গিয়ে পৌঁছালাম। জায়গাটা একেবারে পরিষ্কার, কেবল চারটি বিরাট্ প্যাকিং কেসের মধ্যে খড়ের আড়াল থেকে চারটি ঝক্ঝকে জিনিস উঁকি মারছে। সেগুলি ইস্পাতের বড় বড় পাত, ধারগুলিতে মেলাই বোল্ট্ আর রিভেট্ লাগানো। প্রত্যেকটি পাত প্রায় দশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া আর ইঞ্চি দেড়েক পুরু; মাঝখানে দেড় ফুট মাপের একটি করে' গোল গর্ত।

'আমি বলে' উঠলাম, 'ইটি কি ব্যাপার বটে?'

'বিল্ বললে, 'উটি আমার বাচ্ছা বটে, সার্; উটির জন্যই আমি এখানে আছি।'

'বিলের মুখের চেহারাখানা যেন সার্কাসের ক্লাউন আর বক্সারের মাঝামাঝি। আমাকে অবাক্ করতে পেরে তার সেই মজার মুখ আরও মজার হয়ে উঠল। সে বলে চলল, 'এই জিনিসটার তলাটা ইস্পাতের, সেটা ঐ বড় প্যাকিং কেসটার মধ্যে রয়েছে। আচ্ছা তলা গেল; এখন দেখুন একটা মাথাও রয়েছে—খিলানের মত গোল করে' তৈরী, আর তার গায়ে একটা মস্ত আংটা, তাতে শেকল বা তারের কাছি লাগানো যেতে পারবে। এই যে, জাহাজের তলার দিকে চেয়ে দেখুন।'

'নিচের দিকে চেয়ে দেখলাম লম্বায় চওড়ায় সমান একটি কাঠের মঞ্চ, তার চার কোণ থেকে বড় বড় স্ক্রু মাথা বের করে' রয়েছে, দেখেই বোঝা যায় যে সেটিকে খুলে আলাদা করে' ফেলা যায়।

'বিল্ বললে, 'জাহাজের তলা একটা নয়, দুটো। যা বুঝছি, বুড়ো হয় আসলে এক পাকা এন্জিনিয়র নয় তো আমাদের চাইতে ঢের বেশী মশলা আছে বুড়োর মুণ্ডুতে। তবে আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি তাঁর মতলবখানা হচ্ছে আগে একটা খাঁচা বানানো—তার দেওয়াল কখানা এইখানে জমা করা রয়েছে—

তারপর সেটাকে জাহাজের তলা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া। বিজলীর সন্ধানী বাতিও রয়েছে। ধরে' নিচ্ছি তাই জ্বালিয়ে ঐ গোল গোল পোর্ট-হোলের মত জানালাগুলি দিয়ে বাইরের দিকে দেখবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

'আমি বললাম, 'যদি তাই ওর অভিপ্রায় হয় তবে জাহাজের তলায় একটা স্ফটিকের পাত লাগালেই তো পারতেন, যেমন করে ক্যাটালিনা দ্বীপের নৌকাগুলিতে।'

'বিল্ মাথা চুলকিয়ে বললে, 'তা যা বলেছেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। যাক্ এটা ঠিক যে আমাকে পাঠানো হয়েছে তাঁর হুকুম তামিল করতে আর ঐ আজগুবি তোড় জোড়ের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে। আমায় তো তিনি এখনও কিছু বলেননি, তাই আমিও তাঁকে কিছু বলিনি। তবে গন্ধে গন্ধে আছি!'

এমনি করে' হঠাৎই আমি আমাদের জাহাজের রহস্যের কিনারায় গিয়ে পড়ি। এর পর দিন কয়েক বড় খারাপ হাওয়া গেল, তারপর কেপ জুবার উত্তর-পশ্চিমে আফ্রিকা মহাদেশের ঢালুর ঠিক বাইরে গভীর সমুদ্রের কতখানি নিচের জল কতখানি গরম বা ঠাণ্ডা আর কতখানি নোনতা তার তথ্য সংগ্রহ করাও চলতে লাগল। সে বেশ এক মজা। গভীর সমুদ্রে পিটার্সন্ ট্রল নামিয়ে দিয়ে চালিয়ে নাও, তার কুড়ি ফুট চওড়া মুখের সামনে যা কিছু পড়বে সবই তার পেটের মধ্যে ঢুকবে। কখনও হয়ত ট্রল নামিয়ে দেওয়া হল সিকি মাইল নিচে, সেখান থেকে উঠল এক রকমের এক রাশ মাছ। আবার কখনও হয়ত নামানো হল আধ মাইল নিচে, উঠল অন্য রকমের মাছের ঝাঁক। সমুদ্রের বিভিন্ন স্তরে যেন বিভিন্ন জাতের বাসিন্দা রয়েছে। এক এক সময়ে সমুদ্রের তলা চেঁচে হয়ত উঠল প্রায় আধ টন খানেক পরিষ্কার পারুল রঙের জেলি—জীবসৃষ্টির আদিম উপাদান, কিংবা উঠল সিন্ধুমল অর্থাৎ সমুদ্রের তলানী কাদা—তার মধ্যেও রয়েছে প্রাণের বীজ, অণুবীক্ষণের নিচে দেখায় যেন লক্ষ লক্ষ ছোট্ট গুলির তৈরী একটা জালির মত জিনিস। মহালুমন্, স্থুলিকা, সমুচ্চগু, পুরুদেহিকা, শল্যত্বক্ ইত্যাদি কত জাতির জীব যে ওঠে সে সবের নাম করে' আর তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করব না। তবে এইটুকু জেনে রাখ যে সমুদ্রের নাম রত্নাকর এবং আমরা যথেষ্ট রত্ন আহরণ করছি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ম্যারাকটের মন যেন এ সবের মধ্যে নেই!

তাঁর সেই চওড়া কপালওয়ালা, লম্বাটে, 'ইজিপশিয়ান মামি'র মত মাথার মধ্যে যেন রয়েছে সম্পূর্ণ আলাদা চিন্তা। যেন আসল কাজ সুরু করবার আগে এ কেবল মহড়া দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

'এই পর্যন্ত লিখে একবার ডাঙায় নেমেছিলাম। কাল ভোরে আবার জাহাজ ছাড়বার কথা, তাই শেষ বারের মত ভাল করে' হাত পা মেলে নেব ভেবেছিলাম। ভালই করেছিলাম, কারণ নেমেই দেখলাম জেটির উপর এক লড়াই চলেছে আর ম্যারাকট এবং বিল্ স্ক্যান্ল্যান্ তারই ঠিক মধ্যিখানে। বিল্ দাঙ্গা বাধাতে বেশ পটু, তার দুখানি হাতেই সে চমৎকার ঘুঁসি চালাতে পারে। কিন্তু চারিপাশে ছোরা হাতে আধ ডজন স্প্যানিয়ার্ড। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি ব্যাপারটা এই: ওখানকার যে অপরূপ যান—যাকে ওরা খুব খাতির করে বলে ক্যাব্—তাই ভাড়া করে' ডক্টর ম্যারাকট গোটা দ্বীপের প্রায় অর্ধেকটাই ঘুরে এসেছেন তাঁর ভূতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করতে করতে, কিন্তু সঙ্গে যে একটি পেনিও নেই সে কথাটা স্রেফ্ ভুলে গেছেন। তারপর গাড়োয়ান যখন ভাড়া চেয়েছে তখন আর সেই গোঁয়ো ভূতদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারেন নি। গাড়োয়ান জামিন হিসাবে তাঁর ঘড়িটি ছিনিয়ে নিয়েছে, ফলে বিল স্ক্যানল্যানের হাত চলতে সুরু করেছে। আমি সময় মত গিয়ে না পড়লে ছোরায় ছোরায় তাঁদের পিঠ দুখানির দুটি পিন-কুশনের মত অবস্থা হত! আমি গাড়োয়ানকে দু এক ডলার আর স্ক্যান্ল্যানের ঘুঁসি খেয়ে যার, চোখের নিচে কালশিরা পড়েছিল তাকে পাঁচ ডলার বকশিশ দিয়ে ঠাণ্ডা করলাম। ব্যাপারটা ভালয় ভালয় কেটে গেল এবং সেই প্রথম ম্যারাকটকে একটু রক্ত মাংসের মানুষের মত মনে হল। আমরা জাহাজে ফিরে যাবার পর তিনি আমাকে তাঁর ক্যাবিনে ডেকে পাঠিয়ে ধন্যবাদ জানালেন।

তারপরে বললেন, 'আচ্ছা মিঃ হেডলি, আপনি তো বিবাহিত নন।'

বললাম, 'না, বিবাহিত নই।'

'আপনার মুখাপেক্ষীও আর কেউ নেই।'

'না।'

'বেশ। এই অভিযানের উদ্দেশ্য আপনাকে জানাই নি, কয়েকটি কারণে আমি এ পর্যন্ত সেটা গোপন রাখতে চেয়েছিলাম। একটি কারণ এই যে তা

জানতে পারলে আর কেউ হয়ত আমার আগেই এই ধরণের একটি অভিযান সুরু করে দিতে পারত। মন্ত্রগুপ্তিতে অক্ষম হলে ক্যাপটেন স্কটের দশা হয়। স্কট্ যদি তাঁর অভিপ্রায় গোপন রাখতেন তাহলে তিনিই সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেরুতে পৌছাতে পারতেন, আমুণ্ডসেন নয়। আমারও দক্ষিণ মেরুর মত কোনো বিশেষ লক্ষ্য স্থল আছে, তাই আমি কোনো কথা প্রকাশ করি নি। কিন্তু এখন আমরা আমাদের বিরাট অ্যাডভেঞ্চারের প্রান্তে উপস্থিত, এখন আর কেউ আমাদের পরিকল্পনা চুরি করতে পারবে না। কাল আমরা আমাদের আসল লক্ষ্যস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করছি।'

'সে লক্ষ্যস্থল কি ?'

'তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন, তাঁর সেই কঠোর মুখে যেন এক উন্মত্ত উৎসাহ জ্বল জ্বল করে' উঠল। বললেন, 'আমাদের লক্ষ্যস্থল আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের তলদেশে !'

'কোনো গল্পের শেষ এর চেয়ে চমৎকার হতে পারে না, আর আমি যদি গল্পলেখক হতাম নির্ঘাত এইখানেই দাঁড়ি টেনে দিতাম। কিন্তু আমি তো তা নই, আমি বিজ্ঞানী, আমার কাজ কেবল যেমনটি ঘটে ঠিক ঠিক তাই লিখে রেখে যাওয়া। তাই তোমায় জানাচ্ছি যে এর পরে আমি আরও এক ঘণ্টা তাঁর ক্যাবিনে ছিলাম আর অনেক কিছুই তাঁর কাছ থেকে শুনলাম। জাহাজ থেকে চিঠি নিয়ে যাবার শেষ খেয়া ছাড়তে একটু বাকি আছে, এই ফাঁকে সে সব তোমায় বলে নিই।

'ম্যারাকট বললেন, 'হ্যাঁ হে, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে এ কথা লিখতে পার, কারণ তোমার চিঠি যখন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌছাবে ততদিনে আমরা আমাদের কাজে ঝাঁপ দিয়েছি।'

'এই বলে বৃদ্ধ চাপা হাসি হাসতে লাগলেন। তাহলে তাঁর কৌতুকবোধও আছে—যদিও কেমন যেন এক কাটখোট্টা ধরনের !

বৃদ্ধ বলে চললেন, 'হ্যাঁ ঝাঁপ দেওয়াই বটে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমাদের ঝম্পপ্রদান স্মরণীয় হবে। তোমায় একটা কথা বলি। সমুদ্রের অনেক নিচে জলের চাপ অত্যধিক বলে যে মত প্রচলিত আছে তা যে একেবারে ভুল সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। স্পষ্টই বোঝা যায় যে অন্যান্য এমন কয়েকটি বিষয় আছে যাতে

সেই চাপ যতটা হবার কথা ততটা হতে পারে না। অবশ্য সেই অন্য বিষয়গুলি কি তা আমি এখন বলতে পারছি না। কয়েকটি সমস্যার সমাধান এখনও হয় নি, এটাও তার মধ্যে একটা। আচ্ছা, এক মাইল নিচে কত চাপ হবে বলে তুমি মনে কর?' তাঁর ফ্রেমের চশমার বড় বড় কাঁচের ভিতর দিয়ে তিনি কটমট করে' আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, 'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক টনের কম নয়, এ তো স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে গেছে।'

তিনি বললেন, 'যে সব বিষয় স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে গেছে সেগুলি অপ্রমাণ করাই চিরদিন আগে চলা লোকদের কাজ। নিজে মাথা খাটাও হে। এক মাস হল তোমরা গভীর সমুদ্রের তলা থেকে অতিশয় নরম জীবজন্তু তুলছ, এত নরম যে জল থেকে তুলে চৌবাচ্চায় ছাড়তে গিয়ে তার গিয়ে তার আকার নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত হয়। তার উপর এই ভয়ঙ্কর চাপের কোনও চিহ্ন দেখতে পেয়েছ?'

বলতেই হল যে পাইনি। তিনি বললেন, 'কিংবা আমাদের ট্রলের কথাই ধর, তার মুখের কাছের তক্তাগুলো তো সেই চাপে পিষে চেপটে যায় নি।'

বললাম 'কিন্তু ডুবুরীরা যে তাদের কানে ভয়ানক চাপ পায়?'

'অবশ্যই কিছু দূর পর্যন্ত সেটা ঠিক। শরীরের যে জায়গাটা সবচাইতে অনুভবনশীল, সামান্য কাঁপুনি যেখানে ধরা পড়ে, সেই কানের ভিতর দিকে লাগবার মত যথেষ্ট চাপ তারা পায় বইকি। কিন্তু আমি যে উপায় করেছি তাতে আমাদের দেহে কোনও চাপ পড়তে পারে না। একটা ইস্পাতের তৈরী খাঁচায় করে' আমরা নামব। তার গায়ে স্ফটিকের জানলা থাকবে। দেড় ইঞ্চি পুরু বিশেষ শক্ত করে তৈরী ডবল নিকেল করা ইস্পাতের পাত ভেঙে ঢোকবার ক্ষমতা সেই চাপের হবে না আশা করি। আর আমার হিসাবে যদি ভুল হয়েই থাকে তাহলে—যাক্, তুমি তো বলছ তোমার মুখাপেক্ষী কেউ নেই। না হয় একটা মহান্ অ্যাড্‌ভেঞ্চারে আমরা মৃত্যুবরণ করব। অবশ্য তুমি যদি এর মধ্যে থাকতে না চাও তো আমি একলাই যেতে পারি।'

ম্যারাকটের মতলবখানা আমার কাছে পাগলামির চূড়ান্ত বলেই মনে হল। কিন্তু এই রকম চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে না নেওয়াও কত কঠিন তা তো জানই। আমি একথা বলতে বলতে এদিকে মনে মনে ভাবতে লাগলাম।

'শুধোলাম, 'কত নিচ অবধি যাবেন মনে করেছেন সার্?'

'টেবিলের উপর পিন দিয়ে একটা চার্ট আঁটা ছিল। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা জায়গায় তিনি তাঁর কম্পাসের কাঁটা রাখলেন। বললেন, 'গত বৎসর এই রকম জায়গায় গভীরতা মাপবার জন্য আমি বারকয়েক ওলন ফেলেছিলাম। ঐখানে একটি অত্যন্ত গভীর ডীপ* আছে। সেখানে আমরা পঁচিশ হাজার ফুট পেয়েছিলাম। আমিই প্রথম সে বৃত্তান্ত প্রকাশ করি। ভবিষ্যৎ চার্টে সে জায়গাটা' 'ম্যারাকট ডীপ' নামেই দেখতে পাবে।'

'আমি বলে' উঠলাম, 'কি সর্বনাশ, আপনি কি ঐরকম অতল গহ্বরের মধ্যে নামবেন নাকি ?

'মৃদু হেসে তিনি বললেন, 'না না, আমাদের নিচে নামাবার কাছি বা বাতাসের নল কোনোটাই আধ মাইলের বেশী নিচে পৌছায় না আমি বলছিলাম এই যে এই গভীর গর্ত বহুকাল আগে পৃথিবীর ভিতরকার আগ্নেয় উৎপাতের ফলে সৃষ্ট হয়েছে। তার চারি পাশে একটা শৈলশিরা বা একটা সঙ্কীর্ণ উপত্যকা যেন একটা গোল মঞ্চের মত তাকে ঘিরে আছে, সেটা তিনশো ফ্যাদমের* বেশী গভীর নয়।'

'তিনশ ফ্যাদম। এক মাইলের তেহাই!'

'হ্যাঁ, মোটামুটি এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ। আমার ইচ্ছা আমাদের চাপসহ খাঁচাটিতে করে' সমুদ্রের তলায় সেই শৈলশিরার উপর আমাদের নামিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে আমরা যথাসাধ্য নিরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহ করব। কথা বলবার জন্য জাহাজ পর্যন্ত একটি নল থাকবে, তাই দিয়ে আমরা জাহাজের লোকেদের নির্দেশ দিতে পারব। এতে কোনো অসুবিধা হবে না। যখন আমরা উঠে আসতে চাইব তখন শুধু বললেই হল।'

'বাতাস ?'

'পাম্প করে' আমাদের কাছে পাঠানো হবে।

'কিন্তু সেখানে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে।

---

* ডীপ (deep)—সমুদ্রের অতি গভীর স্থান, সামুদ্রিক দহ!

* ১ ফ্যাদম (fathom)=৬ ফুট

'ঠিকই। জাহাজের এনজিনের শক্তিতে আমাদের খাঁচায় জোরালো বিজলী আলো জ্বলবে, আর তার সঙ্গে দু ভোল্টের ড্রাই সেলও থাকবে ছয়টি, সেগুলি থেকেও বারো ভোল্টের প্রবাহ পাওয়া যাবে। এই সবের সঙ্গে একটা লুকাস্-'এর আর্মি সিগনালিং ল্যাম্প থাকবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইচ্ছামত আলো ফেলবার জন্য, তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। আর কোনো অসুবিধা ?'

'যদি আমাদের বাতাসের নলগুলি জড়িয়ে যায় ?

'জড়াবে না। আর জরুরী অবস্থার জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মত মত টিউবে পোরা বাতাসও মজুত থাকবে। তোমার সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছ তো? রাজি আছ আসতে ?'

'উত্তর দেওয়া সহজ নয়! চিন্তা হাওয়ার আগে চলে। মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় কত কি যে খেলে গেল। যেন স্পষ্ট মনে হতে লাগল সেই খাঁচাটাতে করে' সমুদ্রের আদিম গভীরতার অন্তস্থলে নেমেছি, খাঁচার ভিতরকার বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে। দেখলাম যেন তার ইস্পাতের দেয়ালগুলি জলের প্রচণ্ড চাপে টোল খেয়ে ভিতরের দিকে ঠেলে আসতে লাগল, জোড়ের মুখগুলি অল্পে অল্পে খুলে যাচ্ছে, ভিতরে জল ঢুকছে, নিচ থেকে খাঁচাটা আস্তে আস্তে জলে ভরে' উঠেছে। সে এক ভয়ঙ্কর মন্থর মৃত্যু। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি বৃদ্ধ এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে, তাঁর সে দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের জন্য আত্মোৎসর্গের জ্বলন্ত উৎসাহ। সে উৎসাহ যদি পাগলামিও হয় তবু তা নিস্বার্থ ও মহৎ। তাঁর ছোঁয়ায় আমিও যেন জ্বলে উঠলাম। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম।

'বললাম, 'ডক্টর, আমি শেষ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আছি।'

"তিনি বললেন, 'আমি তা জানতাম, তোমার পেটে কিছু বিদ্যে আছে, কিন্তু সেজন্য তোমায় পছন্দ করিনিহে,' তারপর একটু মুচকি হেসে, 'কিংবা সামুদ্রিক কাঁকড়ার সঙ্গে তোমার নিবিড় পরিচয়ের জন্যও নয়। তোমার অন্য যে গুণ আছে তারই দরকার ছিল আমার সব চাইতে বেশী: সে হচ্ছে অটল সাহস আর নিষ্ঠা।'

"ঐ মিষ্টি কথাদুটো শুনিয়ে তিনি আমায় বিদায় দিলেন। ফিরে এসে আমার চটকা ভাঙ্গল। এখন মনে হচ্ছে আমার গোটা ভবিষ্যৎটা যেন তাঁর কাছে বাঁধা

দিয়ে এলাম। যাক্, শেষ খেয়া এই ছাড়ল বলে', ডাকের জন্য হাঁকাহাঁকি করছে। ভাই ট্যাল্‌বট্, হয় এই আমার শেষ চিঠি, নয়তো আবার যদি আমার চিঠি পাও, সে একখানা পড়বার মত চিঠি পাবে বটে। আর যদি না পাও তাহলে আমার কবরের উদ্দেশ্যে ক্যানারির দক্ষিণে কোথাও এই লেখাটি জানিয়ে দিও :—

'এইখানে কিংবা এইখানেই কোথাও রয়েছে—
মাছে তার যেটুকু বাকি রেখেছে—আমার বন্ধু সাইরাস জন হেড্‌লি।'

দুই

এই বিষয়ে দ্বিতীয় দলিল হল সেই অদ্ভুত বেতারবার্তা। যে সব জাহাজের গ্রাহক যন্ত্রে তা ধরা পড়ে তার মধ্যে ডাক-জাহাজ 'আরোইয়া' একটি। গত বৎসর ৩রা অক্টোবর তারিখে বেলা তিনটার সময় সেই জাহাজে এই বার্তা গৃহীত হয়। অর্থাৎ হেডলির পত্র অনুসারে যেদিন 'স্ট্র্যাটফোর্ড' গ্র্যাণ্ড ক্যানারি ছাড়ে তার মাত্র দুই দিন পরেই বার্তাটি আসে। প্রায় সেই সময়েই সেই নরওয়ের পালের জাহাজ গ্র্যাণ্ড ক্যানারির প্রায় দুই শো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একখানি স্টিমের জাহাজকে প্রবল ঝড়ে বানচাল হতে দেখে। বার্তাটি এই : 'ঝড়ে জাহাজ কাত।-হয়ত আর আশা নেই। ম্যারাকট হেডলি স্ক্যানল্যান আগেই গেছেন। ব্যাপার অবোধ্য। ওলনতারের আগায় হেডলির রুমাল। ঈশ্বর ভরসা।'

'এস্ এস্ স্ট্র্যাটফোর্ড'

কতকটা রোগীর প্রলাপের মত স্ট্র্যাটফোর্ড'এর এই শেষ বার্তার মধ্যে একটা জায়গা আবার এতই অদ্ভুত যে সেটা অপারেটরের মাথার দোষ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। যাই হোক্ জাহাজটি যে ডুবে গিয়েছে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকেনি।

তৃতীয় দলিল 'আরাবেলা নোউল্‌স' নামক জাহাজের লগবুকের কিয়দংশ। তার কথা খবর কাগজেও প্রকাশ পেয়েছে। তার ক্যাপটেন ছিলেন এমস্ গ্রীন। জাহাজটি কার্ডিক থেকে কয়লা নিয়ে বুয়োনোস এয়ারিসে যাচ্ছিল। তার লগ-বুকে এই বৎসরের ৫ই জানুয়ারি তারিখে অর্থাৎ 'স্ট্র্যাটফোর্ড' ডুববার তিন মাস পরে যা লেখা হয়েছিল নিচে অবিকল উদ্ধৃত করলাম :—

'বুধবার ৫ই জানুয়ারি। অক্ষাংশ ২৭° ১৪´ উত্তর, দ্রাঘিমা ২৮° পশ্চিম। শান্ত সমুদ্র। নীল আকাশ, পেঁজা তুলোর মত মেঘের সারি। সমুদ্রের চেহারা যেন কাঁচের মত। মাঝ চৌকির দুটি ঘণ্টা পড়তে ফার্ষ্ট অফিসার খবর দেন যে তিনি দেখেছেন একটা উজ্জ্বল জিনিস সমুদ্র থেকে অনেক উঁচুতে লাফিয়ে উঠে আবার পড়ে গেল। প্রথমটা তিনি ভাবেন যে সেটা কোনও অদ্ভুত জাতের মাছ, কিন্তু দূরবীণ দিয়ে দেখতে পান সেটি একটি রূপোর মত ঝক্‌ঝকে গোল জিনিস। আর এত হালকা যে সেটা জলে ভাসছিল না বলে, জলের উপর রাখা ছিল বলাই ঠিক। আমি দেখলাম সেটা একটা ফুটবলের মত বড়, জাহাজের ডাইনে স্টারবোর্ডের দিকে প্রায় আধমাইল দূরে জলের উপর ঝক্‌ঝক্ করছে। আমি এন্‌জিন বন্ধ করে সেকেণ্ড মেট-এর হেফাজতে কোআর্টার বোটটা পাঠালাম জিনিসটা নিয়ে আসতে। সেকেণ্ড মেট সেটা তুলে জাহাজে নিয়ে এল।

দেখা গেল জিনিসটা শক্ত কাঁচের তৈরি একটা গোলা, এমন কোন হালকা গ্যাসে ভরা যে উপরের দিকে ছুঁড়ে ফেললে ছেলেদের বেলুনের মত শূন্যে দুলতে দুলতে নামে। সেটি প্রায় স্বচ্ছ, ভিতরে কাগজের মত কি যেন গুটানো রয়েছে দেখা গেল। সেটা বার করবার জন্য গোলাটা ভাঙ্গতে গিয়ে দেখা গেল সেটা অসম্ভব শক্ত। হাতুড়ি দিয়ে ভাঙ্গা গেলনা, শেষে মুখ্য এন্‌জিনিয়র যখন এন্‌জিনের ঘুরন্ত ফ্লাই হুইলের গায়ে লাগিয়ে সেটাকে কম-জোর করে দিলেন তখন সেটা ভাঙ্গা গেল। কিন্তু বড় দুঃখের কথা যে ভাঙ্গামাত্রই সেটা গুঁড়িয়ে একেবারে ধুলো হয়ে গেল। প্রত্যেকটি গুঁড়ো আলো পড়ে জ্বল জ্বল করতে লাগল। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখবার মত মাপসই রকমের টুকরো পাওয়া গেলনা। কাগজটা অবশ্য আমরা পেলাম। সেটা পড়ে তার অসাধারণ গুরুত্ব উপলব্ধি, করলাম। স্থির হল লা প্লাটায় পৌছেই সেটা সেখানকার ব্রিটিশ কনসালের হাতে দিয়ে দেওয়া হবে। আমার জীবনের পঁয়ত্রিশটি বছর সমুদ্রে কেটেছে। কিন্তু এমন

অদ্ভুত ব্যাপারে কখনও দেখিনি। জাহাজের সকলেই তাই বলছে। এ সবের সত্যিকার তাৎপর্য আমার চেয়ে বিজ্ঞতর ব্যক্তিরা স্থির করবেন।'

বাকী রইল এই কাঁচের গোলার মধ্যে পাওয়া সেই অত্যাশ্চর্য বিবরণ, আমাদের চতুর্থ ও শেষ দলিল। এরও লেখক মিঃ সাইরাস জে হেডলি। নিচে তা যথাযথ উদ্ধৃত হল :—'আমি কাকে উদ্দেশ্য করে' লিখ্ছি? বলা যেতে পারে গোটা পৃথিবীর লোককে। কিন্তু সেটা একটা নিতান্তই বেঠিক ঠিকানা, কাজেই আমার বন্ধু অক্স্ফোর্ড ইউনিভার্সিটির সার্ জেমস্ ট্যালবট্‌কে উদ্দেশ্য করে লিখব। শেষ যে চিঠি লিখেছিলাম সেখানিও তাঁকেই লেখা। এই লেখাটি সেই চিঠিরই জের বলে' ধরে নেওয়া যেতে পারবে। এই গোলাটি যদি কোন হাঙরের পেটে না গিয়ে দিনের আলোর মুখ দেখতেও পায় তবু আমার ধারণা এটা কারও চোখে পড়বার সম্ভাবনা একশর মধ্যে এক। হয়ত এটা চিরদিন সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসতে থাকবে। কতদিন কত জাহাজ এর পাশ দিয়ে চলে যাবে, তবু এটা কারও চোখে পড়বে না। কিন্তু তবু এ চেষ্টাটা একবার করে দেখবার মত বই কি। ম্যারাকট্ এই রকম আর একটি গোলা ছাড়ছেন, কাজেই কোন মতে এই অত্যদ্ভুত কাহিনী পৃথিবীর লোকের কাছে গিয়ে পৌঁছাতেও পারে। তারা এ কাহিনী বিশ্বাস করবে কিনা সে কথা অবশ্য আলাদা। কিন্তু যখন সকলে কাঁচের মত জিনিসে তৈরি অথচ আশ্চর্য রকম শক্ত এই গোলাটি দেখবে আর তার ভিতর হাইড্রোজেন গ্যাস পোরা দেখবে, তখন তারা বুঝবে ব্যাপারটা সাধারণ থেকে আলাদা। আর যে যাই করুক, ট্যালবট্, তুমি নিশ্চয় এটা না পড়ে ফেলে দেবে না।

'যদি ব্যাপারটার গোড়াকার কথা কেউ জানতে চান তবে গত বছরের ১লা অক্টোবর তারিখে গ্র্যাণ্ড ক্যানারি ছাড়বার আগের রাত্রিতে তোমায় লেখা আমার চিঠিতে সমস্ত খবর পাবেন। আমাদের কপালে কি আছে তা যদি তখন জানতাম তাহলে হয়তো একটা খেয়া নৌকায় চেপে রাতারাতি জাহাজ থেকে সরে পড়তাম। কিংবা হয়ত—না; আর একবার ভাবতে গেলে মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত থেকেই যেতাম সব জেনে শুনেও।

'হ্যাঁ, গ্র্যাণ্ড্ ক্যানারি ছাড়ার দিন থেকে স্থরু করে' যা যা ঘটেছে সব বলব।

'জাহাজ বন্দর থেকে বেরিয়ে আসা মাত্রই বৃদ্ধ ম্যারাকট্ উৎসাহে উত্তেজনায়

যেন জ্বলে উঠলেন। এতদিন যিনি কেবল চিন্তা করে' এসেছেন সেই মনীষীর জীবনে অবশেষে এসেছে কর্মের শুভক্ষণ। সেই উসকো খুসকো চুলওয়ালা অন্যমনস্ক পণ্ডিত কোথায় গেলেন? তাঁর জায়গায় হঠাৎ দেখা গেল যেন মানুষরূপী একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। কোথায় ছিল এই অফুরন্ত কর্মশক্তি? কোথায় ছিল ভিতরের এই প্রচণ্ড ক্ষমতা? চশমার ভিতর দিয়ে তাঁর চোখদুটি যেন লণ্ঠনের ভিতর আগুনের শিখার মত জ্বলছিল। সত্যি সত্যিই যেন তিনি একশ হয়ে সর্বঘটে বিদ্যমান হলেন। এই এখানে চার্ট ধরে দূরত্ব হিসাব করছেন তো ঐ ওখানে ক্যাপটেনের সঙ্গে নিজের হিসাব মিলিয়ে দেখছেন, কিম্বা স্ক্যান্‌ল্যান্‌কে নানান কাজে ধাওয়া করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন তো আমাকে একশটা খুচরো কাজে লাগাচ্ছেন। কিন্তু এই সব ব্যাপারের মধ্যে কোথাও কোনো এলোমেলো ভাব নেই, সব কিছুর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা রয়েছে। তড়িৎ ও যন্ত্র সম্বন্ধে হঠাৎ তাঁর এত জ্ঞান দেখলাম যে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এসব কি তিনি আগের থেকেই জানতেন, না এখনই শিখে নিলেন। তাঁর তদারকে স্ক্যান্‌লান্‌ এবার সেই সব কল কায়দার বিভিন্ন অংশগুলি জুড়তে সুরু করল। দ্বিতীয় দিন সকালে স্ক্যান্‌লান্‌ বললে, 'এই ধরুন গিয়ে মিঃ হেডলি একেবারে খাসা হয়েছে, একবার ভিতরে এসে এক নজর চেয়ে দেখুন। 'ডক' আমাদের ওস্তাদ লোক, একেবারে একখানি চোস্ত মেকানিক।'

আমার মনে হল যেন নিজের কফিনের দিকে চেয়ে দেখছি। তবে একটা মন্দির হিসাবেও এটা উপযুক্ত বটে। মেঝেটা চারদিকের চারটি দেয়ালের সঙ্গে ক্ল্যাম্প দিয়ে আঁটা আর পোর্ট হোলের জায়গাগুলি দেয়ালের মাঝখানে বসানো। ছাদের গায়ে একটা স্প্রিং-এর দরজা লাগানো, সেইখান দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়। মেঝেতেও সেইরকম একটা দরজা। খাঁচাখানি আগাগোড়া ইস্পাতের, আর সেটা ইস্পাতের তারের তৈরি কাছিতে ঝোলানো। কাছিটা সরু হলেও খুবই শক্ত। একটা প্রকাণ্ড লাটাইয়ে সেটা জড়ানো আছে। গভীর সমুদ্রে ট্রলিং করবার সময় যে জোরালো ইন্‌জিন্‌ ব্যবহার করা হত তারই জোরে খাঁচাটা ওঠানো নামানোর ব্যবস্থা হয়েছে। শুনলাম কাছিটা আধমাইল লম্বা, তার ঢিলে অংশটুকু ডেকের উপরকার খোঁটায় জড়ানো। বাতাস যাবার নলগুলিও ততটাই লম্বা,

তার সঙ্গে টেলিফোনের তার আর খাঁচার ভিতরে আলো জ্বালবার তার এক সঙ্গে রয়েছে। অবশ্য আলোর জন্য খাঁচার নিজের আলাদা ব্যবস্থাও ছিল।

সেই দিন বিকালে জাহাজের ইনজিন্ বন্ধ করে দেওয়া হল। ব্যারোমিটার নেমে গিয়েছিল। সেই দিক্‌চক্রের উপর ঘনিয়ে ওঠা কালো মেঘে অনর্থের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। নরওয়ের নিশান ওড়ানো একখানি পালের জাহাজ ছাড়া আর কোনও জাহাজ কোনও দিকে দেখা যাচ্ছিল না। তার পালগুলি গোটানো বুঝলাম ঝড়ের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তবে সেই সময়টাতে অবশ্য সব ভালই ছিল। গাঢ় নীল সমুদ্র বাণিজ্যবায়ুর ছোঁয়া লেগে যেন কুঁচকে উঠেছিল শাদা ফেনার মুকুট পরা ঢেউয়ে, তার উপরে 'স্ট্র্যাড ফোর্ড' আস্তে আস্তে দুলছিল। কিন্তু স্ক্যান্‌ল্যান্ পরীক্ষাগারে ঢুকল উত্তেজিতভাবে। তার স্বভাব সহজ ভাবের মধ্যে তেমন উত্তেজনা কখনও দেখিনি।

বললে, 'এই ধরুন গিয়ে মিঃ হেডলি, সেই আজব কারখানাটিতে তো জাহাজের তলাকার একটা কুয়োর মত গর্তের ভিতর নামানো হয়েছে। কর্তা কি তাতে করে ডুব মারছেন নাকি?'

'আলবৎ বিল, আর আমিও তাঁর সঙ্গে ডুব মারছি।'

'বটে, বটে? আপনাদের দুজনেরই মাথা বিলকুল খারাপ তাতে ভুল নেই, কিন্তু আপনাদের একা চলে যেতে দেব সে চিজ্ আমি নই'।

'আরে তোমার তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কি আছে'?

'আছে কিছু। আপনারা একলা গেলে হিংসেয় আমি চীনেম্যানের মত হলদে হয়ে যাব। মেরিব্যাঙ্ক কোম্পানি আমায় পাঠিয়েছে ঐ সব কলকব্জা দেখা-শোনা করবার জন্য, সেগুলো যদি থাকে দরিয়ার তলায় তাহলে আমাকেও সেই খানেই থাকতে হবে। ঐগুলি যেখানে বিল স্ক্যান্‌ল্যান্‌ও সেখানে, বস্ এই তার ঠিকানা, তার সঙ্গের লোকেরা খ্যাপাই হোক আর পাগলাই হোক'।

'তার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কাজেই আমাদের ছোট্ট আত্মঘাতী সমিতির আর একটি সভ্য হল, এখন কেবল হুকুমের ওয়াস্তা।

'সারারাত পুরো দমে কাজ চালিয়ে সব ফিট করা হল। পরদিন সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট্ খেয়ে আমাদের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের জন্য তৈরি হয়ে আমরা জাহাজের খোলের মধ্যে নামলাম। খাঁচাখানা জাহাজের নকল তলাটার ভিতর

অর্ধেকটা নামানো হয়েছিল। খাঁচার উপর দিককার স্প্রিং-এর দরজাটা দিয়ে আমরা একে একে তার ভিতর ঢুকলাম। ক্যাপটেন হাওয়ি মহা বিমর্ষ মুখে আমাদের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। খাঁচাশুদ্ধ আমাদের আরো কয়েক ফুট নামানো হল। তারপর জাহাজের নকল তলাটার দরজা ফাঁক করে ভিতরে জল ঢুকিয়ে আমাদের খাঁচাটি কতদূর সাগরযোগ্য পরখ করে দেখা হল। খাঁচাটি পরীক্ষায় ভালভাবেই পাশ করল। দেখা গেল প্রত্যেকটি জোড়া ঠিক খাপে খাপে বসেছে, কোনো দিক দিয়ে জল ঢোকাব কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। তখন জাহাজের খোলের নিচেকার কবাট খুলে দেওয়া হল, আমরা জাহাজের তলায় সমুদ্রের জলের ভিতর ঝুলতে লাগলাম।

'ছোট খাঁচাখানি সত্যিই বেশ আরামের। আর তার ভিতরকার সমস্ত ব্যবস্থা এমন পরিপাটি যে দেখলে অবাক মানতে হয়। মনে হয় যিনি এসব করেছেন, তিনি আগে থেকেই সব কিছু ভেবে দেখলেন কি করে'! বিজলীব আলোগুলি তখনও জ্বালানো হয়নি। সে জায়গাটা গ্রীষ্ম মণ্ডলের কাছাকাছি বলে সূর্যের আলো যথেষ্ট, তখনও মোটা কাঁচের মত জলের ভিতর দিয়ে আমাদের পোর্ট-হোলে এসে পড়েছিল। কয়েকটা ছোট ছোট মাছ সবুজ জলের ভিতর রূপালী আঁচড় কেটে ঘুরছিল ফিরছিল। আমাদের ঘরের দেয়াল বরাবর চারিদিকে গোল করে একটি সেটি আঁটা। তার উপরেই দেয়ালের গায়ে গভীরতাজ্ঞাপক যন্ত্র উষ্ণতামাপক বা থার্মোমিটার আর অন্যান্য সব যন্ত্র সারি সারি সাজানো। 'সেটির' নিচে এক সারি সরু সরু টিউবের মধ্যে পোরা 'কম্‌প্রেস্‌ড' বায়ু অর্থাৎ অল্প জায়গার মধ্যে খুব ঠেলে ঠেলে পোরা অনেকখানি বাতাস। জাহাজ থেকে বাতাস আনবার নলগুলি কোনও গতিকে বিগড়ে গেলে এই টিউবে পোরা বাতাসই হবে আমাদের সম্বল। বড় নলগুলি ঠিক আমাদের মাথার উপর থেকে স্থরু হয়েছে, আর পাশেই ঝুলছে টেলিফোন। তাতে ক্যাপটেনের বিষণ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেল :

'আপনারা কি যাবেনই ঠিক করেছেন ?'

'ডক্‌টর অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দিলেন, 'আমরা ঠিক আছি। আপনি আস্তে আস্তে নামাবেন, আর টেলিফোনের কাছে সর্বদা একজনকে রাখবেন। কখন কেমন থাকব জানাব। আমরা তলায় গিয়ে পৌছালে আপনারা যেমন আছেন

তেমনি থাকবেন যতক্ষণ না আমার নির্দেশ পান। কাছির উপর বেশি জোর পড়লে চলবে না, আস্তে ঘণ্টায় ছ' নট্‌স* হিসেবে গেলে কাছিতে যথেষ্টই সইবে এবার নামিয়ে যান।'

এই 'নামিয়ে যান' কথাদুটো তিনি বললেন পাগলের মত চীৎকার করে। তাঁর জীবনের চূড়ান্ত মুহূর্ত উপস্থিত। তাঁর সমস্ত স্বপ্ন আজ সার্থক। কিন্তু আমার বুক মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, এই মনে হয়ে যে আমরা বাস্তবিক হয়ত এক ধূর্ত পাগলের হাতে পড়েছি। স্ক্যানলানেরও হয়ত ঠিক ঐ কথাই মনে হয়েছিল, আমার দিকে চেয়ে একটা অতি বিষণ্ণ হাসি হেসে আমার হাতটা ছোঁয়ালে। কিন্তু ডাঃ ম্যারাকটকে দেখলাম পর মুহূর্তেই তিনি আবার সেই শান্ত সংযত বিজ্ঞান সাধক হয়ে গেছেন।

'এখন প্রায় প্রতি মুহূর্তেই আমরা যেসব আশ্চর্য নূতন নূতন জিনিস দেখতে লাগলাম তাতে আমাদের আর অন্য কথা ভাববার সময় রইল না। আস্তে আস্তে আমরা গভীর থেকে আরও গভীরে নেমে যাচ্ছিলাম। জলের হালকা সবুজ রং ক্রমে ঘোর সবুজ হয়ে এল। সেটা আবার হয়ে গেল চমৎকার নীল, তারপর গাঢ় নীল। এখন সেটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে বেগনী রঙের হয়ে এল। ক্রমশঃ আরও নিচে নামতে লাগলাম আমরা—এক শো ফুট, দুশো ফুট, তিন শো। জাহাজ থেকে বাতাস পাম্প করে আমাদের কাছে পাঠানো হচ্ছিল। বাতাসের নলের ভাল্‌ভগুলি নিখুঁতভাবে কাজ করছিল, জলে এত নিচে জাহাজের ডেকের উপরকার মতই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম আমরা। গভীরতা মাপকের কাঁটা যন্ত্রের ভাস্বর ডালার উপর আস্তে আস্তে চলছিল। চারশো ফুট, পাঁচশো ফুট, ছশো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠের গর্জন নেমে এল টেলিফোন বেয়েঃ 'কেমন আছেন আপনারা ?'

'ম্যারাকট চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন 'খুব ভাল।' ততক্ষণে আলো খুব কমে গিয়েছিল। তখন কেবল খুব আবছা গোধূলির মত, আর একটু পরেই একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। 'থামাও,' বলে ম্যারাকট্ চেঁচিয়ে উঠলেন। খাঁচাটা থেমে গেল, আর আমরা গভীর সমুদ্রে সাত শ ফিট জলের তলায় ঝুলতে লাগলাম। 'ক্লিক্' করে সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে জোরাল সোনালী আলোয় সব ভেসে গেল,

* ১ নট (knot) = ১ মাইলের কিছু বেশি।

পাশের পোর্ট হোলগুলি দিয়ে চারিদিকের অসীম জলরাশির ভিতর বহুদূর পর্যন্ত চলে গেল সেই আলোর সুদীর্ঘ বীথিকা। যে যার জানলার মোটা কাঁচে চোখ লাগিয়ে যে দৃশ্য দেখতে পেলাম মানুষ তা কখনও দেখেনি।

এ পর্যন্ত সমুদ্রের এই সব গভীর জলের যেটুকু খবর আমরা পেয়েছি তা কেবল সেই সব স্তরের মাছের মারফত। সব মাছের নয়, কেবল যে সব মাছ আমাদের ট্রলের মুখ বা টানা জাল এড়াতে পারবার মত চটপটে চালাক নয়। এই জলজগৎ যে বাস্তবিক কি আশ্চর্য তা এখন দেখলাম। মানুষের জন্যই যদি বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে স্থলেব বাইরে সমুদ্রেব এত গভীবে জীবজন্তু কেন যে এত বেশি তা বোঝা যায় না। আর তাদের বৈচিত্র্যই বা কত। সমুদ্রের উপরেব দিকের মাছের গায় কোনো রং নেই, নয়তো উপরটা নীল আর নিচটা রূপালী। সে সব স্তব আমরা পাব হয়ে এসেছিলাম। এই নিচেকার মাছের মধ্যে কল্পনায় যত রকম রঙ ও যত রকম গড়ন সম্ভব তা সবই আছে। অতি সুকুমার কৃশ করোটিকা, খুব অদ্ভুত নাম না? রূপালী ঝলক লাগিয়ে তীরের মত জলের আলোকিত অংশটুকু পার হয়ে যাচ্ছিল। কোথাও হয়তো এক জাতেব ল্যাসপ্রে (laspray) তাব সাপের মত শরীর নিয়ে মোচড় খাচ্ছে আর কোথাও বা মুখ-সর্বস্ব কালো সিরাটিয়া (ceratia) সবাঙ্গে কাঁটা নিয়ে বোকার মত হাঁ করে চেয়ে আছে। কখনও হয়ত ঠোঁট মোটা কাট্‌ল-ফিশ (cuttle fish) চলে যেতে যেতে তাব মানুষের মত চোখের কুলক্ষণ দৃষ্টি ফেলে আমাদের দেখছে, আর কখনও হয়ত কাঁচের মত স্বচ্ছ দেহ গ্লকাস (glaucus) তার ফুলের মত আকার নিয়ে চারিদিকে শোভাবর্ধন করছে। একটা প্রকাণ্ড হর্স ম্যাকারেল (horse mackerel) আমাদের জানলায় বাব বার ঢুঁ মারতে সুরু করল। এক ফুট সাতেক লম্বা হাঙর এসে হাজির হল, আর তার হাঁ-করা মুখের মধ্যে মাছটা অন্তর্ধান করল! হাঁটুর উপর নোট বুকখানা নিয়ে ডকটর ম্যাকারট্ মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে। যা দেখছেন তাই টুকে নিচ্ছেন আর বিড় বিড় করে এত তরফা বৈজ্ঞানিক টিপ্পনি চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়ত আমার কানে এল, 'ওটা কি? হুঁ হুঁ, কিমিরা মাইরাবিলিস (chimoera mirabilis)—রাশিয়ার কোনো কোনো জার (Czar) যা খেতেন।···আরে এ যে সেপিডিঅন, তবে অন্য প্রজাতির বটে।···

মিঃ হেড্‌লি, দেখুন ঐ লম্বা লেজওয়ালা ম্যাক্রুরাসটাকে (macrurus), আমাদের জালে যেমন উঠেছিল তার থেকে এর রং একেবারে আলাদা।'

'একবারই কেবল দেখলাম তিনি সত্যি অবাক হলেন। হল কি, একটা ডিমের মত লম্বাটে জিনিস হঠাৎ তীর বেগে তাঁর জানলার কাছ দিয়ে চলে গেল। তার লেজ সরু তারের মতন। কিন্তু উপরে আর নিচে যতদূর আমরা দেখতে পেলাম, সে লেজের যেন শেষ নেই। আমিও ভেবে পেলাম না সে কি রকমের জন্তু। বিল স্ক্যান্‌ল্যানই সে রহস্য ভেদ করলে। রসিয়ে রসিয়ে বললে, 'বোধকরি ঐ ক্যাবলা জন স্মইনি আমাদের পাশ বরাবর টিপ করে তার ওলনের সীসেখানি ছেড়েছে। একটু তামাশা দেখবার চেষ্টা করেছে হয়ত, যাতে আমাদের নেহাৎ একা না লাগে।'

ম্যারাকট তাঁর চাপা হাসি হাসতে হাসতে বল্লেন, 'ঠিক—। ঠিক—! বৃহল্লাঙ্গুল ওলনাচার্য একটা নূতন গণ, তার পিয়ানো তারের লেজ আর সীসা ঠাসা নাক। অবশ্য এখানে বার বার ওলন ফেলা ওদের খুবই দরকার যাতে শৈল শিরাটির উপরেই থাকতে পারি, সেটা চওড়ায় বেশি নয়।' তারপর টেলিফোনে মুখ দিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'সব ঠিক আছে, ক্যাপ্‌টেন, আমাদের নামিয়ে যেতে পারেন।'

আবার আমরা নিচে নামতে লাগলাম। ডক্টর ম্যারাকট আলো নিভিয়ে দিলেন। সব আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার কেবল গভীরতা মাপের বাক্সের ডালাটি আমাদের ক্রম নিম্নগতি নির্দেশ করে চলেছে। একটু দুলুনি লাগা ছাড়া আমরা যে চলেছি সে বোঝবার আর কোনো উপায় ছিল না। কেবল যন্ত্রের ডালার উপর কাঁটাটি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিল কি অদ্ভুত, কি অসম্ভব অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি। যখন আমরা হাজার ফুট নিচে তখন স্পষ্টই মনে হল খাঁচার বাতাস দূষিত হয়ে উঠেছে। স্ক্যান্‌লান্‌ নলের ভাল্‌ভগুলিতে তেল দেওয়ায় অবস্থাটা শোধরাল। দেড় হাজার ফুট এসে থামলাম। আলোগুলি আবার জ্বালিয়ে দেওয়া হল। প্রকাণ্ড কালো মত কি একটা আমাদের কাছ দিয়ে চলে গেল, কিন্তু সেটা তলোয়ার মাছ, না গভীর সমুদ্রের হাঙর না অন্য কোনো অজানা জাতের জন্তু তা আমরা ঠিক করতে পারলাম না। ডক্টর তাড়াতাড়ি আলোগুলো নিবিয়ে দিলেন। বললেন, 'এই আমাদের আসল ভয়। গভীর সমুদ্রে এমন সব জীব আছে যাদের কোনো একটার আক্রমণে আমাদের অবস্থা গোবরের আক্রমণে মৌচাকের মতই হতে পারে'

স্ক্যান্‌লান্‌ বললেন, 'তিমি টিমি হবে।'

ম্যারাকট বল্লেন, 'তা তিমি অনেক নিচে নামতে পারে। একবার গ্রীনল্যাণ্ডের একটা তিমি হারপুনের ঘা খেয়ে খাড়া নিচের দিকে ডুব মেরে প্রায় মাইল টাক দড়ি টেনে নিয়েছিল। তবে বেশী আঘাত বা ভয় না পেয়ে কোনো তিমি এত নিচে আসবে না। এটা হয়ত একটা অতিকায় স্কুইড্‌, সব স্তরেই দেখতে পাওয়া যায়।'

'আমি বললাম 'স্কুইড্‌ তো নেহাৎ নরম। মেরিব্যাঙ্কের নিকেল-স্টিলে যদি ফুটো করে দিতে পারে তো তাকে সাবাস বলতে হবে।'

'প্রফেসর বললেন, 'স্কুইডের শরীর নরম হতে পারে, কিন্তু একটা বড় স্কুইডের ঠোঁটে লোহার ডাণ্ডা কাটা পড়তে পারে। সেই ঠোঁটের একটি মাত্র ঠোকরে এই এক ইঞ্চি পুরু কাঁচ কাগজের মত ফুটো হয়ে যাবে।'

বিল তাই শুনে একটা আমেরিকান্‌ শপথ ঝাড়লে আমাদের খাঁচাখানিও আবার চলতে সুরু করল।

'আর খানিক পরে একটা সামান্য ঝাঁকানির সঙ্গে সঙ্গে আমরা থেমে গেলাম। ঝাকানিটা এতই মোলায়েম যে আমরা হয়ত টেরই পেতাম না যদিনা আলো জ্বালিয়ে দেখতে পেতাম আমাদের খাঁচার চারিদিকে খাঁচা-ঝোলানো কাছিটা পাকে পাকে পড়ে আছে। পাছে আমাদের বাতাসের নল তার সঙ্গে জড়িয়ে যায় তাই ম্যারাকট্‌ টেলিফোনে চীৎকার করে বল্লেন কাছিটাকে ওপর থেকে টান করে ধরতে। যন্ত্রে দেখা গেল আঠার শো ফুট আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় একটা শৈলশিরার উপর আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।'

তিন

'কিছুক্ষণ বোধহয় সকলেরই একই রকম মনের ভাব হল। মনে কিছুই দেখবার বা করবার চেষ্টা না করে আমরা যে পৃথিবীর অন্যতম মহাসমুদ্রের তলায় একেবারে ওলন-তারের আগায় বসে আছি তারই অনির্বচনীয় বিস্ময়টুকু শুধু চুপ করে বসে অনুভব করি। কিন্তু আমাদেরই আলোয় উজ্জ্বল চারিদিকের অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার অদম্য কৌতুহল শীঘ্রই আমাদের যার যার জানালার ধারে টেনে নিয়ে গেল।

'আমাদের খাঁচাটি যেখানে নেমেছিল সেখানে চারিদিকেই বড় বড় সামুদ্রিক ঝাঁজি (ম্যারাকট্ বললেন করপালিকা বহুলাংশিকা)। তার লম্বা লম্বা হলদে পাতাগুলি সমুদ্রতলের কোনোরকম স্রোতে আস্তে আস্তে দুলছিল, ঠিক যেমন গাছের পাতা দোলে দখিন হাওয়ায়। তার ওপাশে একটা কুচকুচে কালো টিলা, তার গায়ে নানা চমৎকার রঙীন জীবের মেলা কিন্তু তাদের নামগুলো তত চমৎকার নয়। ঠিক যেমন ইংল্যাণ্ডে বসন্তকালে মাঠে মাঠে ফোটে হায়াসিনথ্ আর প্রিমরোজ্। এখানকার এই জীবন্ত ফুলগুলির রঙই বা কতরকম—টকটকে লাল, টুকটুকে লাল, ফিকে লাল সমস্তই এক নিকষ কালো পটের উপর ছড়ানো। এক একটা বিরাদ স্পঞ্জ (Sponge) সেই কালো টিলাটার এখানে ওখানে এক একটা গর্তের ভিতর থেকে গা বের করে রয়েছে। সমুদ্রের মাঝারি গভীরতার কয়েকটা মাছ রঙের ঝলক লাগিয়ে আমাদের উজ্জ্বল আলোর বৃত্তটা পার হয়ে যাচ্ছিল। সে যেন পরীর রাজ্য! আমরা সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে একেবারে মজে গেছি এমন সময়ে টেলিফোনে ক্যাপটেনের উদ্বিগ্ন স্বর ভেসে এল 'কেমন লাগছে তলাটা? সব ভাল তো? বেশি দেরি করবেন না; ব্যারোমিটার নামছে, আকাশে চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না। যথেষ্ট বাতাস পাচ্ছেন তো? আর কিছু করতে পারি?'

ম্যারাকট্ চেঁচিয়ে উত্তর দিলেন, 'সব ঠিক আছে, ক্যাপটেন। আমাদের দেরি হবে না। আপনি আমাদের যথেষ্টই হাওয়া খাওয়াচ্ছেন, ঠিক নিজেদের

ক্যাবিনের মতই আরামে আছি। এইবার আস্তে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে দেবেন।'

সমুদ্রের তলাটা এত অন্ধকার যে তাতে ফোটোগ্রাফের প্লেট এক ঘণ্টা ধরে মেলে রাখলেও কোনো আলোর চিহ্ন মাত্রও পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা তখন ভাস্বর মাছের স্তরে এসে পৌঁছেছিলাম তাদের নিজেদের গা থেকেই আলো বেরোয়। এই আলোকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অনুপ্রভা। নিজেদের আলো নিবিয়ে দিয়ে সেই মিশকালো অন্ধকারের মধ্যে গভীর সমুদ্রের এই জীবন্ত অনুপ্রভার খেলা দেখতে কি মজাই না লাগছিল। যেন কালো মখমলের পর্দার উপর অনেকগুলি উজ্জ্বল আলোর বিন্দু চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। একটা বিকট দেখতে জন্তুর দাঁতগুলোতে এমনি অনুপ্রভা, কারো বা লম্বা দুখানি সোনালি রঙের জলজলে শুঁয়ো, আর কারো হয়ত মাথায় জলন্ত আগুনের মত ঝুঁটি। যতদূর চোখ যায় জমাট অন্ধকারের মধ্যে অগুনতি উজ্জ্বল বিন্দু যে যার নিজের ধান্দায় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। একটু পরে আমাদের আলোগুলো আবার জ্বেলে দেওয়া হল। ডক্টর তাঁর সমুদ্রতলের নিরীক্ষা স্থরু করলেন।

বললেন, 'আমরা অনেক নিচে নেমেছি বটে কিন্তু সমুদ্রের একেবারে অন্তস্তলে যে সব বিশেষ রকমের স্তর গড়ে তা দেখবার মত যথেষ্ট নিচে নামিনি। সেগুলো আমাদের নাগালের একেবারে বাইরে। হয়তো পরে কখনো আরও লম্বা কাছির—'

'বাদ দিন! ওকথা ভুলে যান!' বিল গরগরিয়ে উঠল। মৃদু হেসে ম্যারাকট্ বললেন, 'সমুদ্রের জঠরান্ধকার শীঘ্রই সয়ে যাবে, স্ক্যানল্যান্। তার ভিতর এই জানাই আমাদের শেষ জানা হয়ে থাকবে না।'

স্ক্যান্‌ল্যান্ বিড় বিড় করে বললেন, 'যত আকালগেড়ে কথা।'

ম্যারাকট্ বলে চললেন, 'ক্রমে সেটা' 'স্ট্র্যাটফোর্ডের' খোলের ভিতর নামার মতই সামান্য ব্যাপার হয়ে যাবে। মিঃ হেডলি, লক্ষ্য করে দেখ এখানকার জমিটা ঝামাপাথরের আর ঐ কালো কালো টিলাগুলি আগ্নেয় শিলার অর্থাৎ বহু পুরাকালে যে সব আগ্নেয় উৎপাত হয়েছিল তারই ফলে এই পাথুরে টিলাগুলির জন্ম। সত্যিই মনে হচ্ছে আমি এতদিন যে মত পোষণ করে এসেছি তা যে ঠিক, তাই প্রমাণিত হচ্ছে। আমার মত এই যে আগ্নেয় উৎপাতের ফলে যে লাভা'

বেরোয় তাতেই এই শৈলশিরাটি তৈরি, আর ম্যারাকট ডীপ'—এই দুটি কথা তিনি খুব তারিয়ে তারিয়ে উচ্চারণ করলেন—'আর ম্যারাকট্ ডীপ হচ্ছে তার ঢালু দিকটা। আমাদের খাঁচাখানিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে ডীপের ধারে নিয়ে গিয়ে সে জায়গার গঠনটা কি রকম দেখে এলে মন্দ হত না। হয়ত সেখানে দেখতে পাব, একটা বিরাট খদ, সেটা প্রায় খাড়াভাবে সমুদ্রের চরম গভীরতার দিকে নেমে গেছে।'

মতলবটা আমার কাছে বিপজ্জনক মনে হল। আমাদের খাঁচার কাছিটা এমন কিছু মোটা নয়, আড়ভাবে চালাতে গেলে তার উপর যে চাড় পড়বে তা কতদূর সইবে কে জানে। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার বেলায় ম্যারাকটের কাছে তাঁর নিজের বা আরো কারো বিপদ বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্বই থাকে না। আমি আর বিল দম বন্ধ করে দেখলাম আমাদের ঝুলন্ত ঘরখানা আস্তে আস্তে ঝাঁজির ঝাড় ঠেলে চলতে সুরু করল। অর্থাৎ এইবার কাছির উপর পূরো দস্তুর চাড় পড়ছে। ম্যারাকট হাতে কম্পাস্ নিয়ে কখন কোন দিকে চালাতে হবে চীৎকার করে তার নির্দেশ দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে সামনে কোন বাধা এলে খাঁচাখানাকে খানিকটা উপরে তুলে নিতে হুকুম করছিলেন।

আমাদের বললেন 'শৈলশিরাটি চওড়ায় একমাইলের বেশি হবেনা। এইভাবে চললে অল্পসময়ের মধ্যেই তার ধারে গিয়ে পৌছাব।'

চারিদিকে এই সোনালী ঝাঁজির সুকোমল শোভা, তার মধ্যে কোথাও বা প্রকৃতির নিজের হাতে পল কাটা বিচিত্র বর্ণের পাথর, নিকষের জমির উপর বসানো। আমরা দেখতে দেখতে যেতে লাগলাম। হঠাৎ ডক্টর টেলিফোনের দিকে ছুটে গেলেন। 'থামাও, আমরা এসে গেছি।'

'অকস্মাৎ আমাদের সামনে এক বিরাট গহ্বর হাঁ করে এসে হাজির হল। চকচকে কালো আগ্নেয় শিলার অতলস্পর্শ খদ নেমে গেছে নিছক অজানার দিকে। তার কিনারায় ঝাঁজির ঝাড় ঝুলছে—যেমন পৃথিবীর মাটিতে খদের মুখে ফার্ণ-এর (Fern) ঝাড় ঝোলে। খদটা সামনের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে গেছে, কিন্তু তার মুখটা কতখানি চওড়া তা বোঝবার কোনো উপায় ছিলনা। আমাদের আলো জমাট অন্ধকার ভেদ করতে পারছিলনা। লুকাস সিগনালিং ল্যাম্পের মুখটা ঘুরিয়ে নিচের দিকে আলো ফেলা হল। সমান্তরাল আলোক-রশ্মির

সোনালী বীথিকা নেমে গেল নিচে, আরও নিচে; গহ্বরের অন্তহীন অন্ধকার তাকে শুষে নিল।

ম্যারাকটের শীর্ণ মুখে মালিকানার খুসি খুসি ভাব। বললেন, 'বাস্তবিকই অতি চমৎকার! অবশ্য এর চাইতেও গভীর "ডীপ" আছে। ল্যাড্রোন দ্বীপপুঞ্জের কাছে চ্যালেঞ্জার ডীপ ছাব্বিশ হাজার ফুট, ফিলিপাইন থেকে কিছুদূরে প্ল্যানেট ডীপ বত্রিশ হাজার, তাছাড়া আরো অনেক আছে কিন্তু নিছক খাড়াইয়ের দিক থেকে বোধহয় ম্যারাকট্ ডীপ অদ্বিতীয়। তাছাড়া এতে কোনো সন্দেহ নেই যে'—কথার মাঝে তিনি হঠাৎ থেমে গেলেন, চেয়ে দেখি গভীর ঔৎসুক্য আর বিস্ময় যেন তার মুখে জমাট বেঁধে গেছে। স্ক্যান্‌লান্‌ আর আমি তাঁর কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম···যা দেখলাম তাতে আমরা জমে একেবারে পাথর হয়ে গেলাম !!!'

চার

'খদের হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে আমাদের ফেলা আলোর পথ বেয়ে উঠে আসছে প্রকাণ্ড জীব। অনেক নিচে যেখানে আমাদের আলো অন্ধকারে গিয়ে মিশেছে সেইখানে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল তার কালো বিরাট দেহটা হেলতে দুলতে অদ্ভুত ভঙ্গীতে উপর দিকে উঠছে। একটু কাছে আসতে যখন আলোটা পুরোপুরি তার উপর পড়ল, তখন তার ভয়ঙ্কর চেহারা আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে জন্তু বিজ্ঞানের অজানা, কিন্তু জানা কোনো কোনো জীবের সঙ্গে তার মিল আছে। তার গড়নটা একটা বিরাট কাঁকড়ার মতও বটে—কিন্তু একটু বেশি লম্বাটে, আবার একটা অতিকায় গলদা চিংড়ির মতও বটে—কিন্তু একটু বেশি বেঁটে, মোটের উপর ধাঁচটা অনেকটা বাগদা চিংড়ির মত। দুই দিকে দুটো রাক্ষুসে দাঁড়া আর মুখের সামনে পনেরো ষোল ফুট লম্বা এক জোড়া শুঁয়ো! তার পিছনে দুটো কালো কালো বদমেজাজী বোকা বোকা চোখ। গায়ের ফিকে হলদে রঙের খোলা শুদ্ধ সেটা চওড়ায় দশ ফুট হবে, আর শুঁয়ো বাদে লম্বায় ত্রিশ ফুটের কম নয়।

'ম্যারাকট্ তাঁর নোট বুকে ঊর্ধ্বশ্বাসে লিখতে লিখতে হাঁকতে লাগলেন, 'চমৎকার। অপূর্ণ-বৃন্তক (অর্থাৎ খাটো বোঁটার আগায় বসানো) চোখ, স্থিতি স্থাপক খোলক, জাতি কবচী, প্রজাতি অজ্ঞাত।—কবচী ম্যারাকটীয়—কেন হবে না? হবে না কেন?'

বিল্ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার দিব্যি ও নাম আমি চালিয়ে দেব, কিন্তু আপাততঃ ওটা যে আমাদের দিকেই আসছে মনে হয়! ধরুন গিয়ে 'ডক্', আমাদের আলোগুলো নিবিয়ে দিলে কেমন হয়?'

বিজ্ঞানী প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললেন 'এক মিনিট! আনায়কীগুলি (গায়ের জালির মত দাগগুলো) টুকে নিই।······হ্যাঁ, হয়েছে।' বলেই তিনি সুইচ অফ্ করে দিলেন। আমরা আবার সেই নিকষকালো অন্ধকারে ডুবে গেলাম, কেবল বাইরে সেই আলোর বিন্দুগুলি অমাবস্যার আকাশে অনবরত উল্কাপাতের মত ছুটোছুটি করতে লাগল।

'বিল্ কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, 'আলবৎ জানোয়ারটা দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে বদ!'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'এটা দেখতে ভয়ঙ্করই বটে, আর ঐ রাক্ষুসে দাঁড়ার পাল্লায় পড়লে সেটাও হয়ত ভয়ঙ্করই হবে। কিন্তু আমাদের এই ইস্পাতের ঘরখানার ভিতর থেকে ওটাকে নিরাপদে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।'

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে ঘরের দেওয়ালের বাইরে থেকে যেন কোদালের ঘা মারার মত আওয়াজ এল। তারপর খানিকক্ষণ ধরে উখা দিয়ে ঘষার মত শব্দ আর শেষে আর একবার তেমনি ঘা মারার আওয়াজ।

বিল্ স্ক্যান্ল্যান্ চেঁচিয়ে উঠলে, 'ধরুন গিয়ে, ও ভিতরে আসতে চায়! আমার দিব্যি, ঘরখানার গায়ে 'প্রবেশ নিষেধ' লিখে দেওয়া চাই।' তামাশা করে কথা বললে কি হবে, গলা এদিকে তার কেঁপে যাচ্ছিল। সেই রাক্ষুসে জীবটা নিঃশব্দে আমাদের গোল খাঁচাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। তার বিরাট দেহে একবার এ জানলা একবার ও জানলা যেন গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়তে লাগল। জানোয়ারটা বোধ হয় ভাবছিল গোলাটা ভাঙতে পারলে ভিতরে জিনিস মিলতে পারে।

'ম্যারাকট্ বললেন, 'জন্তুটা আমাদের কিছু করতে পারবে না'—কিন্তু তাঁর

গলায় আর তেমন ভরসার স্বর ছিল না—'তবে ওটাকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল।' এই বলে তিনি টেলিফোনে ক্যাপটেনকে ডেকে বললেন, 'আমাদের ফুট কুড়ি ত্রিশ উপরে তুলুন।'

কয়েক সেকেণ্ড পরে আমরা সেই 'লাভা'ময় জমি ছেড়ে উপরে উঠে আস্তে আস্তে দুলতে লাগলাম। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর জীবটা ছাড়বার পাত্র নয়, একটু পরেই আবার খাঁচার গোল গায়ে তার দাঁড়া ঘ্যাসঘ্যাসানি আর পায়ের নখের ঠকঠকানি শোনা গেল। সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপচাপ বসে' অনুভব করতে লাগলাম মরণ সত্যি সত্যি দোর গোড়ায় এসে হাজির হলে' কেমন লাগে। যদি জন্তুটার রাক্ষুসে নখের এক ঘা আমাদের জানলার কাঁচের উপর পড়ে তাহলে তার কি দশা হবে? সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগছিল।

'হঠাৎ শোনা গেল ঠকঠকানিটা চলে গেছে খাঁচাটার উপর দিকে—যেখানে আমাদের বাতাস আসবার নল, টেলিফোন, আমাদের সব কিছু। খাঁচাখানা পেণ্ডুলামের মত দুলতে সুরু করল!

'আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'সর্বনাশ! কাছিটাকে ধরেছে, ছিঁড়ে ফেলবে।'

'এই ধরুন গিয়ে ডক্, আমি বলি এবার উঠে পড়া যাক্। আমরা যা দেখতে এসেছিলাম তা তো দেখা হয়েছে, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাওয়া যাক্। ফোন করুন, আমাদের টেনে তুলুক।'

'ম্যারাকট একটু অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'কিন্তু আমাদের কাজ যে অর্ধেকও সারা হয় নি, আমরা কেবল ডীপের মুখের কাছটাতে অনুসন্ধান সুরু করেছি মাত্র, অন্ততঃ এটা কতখানি চওড়া সেটুকুও দেখা যাক্। এর ওপারে পৌছালে পর আমি ফিরতে রাজি আছি।' তারপর টেলিফোনে মুখ দিয়ে, 'সব ঠিক আছে, ক্যাপটেন। দু নট হিসাবে চলুন, যতক্ষণ না থামতে বলি।'

'আমরা আস্তে আস্তে ডীপের ধার থেকে মাঝের দিকে এগুতে লাগলাম। আলো নিবিয়ে যখন জানোয়ারটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না তখন আর বৃথা অন্ধকারে না থেকে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হল। একটা পোর্টহোল একেবারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সেখান দিয়ে বোধ হয় জন্তুটার পেটের নিচের দিকটা দেখা যাচ্ছিল। মাথাটা আর প্রকাণ্ড দাঁড়াদুটো উপরের দিকে কি কাজে ব্যস্ত ছিল কে জানে। তখনও আমরা পেটা ঘড়ির মত দুলছিলাম। মানুষে

কখনো এমন অবস্থায় পড়েনি—নিচে পাঁচ মাইল জল আর উপরে এই রাক্ষুসে জানোয়ার। দুলুনিটা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। কাছির প্রবল ঝাঁকানি ক্যাপটেন টের পেলেন, তাঁর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর টেলিফোনের তার বেয়ে নেমে এল আর ম্যারাকট হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন, নিদারুণ হতাশায় তাঁর দুই হাত শূন্যে তোলা। সেই মুহূর্তে আমরা ছেঁড়া কাছির ঝাঁকুনি অনুভব করলাম, তার পরেই আমরা নিচের গভীর অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে পড়ে যেতে লাগলাম।

'সেই ভয়ঙ্কর সময়ের কথা যখন ভাবি মনে পড়ে ম্যারাকটের বিষম চীৎকার শুনতে পেয়েছিলাম। টেলিফোনটা আঁকড়ে ধরে তিনি চেঁচাচ্ছিলেন :

'কাছি কেটে গেছে! আর কোনো আশা নেই! আমরা মলাম!' তারপর—'বিদায় ক্যাপটেন্ সকলে বিদায় দিন।'

পৃথিবীর মানুষের উদ্দেশে সেই আমাদের শেষ কথা।

সেই ভয়ঙ্কর জীবটার পায়ের ভিতর দিয়ে আমাদের গোলার মত গোল খাঁচাটা আস্তে আস্তে পিছলে বেরিয়ে এল, একটা লম্বা ঘ্যাঁসঘ্যাঁসানি শুনতে পেলাম। তারপর ভাবছ আমরা হু হু করে নিচের দিকে পড়তে লাগলাম? না। আমাদের খাঁচাটা ফাঁপা হওয়ার দরুণ সেটা আমাদের নিয়ে আস্তে আস্তে মোলায়েম ভাবেই ঘুরপাক খেতে খেতে সেই অতল গভীরতার মধ্যে নামতে লাগল।

টেলিফোনের তার ফুরাতে হয়ত মিনিট পাঁচেক লাগল—কিন্তু আমাদের মনে হল যেন একঘণ্টা—তারটা সুতোর মত পট করে ছিঁড়ে গেল। বাতাসের নলগুলিও প্রায় সেই মুহূর্তেই কেটে গেল আর তাই দিয়ে পিচকারির মত জল ঢুকতে লাগল আমাদের খাঁচায়। বিল তার নিপুণ হাতে চট্‌পট নলনালার মুখ দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলাতে জল ঢোকা বন্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর সঞ্চিত বাতাসের টিউব খুলে দিলেন, হিস্ হিস্ শব্দে বাতাস বেরুতে লাগল। তার কেটে যাওয়াতে আলোগুলো নিবে গিয়েছিল। সেই অন্ধকারেও ডক্টর ড্রাই সেলগুলো সংযুক্ত করে ফেললেন, তাতে ছাদের গায়ে কতকগুলি আলো জ্বলল।

'একটু শুকনো হাসি হেসে তিনি বললেন, 'এতে আমাদের এক সপ্তাহ চলবার কথা, অন্তত: আলোতে মরতে পাব।' তারপর বিষন্নভাবে একটু মাথা নাড়লেন, তার কঠিন মুখে এবার একটা সহৃদয় হাসি দেখা দিল। বললেন, 'আমার এতে কিছু যায় আসে না, আমার বয়স হয়েছে, পৃথিবীতে আমার কাজও ফুরিয়েছে।

কিন্তু তোমাদের বয়স অল্প, তোমাদের দুজনকে যে সঙ্গে এনেছি এই আমার একমাত্র দুঃখ। আমার একাই এ ঝুঁকি নেওয়া উচিত ছিল।'

আমি কেবল তাঁর হাতটা ধরে সজোরে নাড়লাম, বলবার মত কোনো কথা আমার মুখে জোগাল না। এমন কি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যানের মুখেও কথা নেই। আমরা নামতেই থাকলাম, জানলার পাশ দিয়ে মাছের কালো কালো ছায়াগুলো ক্রমাগত উপরের দিকে চলে যেতে লাগল। খাঁচাটা তখনও দুলছিল। সেটা পাশ ফিরে বা মাথা নিচের দিকে করেও পড়তে পারত। কিন্তু তার ভিতরকার ওজন সমান ভাবে ছড়ানো থাকায় মেঝেটা ঠিক সমানই রইল। গভীরতা-মাপকের দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা এর মধ্যে এক মাইল গভীরে এসে পড়েছি।

ম্যারাকট্ খুব খুশি খুশি মুখ করে' বললেন, 'দেখেছ, আমি যা বলেছিলাম তাই! সাগর তাত্ত্বিক সমিতির অধিবেশনের বিপরীত গভীরতা ও চাপের সম্বন্ধ নিয়ে আমার মতামত হয়ত পড়ে থাকতে পার। জার্মানীর বিজ্ঞানী বুলো আমার মতের প্রতিবাদ করেছিলেন। পৃথিবীতে কেবল একটা কথা যদি এখন পাঠাতে পারতাম তাহলে তাঁর মত যে ভুল তা প্রমাণ হয়ে যেত।

'বিল্ বলে উঠল, 'আমার দিব্যি, আমি যদি এখন দুনিয়াকে একটা কথা পাঠাতে পারতুম তা হলে এক পণ্ডিতী ছিট্‌ওয়ালা বুড়োর পিছনে সেটা নষ্ট করতুম না। ফিলাডেলফিআয় আছে একটি জাহাজী মেয়ে, বিল স্ক্যানল্যান্ টেঁসেছে শুনলে যার সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠবে।'

'আমি তার হাতে হাত রেখে বললাম, 'তোমার আসা ঠিক হয়নি, বিল্।'

'সে উত্তর দিলে, 'না এসে কেটে পড়লে সেটাই বা কেমন খেলো ইয়ারকি হত? না, এ আমার কাজ, আমি আমার কাজ ফেলে সরে' পড়িনি এতেই আমি খুশি।'

'ঠিক কথাই। ডক্টরকে শুধোলাম, 'আর কতক্ষণ?'

'তিনি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, 'সমুদ্রের একেবারে আসল তলাটা দেখতে পাবার মত সময় যাই হোক পাওয়া যাবে। প্রায় একদিনের মত বাতাস আমাদের টিউবে আছে। মুশকিল হচ্ছে আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস্ ছাড়ছি সেইটাকে নিয়ে। ওতেই ক্রমে আমাদের দম আট্‌কে আসবে। ঐ গ্যাসটার যদি কোনও ব্যবস্থা—

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি অসম্ভব।'

'এক টিউব বিশুদ্ধ অক্সিজেন আছে, বিশেষ বিপদে ব্যবহারের জন্য রেখেছিলাম। মাঝে মাঝে তারই একটুখানি করে' বার করে' নিয়ে আমরা বেঁচে থাকব। দেখ, এখন আমরা দু মাইলেরও বেশি নিচে।'

'আমি বললাম, 'বেঁচে থাকবার চেষ্টা করে' লাভ কি? যত শীগগির সব শেষ হয় ততই তো ভাল।'

'স্ক্যানল্যান্ চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ ঠিক দাওয়াই। খুলে দিন টিউব, যা হবার হয়ে যাক্।'

'আর এই পরমাশ্চর্য দৃশ্য দেখবার সুযোগ হারাও—মানুষের চোখ যে দৃশ্য কখনো দেখেনি! তাতে বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখে যেতে হবে, যদি সে সব লেখা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের মত এইখানে সমাধি পায়, তবু। শেষ অবধি খেলে যাও।'

'বাহাদুর বটে ডক্' স্ক্যানল্যান বলে' উঠল, 'আমাদের মধ্যে ওঁরই ছাতি সব্সে আছে। তবে শেষ পর্যন্তই দেখা যাক্।

'সেটির ধারটা আঁকড়ে ধরে' আমরা তিনজনে স্থির হয়ে বসে রইলাম। খাঁচাটা বরাবরই একটু দুলছিল। পোর্টহোলগুলির পাশ দিয়ে তখনো মাছগুলো ঝিলিক দিতে দিতে উপর দিকে চলে' যাচ্ছিল।

'ম্যারাকট্ বললেন, 'তিন মাইল হল। অক্সিজেনটা একবার খুলছি মিঃ হেড্লি, সত্যিই বড় বুক-চাপ লাগছে।' তার পর তাঁর সেই চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললেন, 'একটা কথা, এখন থেকে এটা যে 'ম্যারাকট্ ডীপ'ই হবে এতে আর ভুল নেই।'

'আবার খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। যন্ত্রের কাঁটা ক্রমে চতুর্থ মাইলে পৌছাল। একবার একটা কিসের গায়ে ঠোক্কর লেগে খাঁচাটা এমন কাত হয়ে গেল যে আমার মনে হল এবার বোধ হয় খাঁচাটা বরাবর কাত হয়েই থাকবে, কিন্তু সামনে গিয়ে আবার সোজা হল, একটু বেশি দুলতে লাগল শুধু। গাঢ় সবুজ অন্তহীন জলরাশির ভিতর দিয়ে তখনো আমরা কেবল নামছিই, নামছিই। কোথায় থাকল সেই আঠারোশো ফুট গভীর শৈলশিরা যাকে তখন অত ভয়ানক গভীর মনে হয়েছিল! সেটা ছিল এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, আর

এখন আমরা প্রায় মাইল পাঁচেক নিচে। গভীরতা-মাপকের ডালায় পঁচিশ হাজার ফুট দেখা গেল।

'ম্যারাকট্‌ বললেন, 'আমরা প্রায় যাত্রাশেষে এসে পৌঁছেছি। গত বৎসর সব চাইতে গভীর জায়গাটাতে স্কটের গভীরতা-মাপকে ছাব্বিশ হাজার সাতশো ফুট উঠেছিল। আর মিনিট কয়েকের মধ্যেই আমাদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে। হয়ত ধাক্কার চোটে আমরা চুরমার হয়ে যাব, কিংবা হয়ত—'

'সেই মুহূর্তে আমরা তল পেলাম।

'মা তার খোকাকে যে ভাবে শুইয়ে দেয় পালকের বিছানায়, যেন তার চেয়েও মোলায়েমভাবে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ তার কোল পেতে দিল আমাদের জন্য। যে নরম, পুরু সিন্ধুমলের গদির উপর আমরা নামলাম তাতে আমাদের পড়বার চোটটা এমনই সামলে নিল যে আমরা একটু নাড়াও পেলাম না। এমন কি যে যেখানে বসে' ছিলাম সেইখানেই রইলাম। আর সত্যি এমনটি নাহলে' মুশকিলই হত। খাঁচাটা নেমেছিল একটা টিবিমত জায়গার উপরে, খাঁচার অর্ধেকটাই সেই টিবির বাইরে বেরিয়ে থাকাতে খাঁচাটা থেমে গিয়েও দুলতে থাকল। আমরা যে যার জায়গায় না থেকে যদি এদিক ওদিক ছিটকে পড়তাম তাহলে নির্ঘাত খাঁচাটা টিবির উপর থেকে মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। এখন যাহোক খাঁচাটা কয়েকবার দুলে স্থির হল। ডক্টর ম্যারাকট্‌ তাঁর পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি যেন মহা আশ্চর্য হয়ে 'আরে' বলে' চেঁচিয়ে উঠে আলো নিবিয়ে দিলেন!

'আমরা অবাক্ হয়ে দেখলাম যে আলো নেবানো সত্ত্বেও চারিদিকে কয়েক শো গজ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। শীতকালের ভোরের কুয়াশা ঢাকা আলোর মত একটা ম্লান আলো পোর্টহোল দিয়ে ভিতরে এসে পড়েছে। ব্যাপারটা অসম্ভব, অচিন্তনীয়; তবু নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতেই হল। সমুদ্রের বিস্তীর্ণ তলদেশ নিজস্ব আলোয় উজ্জ্বল।

'প্রায় মিনিট দুয়েক সবাই নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবার পর ম্যারাকট্‌ উৎসাহে চেঁচিয়ে বললেন, 'ঠিকই তো! আমার তো এটা আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল। এই সিন্ধুমল জিনিসটি কি? কোটি কোটি প্রাণিদেহের বিনাশের ফলেই তো

তার সৃষ্টি। আর প্রাণিদেহের পচনের সঙ্গে অনুপ্রভা বা আলেয়া নামক ব্যাপারটি জড়িত তাও তো জানা কথা। আহা, এমন একটা তথ্য এমন হাতে কলমে জেনেও আমরা পৃথিবীকে সে জানার ভাগ দিতে পারলাম না এ বাস্তবিকই অদৃষ্টের বড় নির্মম বিচার।'

'আমি বললাম, 'কিন্তু আমরা তো কখনো কখনো আধটন খানেক জীব-জেলি সমুদ্রতল থেকে চেঁচে তুলেছি, তাতে তো এরকম কোনো আলো দেখতে পাইনি।'

'ডক্‌টর বললেন, 'সমুদ্রতল থেকে জলের উপর পর্যন্ত কম দূর নয়, এতদূর যেতে যেতে নিশ্চয়ই জেলি তার অনুপ্রভা হারিয়ে ফেলে। আর এই সুবিশাল পচন-ভূমির তুলনায় আধটনই বা কতটুকু?' তারপর আবার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আর দেখ দেখ, গভীর সমুদ্রের জীবরা এই সিন্ধুমলের গালচের উপর চরে' বেড়াচ্ছে ঠিক যেমন আমাদের গরুর পাল মাঠে চরে বেড়ায়!'

'ম্যারাকটের কার্যকলাপ দেখে সত্যিই অবাক্ হয়ে যাচ্ছিলাম। খাঁচার ভিতরকার দূষিত হাওয়ায় আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় বসে' তিনি তখনো বিজ্ঞানের আজ্ঞা পালন করছিলেন। যা কিছু দেখছিলেন অবিরাম দ্রুত গতিতে তাঁর নোট বুকে লিখে চলেছিলেন। ঠিক তাঁর মত করে না করলেও আমিও সব কিছুর নোট রাখছিলাম—আমার মনের নোট বুকে। সেখানে সেগুলির ছাপ চিরদিন আঁকা থাকবে। সমুদ্রের তলাটা লাল মাটির, কিন্তু এখানে সেটা ছাই রঙের পাতলা কাদার মত জিনিসে ঢাকা। সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র জীবজন্তু; অণুবীক্ষণ দিয়ে যা দেখতে হয়, তারই পচনের ফলে এই পদার্থের উৎপত্তি। যত দূর চোখ যায় সমুদ্রতলের সমভূমি, কোথাও উঁচু হয়ে গেছে, কোথাও নিচু হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় অদ্ভুত গোল গোল ঢিবি—যে রকম ঢিবির উপর আমরা নেমেছিলাম। প্রত্যেকটি ঢিবিই সেই ভৌতিক অবাস্তব আলোয় ঝিকমিক করছে। এই ঢিবিগুলির আশ পাশ দিয়ে অদ্ভুত অজানা মাছের ঝাঁক তীরের মত আসছে যাচ্ছে। বিজ্ঞান আজও তাদের নাম ধাম ঠিকানা জানে না। কোনো রকম রং বাদ ছিল না, তবে লাল আর কালোই বেশি। ম্যারাকট তাঁর উত্তেজনা চেপে তাদের পর্যবেক্ষণ করলেন আর তাঁর নোট বুকে টুকে রাখলেন।

'হাওয়া বড়ই দূষিত হয়ে উঠেছিল, আবার খানিকটা অক্‌সিজেন বার করে' নিয়ে আমরা প্রাণ বাঁচালাম। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের সকলেরই খিদে পাচ্ছিল,

যেমন তেমন খিদে নয়, রাক্ষুসে খিদে! ভাগ্যে দূরদর্শী ম্যারাকট্ মাংস আর রুটি মাখনের যোগাড় রেখেছিলেন। খাওয়ার ফলে বোধশক্তি আবার প্রখর হল। আমরা জানলার ধারে বসে' ছিলাম। শেষ বারের মত একটা সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক এমনি সময়ে এমন একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল যাতে আমার মনের ভিতরে একটা অসম্ভব চিন্তা আর আশার ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল।

যে সব ঢিবির কথা বলেছি আমার পোর্টহোলের সামনেই তেমনি একটা বেশ বড় গোছের ঢিবি ছিল—আমাদের খাঁচা থেকে ফুট ত্রিশের মধ্যেই। তার গায়ে একটা বিশেষ ধরনের চিহ্ন দেখতে পেলাম। ভাল করে চেয়ে দেখি কিছুদূর অন্তর সেই রকম চিহ্ন ঢিবিটাকে বেড়ে রয়েছে মনে হল। নিশ্চিত মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে সহজে আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু হঠাৎ যখন আমি বুঝতে পারলাম যে ঐ দাগগুলি ঢিবির গায়ে খোদাই করা কারুকার্য, তখন মুহূর্তের জন্য আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। এও বুঝতে বাকী রইল না যে ঢিবিটাও আসলে মানুষের হাতের তৈরি স্তূপ, যদিও এখন সেটা অনেক ক্ষয়ে গেছে আর গা এক রকম ক্ষুদ্র প্রাণিদেহে আচ্ছন্ন। ম্যারাকট আর স্ক্যান্‌ল্যান্ এসে আমার জায়গায় ভিড় করলেন। একেবারেই বাক্যহারা হয়ে তাঁরা মানুষের সর্বব্যাপী কর্মপ্রেরণার এই চিহ্নগুলির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

শেষে স্ক্যান্‌ল্যান্ চেঁচিয়ে উঠল, 'নির্ঘাত এ খোদাই। এটা কোনো বাড়ির চূড়ো হবে। তাহলে আর গুলোও তাই। ধরুন গিয়ে সার্, আমরা যে আস্ত একখানা শহরের উপর নেমে পড়েছি।'

ম্যারাকট্ বললেন, 'এটা বাস্তবিক এক প্রাচীন নগরী। ভূতত্ত্ব বলে যে সমুদ্রগুলি একদিন মহাদেশ ছিল আর মহাদেশগুলি ছিল সমুদ্র। ইজিপ্টের লোকমুখে এক প্রাচীন কিংবদন্তী শোনা যায়, আটলান্টিস নামক মহাদেশ নাকি সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছিল। আমি কোনোদিন তা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন দেখছি সে কথা সত্যি। এক বিরাট ভূমিকম্পের ফলেই যে একটা গোটা মহাদেশ সমুদ্রের ভিতর তলিয়ে গিয়েছিল সেটা সেই শৈলশিরাটির গঠন থেকে প্রমাণ হচ্ছে।'

আমি বললাম, 'এই স্তূপগুলি সব একই ধরনের। আমার এখন হচ্ছে এগুলো আলাদা আলাদা বাড়ির চূড়ো নয়, একটাই খুব বিশাল বাড়ির ছাদের উপরকার গম্বুজ এগুলি।'

স্ক্যান্‌ল্যান্‌ বললে, 'বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। চার কোণে চারটে বড় বড় গম্বুজ রয়েছে, আর সেগুলোর মাঝে মাঝে সার দিয়ে ছোট ছোট গম্বুজ রয়েছে। নেহাত মন্দ ইমারতখানি নয়, গোটা মেরিব্যাঙ্ক কারখানাটা এর ভিতর স্বচ্ছন্দে রাখা চলে।'

ম্যারাকট বললেন, উপর থেকে ক্রমাগত নানা জিনিস নিচে পড়ে পড়ে বাড়িটা ছাদ পর্যন্ত পুঁতে গেছে, কিন্তু নষ্ট হয় নি। সমুদ্রের তলাকার তাপমান সর্বদাই ৩২° ফারেন্‌হাইটের কাছাকাছি, এত ঠাণ্ডায় ক্ষয়ের কাজ চলতে পারে না। আর সামুদ্রিক জীবজন্তুর মৃতাবশেষ পচে এই যে সমুদ্রতল ছেয়ে ফেলেছে আর সঙ্গে এই স্থির আলেয়ার সৃষ্টি করছে সে ব্যাপারটিও চলেছে খুবই আস্তে। কিন্তু একি! এগুলো তো কারুকার্য নয়, মনে হচ্ছে এগুলো কোনোরকম লেখা, খোদাই করা হয়েছে গম্বুজের গায়ে।'

সত্যিই, তাঁর কথা যে ঠিক তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রায় প্রত্যেকটি চিহ্নই বার বার খোদাই করা ছিল। নিশ্চয় সেগুলো লুপ্ত বর্ণমালার অক্ষর।

ম্যারাকট বললেন, 'আমি এক সময়ে ফিনিশি আর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, এই অক্ষরগুলি আমার কাছে একেবারে অচেনা নয়। আমরা আজ বহু প্রাচীন কালের এক হারিয়ে যাওয়া শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখলাম, ভগবানের এক আশ্চর্য সঞ্চয় নিয়ে আমরা মরতে চললাম। এবার আমিও বলি যত শীঘ্র সব শেষ হয় ততই ভাল।'

শেষের আর দেরিও ছিল না। বাতাসটা কার্বন ডাইঅক্‌সাইডে এমন বোঝাই হয়ে গিয়েছিল যে এখন আবার যখন অক্সিজেনের টিউব খুলে দেওয়া হল তখন সেই ভারি হাওয়া ঠেলে অক্সিজেন ভাল করে বেরুতেই পারছিল না। 'সেটি'র উপর দাঁড়িয়ে উঠে এক এক ঢোক একটু পরিষ্কার হাওয়া তখনো পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু বিষাক্ত দুর্গন্ধ হাওয়ায় স্তরটা ক্রমেই উঁচুতে উঠে আসছিল। ডক্টর ম্যারাকট ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হাত দুটি বুকের উপর ভাজ করে মাথা নোয়ালেন। স্ক্যান্‌ল্যান্‌ একেবারে কাবু হয়ে হাত পা ছড়িয়ে মেঝের উপর পড়েছিল। আমার মাথাও রীতিমত ঘুরছে, বুকের উপর যেন একটা অসহ্য বোঝা। আমি চোখ বুজলাম। মনে হচ্ছিল আর একটু পরেই হয় ত অজ্ঞান হয়ে যাব। যে জগত ছেড়ে চলে যাচ্ছি তার দিকে শেষ বারের মত চেয়ে দেখব বলে

একবার চোখ খুললাম, খুলেই যা দেখলাম তাতে ভাঙ্গা গলায় এক চীৎকার দিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম!

পোর্টহোল দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে একটা মানুষের মুখ !!

পাঁচ

'একি আমার মস্তিষ্ক বিকার? ম্যারাকটের কাঁধে খামচে ধরে সজোরে নাড়া দিলাম। তিনি সোজা হয়ে বসে সেই দৃশ্য দেখে হতভম্বের মত চেয়ে রইলেন। তিনিও যখন সেটা দেখতে পাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই সেটা আমার ভুল নয়। মুখখানা লম্বাটে, রোগামত, রংটা একটু ময়লা, আর তাতে ছোট ছুঁচাল দাড়ি। চোখ দুটি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের অবস্থাটা সে বেশ খুঁটিয়ে দেখে নিল। আশ্চর্য সেও কম হয় নি, তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। আমাদের আলোগুলো তখন পুরোদমে জ্বলছিল। দৃশ্যটা তার চোখে খুবই আশ্চর্য আর অদ্ভুত লেগেছিল সন্দেহ নেই। এদিকে নিঃশ্বাসের কষ্টে ততক্ষণে ম্যারাকট ও আমার দুজনেরই হাত চলে গেছে আমাদের গলার কাছে, দুজনের বুক উঠছে পড়ছে হাপরের মত। আগন্তুক আমাদের দিকে একবার হাত নেড়েই তাড়াতাড়ি চলে যেতে লাগল। ম্যারাকট চেঁচিয়ে উঠলেন 'আমাদের ফেলে চলে গেল।'

আমি বললাম, 'কিংবা হয়তো লোক ডাকতে গেল। স্ক্যানল্যানকে কৌচের ওপর তোলা যাক, নিচে পড়ে থাকলে বেচারা মারা যাবে।'

'স্ক্যানল্যানকে আমরা ধরাধরি করে সেটির ওপর টেনে তুলে মাথাটাকে কুশনের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখলাম। তার মুখের রং তখন পাঁশুটে হয়ে গেছে বিকারের ঘোরে বিড়বিড় করছে।

ভাঙ্গা গলায় বললাম, 'এখনও আমাদের আশা আছে।' কিন্তু একি আমার গলা? এত বিকৃত?

ম্যারাকট চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কিন্তু এ পাগলামি! সমুদ্রের তলায় মানুষ থাকবে কি করে? এ সামূহিক মতিভ্রম! আমরা দুজনেই একসঙ্গে পাগল হয়ে যাচ্ছি।'

সেই অপার্থিব বিষণ্ণ আলোয় চারিদিকের নির্জন নিরানন্দ দৃশ্যের দিকে চেয়ে মনে হল হয়ত ম্যারাকটের কথাই ঠিক। তারপরেই দেখলাম যেন দূরে ছায়ার মত কি বা কারা আসছে। ক্রমে ছায়াগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে মানুষের মূর্তি নিল। একদল লোক সমুদ্রের মেঝের ওপর দিয়ে তাড়াতাড়ি আমাদের দিকে আসছে। একটু পরে তারা আমাদের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল বাড়িয়ে আমাদের দেখাতে লাগল আর হাত নেড়ে নিজেদের মধ্যে ইসারায় পরামর্শ করতে লাগল। দলের মধ্যে একজনকে দেখতে বেশ মাতব্বর গোছের। জবরদস্ত চেহারা, প্রকাণ্ড মাথা, আর মুখে ঘন দাড়ি। সে আমাদের ইস্পাতের গোল খাঁচাটার চারিদিক চটপট দেখে নিল। আমরা যে গম্বুজটার উপর নেমেছিলাম খাঁচার তলাটা তার থেকে অনেকখানি বেরিয়ে থাকায় সে সহজেই দেখতে পেল যে খাঁচাটার তলায় একটা ছোট কবজাওয়ালা দরজা আছে।

তার কথায় একজন ছুটে কোথায় গেল আর সে নিজে আদেশের ভঙ্গীতে বারবার ইসারা করতে লাগল দরজাটা খুলতে।

আমি বললাম, 'মন্দ কি, এমনি তো দম আটকে মরছি, অমনি না হয় ডুবে মরব।'

ম্যারাকট বললেন, 'আমরা ডুবে না মরতে পারি। নিচে থেকে জল ঢুকলে ভিতরকার ঘন হাওয়ার চাপ ঠেলে বেশিদূর উঠতে পারবে না। স্ক্যানল্যানকে ব্র্যাণ্ডি দাও একটু, একবার শেষ চেষ্টা করব।'

আমি স্ক্যানল্যানের গলায় খানিকটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে কোনমতে গিলিয়ে দিলাম। সে ফ্যালফ্যাল করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। ম্যারাকট আর আমি ধরাধরি করে তাকে সেটির উপর সোজা করে বসালাম। তখনো তার ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি, যা হোক কোনমতে তখনকার অবস্থাটা কয়েক কথায় আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম।

ম্যারাকট বললেন, 'ব্যাটারি গুলোতে যদি জল লাগে তাহলে কিন্তু ক্লোরিন পয়জনিং হতে পারে। বাতাসের টিউবগুলো সব খুলে দাও, কারণ বাতাসের

চাপ ভিতরে যতই বেশি হবে, জল ঢুকবে ততই কম। এবারে এস আমার সঙ্গে দরজাটাতে টান লাগাও।'

আমার গায়ের সবখানি জোর লাগিয়ে টান মারতেই দরজার গোল কপাটটা খুলে গেল। আমাদের মনে হচ্ছিল যেন আত্মহত্যা করছি! সবুজ জল খাঁচার আলোয় চিকমিক করতে করতে কলকল করে ভিতরে ঢুকতে লাগল। দেখতে দেখতে জল আমাদের পা পর্যন্ত উঠল, তারপর হাঁটু পর্যন্ত, তারপর কোমর পর্যন্ত — তার উপরে আর উঠলনা কিন্তু বাতাসের চাপ অসহ্য হয়ে উঠল। আমাদের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। কান ফেটে যাবার মত হল। এ অবস্থায় বেশিক্ষণ বাঁচা অসম্ভব, উপরের র‍্যাকটা ধরে কোনমতে দাঁড়িয়ে রইলাম—যাতে জলের মধ্যে পড়ে না যাই।

দাঁড়িয়ে থাকায় আমরা আর পোর্ট হোলের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে দেখবার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমাদের উদ্ধারের কি ব্যবস্থা হচ্চে তাও বুঝতে পারছিলাম না। সত্যিই আমাদের বেরুবার যে কোনো উপায় হতে পারে এ একেবারেই কল্পনার অতীত বলে মনে হচ্ছিল। হঠাৎ দেখি জলের ভিতর থেকে সেই মাতব্বর চেহারার লোকটি আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার পরেই সেই গোল দরজাটা পেরিয়ে এসে 'সেটির' উপর আমাদের পাশে দাঁড়াল। মাথায় সে খাটো, আমার কাঁধের সমান, কিন্তু বেশ জোরালো চেহারা। তার বড় বড় পিঙ্গল আশ্বাসভরা দৃষ্টি, আর সেই সঙ্গে যেন একটু কৌতুকের আমেজ। ভাবখানা যেন 'কি বাছাধনেরা, ভাবছ বুঝি এ যাত্রা আর রক্ষে নেই? যাক ভয় পেও না, আমি তোমাদের রক্ষার উপায় জানি।'

'এতক্ষণে আমি একটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। মানুষটির— যদি সে আমাদের মত মানুষই হয়ে থাকে—মাথা আর গা একটা স্বচ্ছ ঢাকনির ভিতর, কেবল হাত আর পা বাইরে। ঢাকনিটা এমন স্বচ্ছ যে জলের ভিতর সেটা দেখাই যায় না, কেবল এখন জলের বাইরে থাকাতে সেটা রুপোর মতন ঝকমক করছিল। ঢাকনির ভিতর তার দুটি কাঁধের উপর দুটো বাক্সের মত কি যেন কাঁধের সঙ্গে গোল করে খাপ খাইয়ে বসানো। দেখতে কতকটা যেন সেনাপতিদের এপলেটের (epaulette) মত। বাক্স দুটোর গায়ে অনেকগুলো করে ছেঁদা।

আবার দেখি খাঁচার গোল দরজাটা দিয়ে আর এক জনের মাথা উঁকি মারছে। দরজার ভিতর দিয়ে কে একটা প্রকাণ্ড বুদ্‌বুদের মত জিনিস ভিতরে চালান করে দিল। তারপর আর একটা আবার একটা। ক্রমে তিনটে সেই রকম জিনিস এসে জলের উপর ভাসতে লাগল। তারপর ছয়টি ছোট ছোট বাক্সও এল আর আমাদের এই অজানা জগতের নতুন বন্ধু সেগুলি সঙ্গের পেটি দিয়ে এক এক করে আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে এঁটে দিলেন। তখন আমার মনে হতে লাগল যে এই আশ্চর্য লোকদের বেঁচে থাকার মধ্যে যে কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ আছে তা নয়। হয় তো ঐ দুটো বাক্সর মধ্যে একটার সাহায্যে কোনো নতুন উপায়ে অক্সিজেন তৈরি হয় আর অন্যটার সাহায্যে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরুনো কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস শুষে ফেলা হয়। সেগুলো আঁটা হয়ে গেলে সেই স্বচ্ছ পোষাক কয়টি আমাদের মাথা গলিয়ে পরিয়ে দিলেন। সেগুলোর স্থিতিস্থাপক পটি আমাদের কোমর আর বগলের কাছে শক্ত হয়ে এঁটে বসল, একটুও জল যাতে ঢুকতে না পারে। তার মধ্যে আমরা অতি স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিলাম। চেয়ে দেখি ম্যারাকট তাঁর কাঁধের পোষাকের ভিতর থেকে তাঁর সেই ধারালো উজ্জ্বল দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছেন। আর স্ক্যানল্যানের হাসি হাসি মুখ দেখে বুঝলাম এদের এই যন্ত্রের কৃপায় সে আবার এখন সেই আমুদে বিল স্ক্যানল্যান। আমাদের উদ্ধারকর্তা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। তাঁর গম্ভীর ভাব সত্ত্বেও তিনি যে খুসি হয়েছেন তা বোঝা যাচ্ছিল। আমাদের ইসারা করলেন তাঁর পিছন পিছন খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে। আমাদের দরজা পার করিয়ে দেবার জন্য ডজন খানেক হাত এগিয়ে এল। সেই অচেনা হাতগুলি ধরে আমরা সাগর জলের সেই অজানা রাজ্যে প্রথম পা দিলাম।

ব্যাপারটা ভাবতে আমার এখনও অবাক লাগে। পাঁচ মাইল গভীর জলের তলায় আমরা তিনজন! কোনো কষ্ট নেই, দিব্য স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছি। অনেক বিজ্ঞানী যা নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, কোথায় সেই বিরাট জলের চাপ? আমাদের চারিদিকে যে রঙ বেরঙের মাছগুলি অক্লেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদের চেয়ে আমরা কিছু কম আরামে ছিলাম না। অবশ্য আমাদের শরীর সেই কাঁচের পোষাকের মধ্যে সুরক্ষিত ছিল। তবে আমাদের হাত-পাগুলো

তো খোলা ছিল, হাত পায়ের চারিদিক ঘিরে বেশ একটু চাপ অনুভব করা ছাড়া আর কিছুই বোধ করছিলাম না। আর সেই চাপ-বোধটাও সয়ে যাচ্ছিল। সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে আমাদের ছেড়ে আসা গোল খাঁচাটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে কি অপূর্ব বিস্ময়ই না জাগছিল। আলোর সুইচগুলো আমরা খোলাই রেখে এসেছিলাম, খাঁচাটার দুপাশ দিয়ে হলদে আলোর বন্যা ছুটছিল। সে এক অপরূপ দৃশ্য। জানলাগুলির কাছে মাছের ঝাঁক এসে ভিড় করছিল যেন এক এক টুকরো মেঘ। আমরা অবাক হয়ে এই সব দেখছি এমন সময়ে সেই নেতৃস্থানীয় লোকটি ম্যারাকটের হাত ধরে নিয়ে এগুলেন। আমরাও ওঁদের পিছন পিছন জলরাজ্যের সেই জলার পাঁকের মধ্যে দিয়ে ভারী ভারী পা ফেলে চলতে লাগলাম।

'এই সময় হঠাৎ একটা ব্যাপার ঘটল যাতে আমাদের অদ্ভুতকর্মা নতুন সঙ্গীরা যেমন আশ্চর্য হল আমরাও তেমনি আশ্চর্য হলাম। প্রথমে আমাদের মাথার উপর অনেক উঁচুতে একটা ছোট কালো মত কি যেন দেখা গেল। আমাদের পৃথিবীর আকাশ যেমন নীল, এখানকার এই জলের আকাশ তেমনি কালো। এই কালো আকাশের ভিতর থেকে সেটা দুলতে দুলতে নেমে এসে আমাদের খুব কাছেই পড়ল। সেটা আর কিছুই নয় স্ট্র্যাটফোর্ডের সেই ওলন তারের সীসা, যে অতল দেশের উদ্দেশে অভিযান তারই গভীরতা মাপার জন্য আমাদের পিছন পিছন এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু সেটা যে একেবারে আমাদের পায়েই কাছেই এসে পড়বে তা হয়ত জাহাজের লোকেরা কেউ ঘুনাক্ষরেও ভাবেনি।

সীসাটা স্থির হয়ে সেই সিন্ধুমলের ভিতর পড়ে রইল, মনে হল সেটা যে তল পেয়েছে তা হয়ত স্ট্র্যাটফোর্ডের লোকেরা টের পায় নি। ওলনতারটা সোজা উপর দিকে উঠে গেছে, তার এ মুড়োয় আমরা আর ও মুড়োয় আমাদের জাহাজের ডেক, মাঝখানে পাঁচ মাইল জলের ব্যবধান। আহা, যদি একটা চিঠি লিখে তারটার সঙ্গে বেঁধে দিতে পারতাম। কোনোরকমেই একটা বার্তা কি পাঠানো যায় না যাতে ওরা জানতে পারে আমরা এখনও সুস্থ দেহে বেঁচে বর্তে আছি? আমার কোটটা কাঁচের পোষাকে ঢাকা, কাজেই তার পকেট আমার নাগালের বাইরে। কিন্তু কোমর থেকে নিচের দিকে খোলা আর আমার রুমালটা দৈবাৎ প্যান্টের পকেটেই ছিল। ওলনতারের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-ব্যবস্থার ফলে সীসাটা

আপনি তার থেকে খুলে আসে। তার আগেই আমি রুমালটা বার করে সীসার একটু উপরে তারের সঙ্গে বেঁধে দিলাম। একটু পরেই দেখলাম আমার সাদা রুমালটি উপর দিকে ছুটে চলেছে, যে জগৎ হয়ত আর আমি কোনোদিন দেখতে পাব না। রুমালটি সেই জগতে ফিরে যাচ্ছে। আমাদের নতুন আলাপীরা সেই পঁচাত্তর পাউণ্ড ওজনের সীসাকে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে পরীক্ষা করল, শেষে সঙ্গে করে নিয়ে চলল।

গম্বুজগুলির পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলতে চলতে প্রায় দুশো গজ যাবার পর আমরা একটা দরজার সামনে এসে পেঁছিলাম। দরজাটি ছোট, চৌকো করে কাটা। তার দুপাশে থাম আর মাথার উপরে খোদাই করে কিছু লেখা আছে মনে হল। দরজাটা খোলাই ছিল, তাই দিয়ে ঢুকে আমরা একটা বেশ বড় খালি ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। দরজার কবাট শো কেসের কবাটের মত টানা ধরনের। দেয়ালের গায়ে একটা হাতল, আমরা ঘরে ঢুকতেই সেটা ধরে টেনে দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া হল। মিনিট কয়েক দাঁড়ানোর পর মনে হল কোথাও একটা খুব জোরালো পাম্প চলছে। আমরা অবশ্য আমাদের কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ শুনতে পেলাম না, কিন্তু দেখলাম আমাদের মাথার উপরে জলের দেয়াল দেখতে দেখতে নেমে আসছে। মিনিট পনের না যেতেই দেখি আমরা পাথরের টালি বসানো ভিজে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের নতুন বন্ধুরা আমাদের স্বচ্ছ পোষাকগুলি খুলতে ব্যস্ত। তারপরেই আমরা সেই ঘরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম। ঘরটি আলোয় উজ্জ্বল আর বেশ গরম। অতলস্পর্শ সমুদ্র গহ্বরের বাসিন্দারা হাসিমুখে কথা বলতে বলতে আমাদের চারিপাশে ভিড় করতে লাগল, তাদের হাত ঝাঁকানি আর পিঠ চাপড়ানির চোটে আমরা অস্থির। তারা একটা অদ্ভুত ভাষায় কথা বলছিল, তার আওয়াজগুলি বেশির ভাগই অনেকটা যেন লোহার উপর উখা ঘষার মত। তার একটি কথাও আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না বটে, কিন্তু পৃথিবীর অন্তস্থলে জলের তলাতেও মানুষ মানুষের মুখের হাসি আর চোখের চাউনির ভাষা বুঝতে পারে। কাঁচের পোষাকগুলো দেওয়ালের গায়ে নম্বরওয়ালা কাঁটাতে ঝুলিয়ে রাখা হল। তারপর তারা কেউ বা আমাদের সামনে সামনে পথ দেখিয়ে, কেউ বা আমাদের এক রকম ঠেলেই ভিতরের একটা দরজার দিকে নিয়ে চলল।

সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা একটা খুব লম্বা ঢালু বারান্দায় পড়লাম। দরজাটা বন্ধ করে' দেওয়া হল। তখন আর বোঝবার উপরে রইল না যে আমরা দৈবক্রমে আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তলায় এক অজানা জাতির অতিথি, আমাদের আপন জগৎ থেকে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন।

'অসম্ভব ধকলের পর হঠাৎ আরাম পাওয়াতে এবার আমরা ক্লান্তিতে যেন মরে যাবার জো হলাম। এমন কি বিল স্ক্যানল্যান, যে কিনা একটা ছোটখাট হারকিউলিস বললেই হয়, সেও পা টেনে টেনে চলছিল। ম্যারাকট আর আমি তো আমাদের সঙ্গিদের উপর ভর দিয়ে চলতে পেরে বর্তে গিয়েছিলাম। তবু কিন্তু ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব সব খুঁটিনাটি দেখে নিতে ছাড়ছিলাম না। বাতাসটা যে কোনো যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি হচ্ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। কারণ দেওয়ালের গায়ে গোল গোল গর্ত দিয়ে দমকে দমকে বাতাস ভিতরে ঢুকছিল। দেখলাম ব্যাপ্ত বা ছড়ানো আলো চারিদিকে সমানভাবে বিছিয়ে রয়েছে। বুঝলাম ইউরোপের ইনজিনিয়াররা ল্যাম্প আর ফিলামেণ্ট বাদ দিয়ে কেবল প্রতিপ্রভার সাহায্যে আলোক সৃষ্টির উপায় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন * এ তারই বড় রকমের একটা নমুনা। বারান্দার কার্নিসের উপর ঝোলানো কাঁচের লম্বা লম্বা টিউবের উপর এই আলো জ্বলছিল।

বারান্দার শেষে একটা প্রকাণ্ড 'হল্'। সেখানে পুরু গালিচা পাতা গিল্টি করা কুর্সি আর ঢালু সোফা দিয়ে ঘরটি সাজানো, দেখলে যেন ইজিপশিয়ান সমাধিগৃহের মত ভাব আসে। তখন আর সকলকে বিদায় দিয়ে রইলেন কেবল আমাদের বন্ধু সেই চাপদাড়ি লোকটি আর তাঁর দুজন পরিচারক। তিনি নিজের বুকের উপর আঙ্গুল ঠুকে কয়েকবার বললেন 'মাণ্ডা।' তারপর আমাদের এক এক জনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ইসারায় আমাদের নাম জানতে চাইলেন। ম্যারাকট, হেড্‌লি আর স্ক্যানল্যান এই নাম কয়টি নির্ভুলভাবে বলতে পারা অবধি বারবার উচ্চারণ করলেন। তারপর আমাদের বসবার ইঙ্গিত করে পরিচারককে কি যেন বললেন। সে চলে গেল আর একটু পরেই একজন পাকা চুলদাড়ি-ওয়ালা খুব বুড়ো ভদ্রলোককে সঙ্গে করে ফিরে এল।

---

* কনান ডয়েল যখন এ গল্প লেখেন তখন সবে টিউব লাইটের জল্পনা কল্পনা চলেছে।

বৃদ্ধের মাথায় একটা কালো রঙের টুপি। তার উপরটা ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে। বলতে ভুলে গেছি, সকলেরই পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা রঙীন পোষাক আর পায়ে মাছের চামড়ার কিংবা আর কোনোরকম আকষা চামড়ার উঁচু বুট। বোঝা গেল বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডাক্তার কারণ, তিনি আমাদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করে দেখলেন। তাঁর পরীক্ষার উপায় অতি সহজ, কেবল প্রত্যেকের কপালে হাত দিয়ে চোখ বুজে আমাদের শরীরের ভিতরকার অবস্থার ছাপটা যেন তাঁর মনের মধ্যে এঁকে নিচ্ছিলেন। মনে হল পরীক্ষার ফলে তিনি একটুও খুসি হননি, কারণ তিনি আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন আর গুরুগম্ভীর চালে মাণ্ডাকে দুচার কথা বললেন। তাই শুনে মাণ্ডা তখনি আবার পরিচারকটিকে বাইরে পাঠালেন। এবার সে ট্রেতে করে খাবার আর এক বোতল ব্র্যাণ্ডি এনে হাজির করল। আমরা এতই ক্লান্ত হয়েছিলাম যে সেগুলি কি তা আর চেয়ে দেখলাম না। কিন্তু খেয়ে শরীরটা চাঙ্গা হল। তখন আমাদের আর একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনটি বিছানা পাতা, তার একটাতে আমি গা ঢেলে দিলাম। আবছা রকমের মনে পড়ে বিল স্ক্যানল্যান এসে পাশে বসল।

সে বললো, 'এই ধর গিয়ে ইয়ার, ঐ কয় ঢোক ব্র্যাণ্ডির কুদরতেই টিকে গেলুম আর কি। কিন্তু এ আমরা এলুম কোথায় বলতো?'

'তুমি যা জানো, আমিও তাই।'

'নিজের বিছানায় গিয়ে শুতে শুতে ঘুম জড়ানো গলায় বিল বললে, 'এইবার লম্বা হলুম।'

'এরপর আর কিছু আমার কানে যায় নি। এমন অজ্ঞানের মত ঘুম আগে কখনও ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না।

ছয়

'যখন জ্ঞান হল প্রথমে বুঝতেই পারলাম না কোথায় আছি। ক্রমশঃ আগের দিনের ঘটনাগুলো একটা অস্পষ্ট দুঃস্বপ্নের মত মনে পড়তে লাগল, সেগুলো যে সত্যি তা ভাবতেই পারছিলাম না। হতভম্বের মত খালি ঘরখানার চারিদিকে দেয়ে দেখলাম। ঘরটার জানালা নেই। দেওয়ালগুলো একঘেয়ে ঘোলাটে রঙের। কার্নিসগুলোর উপর বরাবর হালকা বেগনী রঙের আলো কাঁপছিল, প্রতিপ্রভ আলো। ঘরে অল্প কয়েকটি আসবাব। শেষে চোখ পড়ল দুটো বিছানার দিকে, তার একটা থেকে নাসিকাগর্জন শুনতে পেলাম। 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড' এর উপরে থাকতে এ গর্জনটা ম্যারাকটের বলে' জেনেছিলাম। মনে হল এ কি আজগুবী ব্যাপার, এ কখনও সত্যি হতে পারে? কিন্তু যখন আমার বিছানার চাদর হাত দিয়ে দেখলাম কে জানে কোন সামুদ্রিক গাছের শুকনো আঁশ দিয়ে বোনা সেই অদ্ভুত কাপড়খানা তখন হৃদয়ঙ্গম করলাম কি অসম্ভব অভাবনীয় অ্যাডভেঞ্চারই না আমাদের কপালে এসে জুটেছে। অবাক্ হয়ে এই সব ভাবছি এমন সময় বোমা ফাটার মত হাসির শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান তার বিছানায় উঠে বসেছে। আমি জেগেছি দেখে তার হাসির মধ্যেই বলে' উঠল, 'মর্নিং, দোস্ত!'

আমি একটু ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'বেশ খোস মেজাজে আছ মনে হচ্ছে। তবে আমি হাসবার মত কিছু দেখছি না।'

'বিল্ বললে, 'আরে আমারও মেজাজটা তোমার মতই তিরিক্ষি হয়েছিল যখন ঘুম ভাঙল, কিন্তু তারপর মগজে এল এইসা এক তোফা মতলব যে বেদম হাসি পেয়ে গেল।'

'হাসতে আমিও জানি, কিন্তু মতলবটা কি শুনি?'

'আরে দোস্ত, আমার মনে হল আমরা যদি ঐ ওলন তারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেলতুম তাহলে ক্যায়সা মজাদার ব্যাপারটাই না হত। ঐ কাঁচের মুখোসগুলোর মধ্যে আমরা নিঃশ্বাস নিতুম ঠিকই। তারপর যখন হাওয়াসি বুড়ো তার জাহাজ থেকে ঝুঁকে দেখতে যেত আমরা ঝাড়কে ঝাড় তার বরাবর তাক করে' উঠতুম। সে ঠিক ভাবত আমাদের বঁড়শিতে গেঁথে তুলেছে। আরে কেয়াবাত কেয়াবাত !'

'আমাদের সম্মিলিত হাসিতে ডক্টরের ঘুম ভাঙল। তিনি উঠে বসলেন। খানিক আগে আমি যেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছিলাম তিনিও যে এখন তেমনি ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছেন তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তাঁর টুকরো টুকরো মন্তব্য শুনতে শুনতে আমাদের বিপদের কথা ভুলে গেলাম। তাঁর কথায় কখনও প্রকাশ পাচ্ছিল গবেষণার আনন্দ আর কখনও বা সে গবেষণার ফল তাঁর সহকর্মীদের জানাতে না পারার খেদ। শেষে তিনি ফিরে এলেন এই আলোচনায় যে আমাদের এখন কি কর্তব্য।

'নিজের ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'এখন নয়টা।' সকলের ঘড়িতেই তাই, কিন্তু সেটা সকাল নটা না রাত নটা জানবার কোনও উপায় ছিল না।'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'নিজেদের তারিখের হিসাব আমাদের নিজেদেরই রাখতে হবে। আমরা নামি ৩রা অক্টোবর। এখানে এসে পৌঁছাই সেইদিনই সন্ধ্যা বেলা। আমরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছি ?'

'তা, সে তো একমাসও হতে পারে। আমাদের মেরিব্যাঙ্ক ওয়ার্কসের মিকি স্কট্ ছ রাউণ্ডের বাজিতে আমাকে পয়েন্টে নেওয়া ইস্তক এমন ঘুম আর ঘুমুইনি।'

'সভ্য মানবের যা কিছু দরকার সব বন্দোবস্তই হাতের কাছে ছিল। আমরা পোষাক পরে' হাত মুখ ধুলাম। দরজাটা কিন্তু বাইরে থেকে বন্ধ ছিল, কাজেই বুঝলাম তখনকার মত আমরা বন্দী। বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা এমনিতে চোখে না পড়লেও ঘরের বাতাস একেবারে টাটকা ছিল। দেখলাম দেওয়ালের গায়ে ছোট ছোট ফুকর রয়েছে, তাই দিয়েই ফুর ফুর করে' বাতাস আসছে। সেণ্ট্রাল হীটিং-এর ব্যবস্থাও আছে মনে হল, কারণ যদিও কোনো চুল্লী দেখলাম না তবু ঘরটা বেশ আরামদায়ক গরম গরম লাগছিল। দেওয়ালের গায়ে একটা

বড় বোতাম দেখতে পেয়ে সেটা টিপলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, ওটা একটা কলিং বেল। দরজাটা তখনই খুলে গেল আর হলদে পোষাক পরা একটি ছোট খাট চেহারার মানুষ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার বড় বড় কটা চোখের ছাউনি দিয়ে সে জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে আমাদের দিকে তাকাল।

'ম্যারাকট্ বললেন, 'আমাদের খিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়াতে পার?' লোকটি মাথা নেড়ে হাসল। বোঝাই গেল যে কথাগুলো তার অবোধ্য।

'স্ক্যান্‌ল্যান্ একবার কপাল ঠুকে অ্যামেরিকান অপভাষার খই ফোটালে, উত্তরে সেই শূন্যগর্ভ হাসি। শেষটা আমি যখন হাঁ করে' মুখে আঙ্গুল ঢুকিয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করলাম তখন সে সজোরে ঘাড় নেড়ে বুঝতে পেরেছে জানিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল।

'দশ মিনিট পরে দরজা আবার খুলে গেল আর সেই রকম হলদে পোষাক পরা দুজন পরিচারক একটা ছোট টেবিল গড়াতে গড়াতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। আর, খাবার? খুব ভাল হোটেলেও এর চেয়ে ভাল খাবার পেতাম না। কফি, গরম দুধ, রোল্, চ্যাপ্টা সুস্বাদু মাছ আর মধু দিয়ে ব্রেক্‌ফাস্ট্ সমাধা করতে আধঘণ্টাটাক আমরা খুবই ব্যস্ত রইলাম। তারপরে পরিচারক দুজন আবার এসে টেবিলটা গড়িয়ে বের করে নিয়ে গেল, আর যাবার সময় দরজাটা সাবধানে বন্ধ করে দিল।

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'নিজের গায়ে চিমটি কাটতে কাটতে কালশিরা পড়ে গেল, তবু বুঝতে পারছি না এসব স্বপ্ন না সত্যি! আচ্ছ, ডক্, আপনি সমস্ত ব্যাপারটা কিরকম ঠাওরাচ্ছেন?'

'ডকটর মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমার কাছেও সমস্ত স্বপ্নের মতই লাগছে তবে বড় গৌরবময় স্বপ্ন! জগতের পক্ষে একি অপূর্ব কাহিনী, কেবল যদি সকলকে শোনাতে পারা যেত!'

'আমি বললাম, 'একটা জিনিস কিন্তু বোঝা গেল যে আটলান্টিসের কিংবদন্তীর মধ্যে সত্য অবশ্যই আছে আর সেখানকার কতক লোক অতি আশ্চর্য উপায়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে।'

'বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্ তার সুগোল মাথাটি চুলকাতে চুলকাতে ব'লে উঠল, 'যদিও বা তারা বেঁচে থাকতে পারলে, তারা বাতাস আর খাবার জল আর সব কি করে'

পেল আমার মাথায় ঢুকছে না। কালকের রাতের সেই দাড়িওয়ালা দোস্তটি যদি আমাদের আর এক নজর দেখে নিতে আসেন তাহলে তাঁর থেকে কিছু এলেম মিলতে পারে।'

'তা কি করে' হবে, যখন আমরা কেউ কারও কথা বুঝিনা ?'

ম্যারাকট্ বললেন, 'আমরা নিজেদের নিরীক্ষা শক্তিই ব্যবহার করব। একটা জিনিস আমি এখনই বুঝতে পেরেছি—আমরা যে মধু খেলাম তার থেকে। ওটা সত্যিকার মধু নয়, সাংশ্লেষিক মধু—অর্থাৎ কি না কৃত্রিম মধু, যা পৃথিবীতে আমরাও তৈরি করতে শিখেছি। আর কৃত্রিম মধু যদি হতে পারে তাহলে কৃত্রিম কফি বা ময়দাই বা নয় কেন ? মৌলিক পদার্থগুলির এক একটি অণু যেন এক একখানি ইঁট, আমাদের চারি পাশে এই ইঁটগুলি ছড়ানো। আমাদের কেবল বলতে হবে কেমন করে কোন জাতের কতগুলি ইঁট বেছে নেওয়া যায় যাতে এক একটা নতুন নতুন পদার্থের ইমারত গড়া যেতে পারে। এই অণুগুলিরই সাজাবার একটু অদল-বদলে স্টার্চ হয়ে যায় চিনি কিংবা অ্যালকোহল। কিন্তু এই অদল বদলটা করে কিসে ? উত্তাপে। বিদ্যুতে ! তাছাড়া অন্যান্য এমন কোনো কোনো শক্তিতে যার সম্বন্ধে আমরা হয়ত কিছুই জানি না। এমন কতগুলি পদার্থ আছে যার অণুগুলির অদল বদল আপনা আপনিই অনবরত হতে থাকে। ইউরেনিয়ম হয়ে যায় রেডিয়ম, আবার রেডিয়ম হয়ে যায় সীসা—আমাদের হাতও দিতে হয় না।'

'আমি বললাম, 'আপনি তাহলে মনে করেন যে ওদের রসায়ন খুব উন্নত ধরনের ?'

'সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। মৌলিক অণুগুলির মধ্যে তো এমন একটিও নেই যা ওদের নাগালের বাইরে। হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন এল সমুদ্রের জল থেকে নাইট্রোজেন আর কার্বন আছে এই অপর্যাপ্ত গাছ গাছড়ার মধ্যে, আর সামুদ্রিক জীবদেহ ধ্বংস হয়ে হয়েছে এই যে সিন্ধুমল এতে আছে ফস্‌ফরাস্ আর ক্যাল্‌শিয়ম। যথেষ্ট জ্ঞান আর কৌশল যদি থাকে তবে কি না তৈরি করা যেতে পারে ?'

'ডক্‌টর রসায়ন শাস্ত্রের উপর একটা বক্তৃতাই সুরু করেছিলেন এমন সময় দরজা খুলে গেল, মাণ্ডা ঘরে ঢুকে আমাদের সহৃদয় সম্ভাষণ করলেন। তাঁর সঙ্গে

আগের রাত্রের সেই পককেশ বৃদ্ধও এসেছিলেন। বিদ্বান্ বলে হয়ত তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি কয়েকবার আমাদের উদ্দেশ করে' কথা বললেন—হয়ত প্রত্যেক-বারই আলাদা আলাদা ভাষায়, কিন্তু সবই সমান অবোধ্য। তখন তিনি কাঁধ-ঝাঁকানি দিয়ে মাণ্ডাকে কি যেন বললেন। সেই পরিচারক দুজন তখনও দরজার কাছে অপেক্ষা করছিল, মাণ্ডা তাদের এক হুকুম করলেন। তারা অমনি গিয়ে কোথা থেকে একটা অদ্ভুত পর্দা এনে হাজির করলে। দুই দিকে দুটি খুঁটিতে সেটা আটকানো, বায়োস্কোপের পর্দার মত। কিন্তু তার গায়ে একটা চকচকে জিনিসের আস্তর, আলো পড়ে সেটা চকমক, চিকমিক করতে লাগল। এক দিকের দেয়াল ঘেঁসে সেটা রাখা হল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তার পর সাবধানে সেই পর্দা থেকে কয়েক পা মেপে মেঝের উপর একটা জায়গায় চিহ্ন দিলেন। সেই খানটায় দাঁড়িয়ে তিনি ম্যারাকটের দিকে ফিরে হাত দিয়ে নিজের কপাল ছুঁলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পর্দাটার দিকে আঙ্গুল দেখালেন।

'স্ক্যান্‌ল্যান বলে' উঠল, 'বিলকুল ফক্কা—স্রেফ্ হেঁয়ালি।'

'ম্যারাকট্ মাথা নেড়ে জানালেন যে আমরা একেবারেই কিছু বুঝতে পারছি না। বৃদ্ধ তখন যেন তিলেকের জন্য হকচকিয়ে গিয়ে তারপরেই মাথায় এক বুদ্ধি এনে ফেললেন। একবার নিজের শরীরের দিকে আঙ্গুল দেখালেন, তারপর পর্দার দিকে ফিরে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, মনে হল সেই পর্দার উপরে তিনি মনঃসংযোগ করছেন। নিমেষের মধ্যে তাঁর নিজের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠল সেই পর্দায়। তারপর তিনি আমাদের দিকে আঙ্গুল দেখালেন এবং পরমুহূর্তেই ভেসে উঠল আমাদের তিনজনের ছবি পর্দার গায়ে। ঠিক আমাদের নয়—তাঁর চোখে আমরা যেমন দেখতে। স্ক্যান্‌ল্যানকে দেখাচ্ছিল অনেকটা যেন চীনাদের মত আর ম্যারাকট্‌কে শুকনো মড়ার মত, কিন্তু চেনা যাচ্ছিল ঠিকই।

'আমি বলে' উঠলাম, 'এ চিন্তার প্রতিচ্ছবি।'

'ম্যারাকট বললেন, 'ঠিক। অতীব আশ্চর্য আবিষ্কার, ব্যাপারটা টেলিপ্যাথি আর টেলিভিশন এই দুটি জিনিস মিলিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে ও দুটি জিনিস আমরা সামান্যই বুঝি।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'আমি কখনও ভাবিনি এ জন্মে নিজেকে কখনও

বায়োস্কোপের পর্দায় দেখতে পার—অবশ্য যদি ঐ গালফোলা চীনাম্যান্ আমিই হয়ে থাকি !'

'এই সময় দেখা গেল বৃদ্ধ যেন কিসের ইসারা করছেন। স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'বুড়ো চায় যে আপনি একবার ওটা পরখ করে দেখেন।'

'ম্যারাকট তখন চিহ্ন দেওয়া জায়গাটাতে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সবল সুস্থ মস্তিষ্ক সেই বৃদ্ধের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলল পর্দার গায়ে। মাণ্ডার ছবিও দেখলাম আমরা, তারপর দেখলাম 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডকে। মাণ্ডা আর সেই প্রাচীন বিজ্ঞানী দুজনেই জাহাজখানার প্রতিচ্ছায়া দেখে খুব ঘাড় নাড়লেন। ভাবখানা যেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক এই রকমই তো!' মাণ্ডা হাত নেড়ে একবার আমাদের দিকে আর একবার পর্দার আঙ্গুল দেখালেন।

'আমি বলে' উঠলাম, 'সব কিছু ওঁদের খুলে বলতে হবে, এই হল কথা। ওঁরা ছবিতে জানতে চান আমরা কে আর কেমন করেই বা এখানে এসেছি।'

'ম্যারাকট্ ঘাড় নেড়ে মাণ্ডাকে জানালেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন। তারপর তিনি যেই আমাদের সাগর অভিযানের কথা বলতে সুরু করেছেন অমনি মাণ্ডা হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। তাঁর হুকুমে পরিচারকরা পর্দাটাকে সেখান থেকে নিয়ে গেল, আর তাঁরা দুজন আমাদের ইঙ্গিত করলেন তাদের পিছন পিছন যেতে।'

'বাড়িটি বিশাল। আমরা বারান্দার পর বারান্দা পার হয়ে চললাম। শেষে একটা প্রকাণ্ড 'হল'-এ এসে পৌঁছালাম। হলের চেয়ারের সারিগুলি রঙ্গালয়ের মত পর পর ক্রমাগত উঁচু করে' সাজানো। একদিকে একটা বড় পর্দা টাঙ্গানো—যে রকম পর্দা আমরা এইমাত্র দেখলাম। তার দিকে মুখ করে' বসে রয়েছে অন্ততঃ হাজার খানেক দর্শক! আমরা ঢুকতেই তাদের মধ্যে থেকে উঠল স্বাগতের গুঞ্জনরোল! তাদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ দুই ছিল—সবরকম বয়সেরই। পুরুষেরা কালো না হলেও কিছু ঘোরবর্ণ, সকলেরই দাড়ি আছে। মেয়েরা সুন্দরী একটু বেশী বয়সের মেয়েরা বেশ রাসভারীও। তবে সকলকে ভাল করে' দেখবার সময় পেলাম না, কারণ আমাদের নিয়ে গিয়ে একেবারে সামনের সারিতে বসিয়ে দিল। ম্যারাকটকে নিয়ে গেল পর্দার সামনে মঞ্চের উপর। আলোগুলো নিবিয়ে দেওয়া হল, তারপর ম্যারাকট্‌কে ইসারা করা হল সুরু করতে।

তিনিও তাঁর কাজ করলেন খুব ভাল ভাবে। প্রথমে দেখা গেল আমাদের জাহাজ টেম্‌স্ নদী থেকে ছাড়ল। অমনি দর্শকদের মধ্যে একটা উত্তেজনার কলরোল উঠল—সত্যিকার আধুনিক শহরের এমন টাটকা নমুনা দেখে। তারপর দেখা গেল একটা ম্যাপ। জাহাজটা কোন পথে পাড়ি দিল দেখানো হলো। তার পরে সেই ইস্পাতের গোলকখানি আর তার সাজ সরঞ্জাম। তাই দেখে দর্শকদের মধ্যে যে গুঞ্জন উঠল তাতে বুঝলাম তারা সেটাকে চিনতে পেরেছে। তারপরে দেখলাম আমরা সমুদ্রগর্ভে নামছি, নেমে সেই শৈলশিরার উপরে সেই অতল গহ্বরের মুখের কাছে এসে পৌছালাম। তারপর সেই রাক্ষুসে জন্তুটার আবির্ভাব। 'ম্যারাস্! ম্যারাস্'! বলে দর্শকেরা চেঁচিয়ে উঠল। বুঝলাম তারাও সে জানোয়ারটিকে বিলক্ষণ চেনে আর ভয় করে। সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখতে লাগল সে আমাদের গোলকের কাছিটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। শেষে যখন সেটা কেটে গেল আর আমরা সেই গভীর দহের মধ্যে পড়ে গেলাম তখন সভা থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ উঠল।

'সভা ভাঙ্গতেই সকলেই আমাদের পিঠ চাপড়ে আর নানা রকম করে বুঝিয়ে দিল যে আমরা তাদের দেশে সুস্বাগত। প্রধানদের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হল। সকলেরই পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝোলা জাফরান রঙের চোগা, কোমরে কোমরবন্ধ আর পায়ে উঁচু বুট। প্রধানদের কেবল বয়স বেশী। কোমরবন্ধ আর বুট একরকম মাছের আঁশের মত আঁশওয়ালা কোনো চামড়ার তৈরী। মেয়েদের গায়েও প্রাচীন ছাঁদের সুন্দর পোষাক। গোলাপী নীল আর সবুজের নানা বিভিন্ন আভার মেলা যেন। তাতে আবার থোকা কোথা মুক্তা আর সাত-রঙা ঝিনুকের চুমকি বসানো। প্রধানদের মধ্যে একজনের নাম স্কার্পা। তাঁর একমাত্র মেয়ে সোনাকে দেখলাম সেদিন। তার চাউনির মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য গভীরতা যা আমার জীবনে সেই দিন থেকে এনে দিল যেন একটা নতুন স্বাদ।

'ডাঃ ম্যারাকট দেখলাম এক ভদ্রমহিলার সামনে মহা উৎসাহে ইশারা ইঙ্গিতের সাহায্যে ভাষার অমিল ঘোচাবার চেষ্টা করছেন আর স্ক্যানল্যান্ এক ঝাঁক মেয়ের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে তাদের মত সুন্দরী পৃথিবীতে দেখা যায় না। মেয়েরা কিছু বুঝুক বা না বুঝুক, হেসেই কুটিপাটি।

'সেদিন মাণ্ডা আর আমাদের নতুন বন্ধুরা আমাদের নিয়ে সেই বিশাল বাড়ির খানিক খানিক ঘুরিয়ে দেখালেন। বহুযুগ ধরে উপর থেকে সামুদ্রিক জীবের হাড় খোলস ইত্যাদি নানা জিনিস পড়ে' পড়ে' বাড়িটার এতখানি পুঁতে গিয়েছে যে এখন ছাদ দিয়ে ছাড়া ঢোকবার উপায় নেই। ছাদের উপরে বাড়িতে ঢোকবার ঘর, সেখান থেকে পথ ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে গেছে। কয়েক শ ফুট এই রকম নামলে নিচেকার মেঝেয় পৌঁছানো যায়। আবার মেঝে খুঁড়ে সুড়ঙ্গ করেও রাস্তা তৈরি হয়েছে। যে দিকেই তাকাই ঢালু রাস্তা নেমে গেছে পৃথিবীর পেটের ভিতর। বাতাস তৈরির যন্ত্র আর চারিদিকে সেই বাতাস সরবরাহের পাম্প সমস্ত দেখলাম। ম্যারাকট সব কিছুর খুব তারিফ করতে করতে আমাদের দেখিয়ে দিলেন যে বাতাস তৈরির জন্য কেবল যে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন মেশানো হচ্ছে তা নয়, অন্য যে-সব গ্যাস খুব অল্প পরিমাণে পৃথিবীর হাওয়াতে থাকে—যেমন আরগন নিঅন এইসব—তাও তৈরি করে' তেমনি অল্প পরিমাণে মেশানো হচ্ছে। জল পরিস্রবণ করবার বড় বড় হৌজ আর প্রকাণ্ড বৈদ্যুতিক কলগুলিও দেখবার জিনিস, যদিও সে সবের কলকব্জা এত জটিল যে সব কিছু আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত। এইটুকু কেবল বলতে পারি যে আমি নিজের চোখে দেখে আর নিজের জিবে চেখে বুঝলাম নানা রাসায়নিক পদার্থ আর গ্যাস নানা যন্ত্রের মধ্যে ঢালা হচ্ছে আর তার থেকে তৈরী হয়ে যাচ্ছে ময়দা, চা, কফি, মদ।

'বাড়িটার যতখানি আমাদের দেখানো হল তা পরেও কয়েকবার দেখার আমরা সুযোগ পেয়েছিলাম। দেখে দেখে আমাদের মনে হল যে এখানকার লোকেরা আগে থেকেই জানতে পেরেছিল যে তাদের দেশ একদিন সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যাবে আর সেজন্য ডুবে গিয়ে যাতে বেঁচে থাকতে পারে তার সমস্ত আয়োজন তারা অনেক আগে থাকতেই করে রেখেছিল। সেই বিশাল বাড়িটা তৈরি হয়েছিল এমনভাবে যাতে তার মধ্যে তারা স্থায়ী আশ্রয় পায়। তাই এবার থেকে তাকে তাদের আশ্রয়সদন বলব। আগে যেসব যন্ত্র বা কলকারখানার কথা বলেছি সেগুলি, তাছাড়া কাঁচের পোষাকের জন্য কাঁচের কারখানা, বাইরে থেকে ভিতরে ঢোকবার ঘরগুলি, জল ছেঁচে ফেলার বিরাট পাম্পগুলি সবই সেই আশ্রয়সদনের দেওয়ালের ভিতর সেঁধিয়ে তৈরি, বেশ বোঝা যায় বাড়িটা তৈরি

হওয়ার সময়েই সেগুলোও তৈরি হয়েছিল। আগে থাকতেই সব কিছু ভেবে দেখবার এদের এই আশ্চর্য ক্ষমতা দেখে আমরা যে কি অবাক হলাম তা বলে বোঝাতে পারি না। এ কোন আশ্চর্য জাতি? আমরা যতদূর জানতে পারলাম তাতে মনে হল এই জাতির দুটি প্রকাণ্ড শাখা ছিল, একটি গিয়েছিল মধ্য আমেরিকায় আর একটি ঈজিপ্টে। সেই দুটি দেশেই তারা নিজেদের সভ্যতার ছাপ রেখে গেছে যদিও তাদের আপন দেশ তলিয়ে গেছে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে। কিন্তু তার সঙ্গে এও মনে হল এদের পূর্বপুরুষদের মত উদ্যম এখন আর এদের নেই, কাজেই এদের জ্ঞান বিজ্ঞান এতদিনেও আর তত এগোয়নি। এদের বিজ্ঞান ম্যারাকটের হাতে পড়লে হয়ত তিনি আরও বড় কিছু, আরও আশ্চর্য কিছু করতে পারতেন। এমনিতে স্ক্যান্‌ল্যান্‌ই তার চটপটে মাথা আর কলকজার হাত নিয়ে এর মধ্যে যে সব কারবাই দেখাচ্ছিল তাতে এরা আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। জাহাজ ছেড়ে ইস্পাতের খাঁচায় করে' আসবার সময় স্ক্যান্‌ল্যানের কোটের পকেটে ছিল একটা মাউথ-অর্গ্যান। তাই বাজিয়ে সে এদের কাছ থেকে যে তারিফ পেতে লাগল তেমন তারিফ আমরা হয়ত করি মোৎসার্টের (Mozart) মত স্বরশিল্পীর সঙ্গীত শুনে।

'বলেছি সেই বাড়ির সমস্তটা আমাদের দেখানো হয়নি। এ সম্বন্ধে আর একটু খুলে বলি। একটি বারান্দা দিয়ে সর্বদাই লোক যাতায়াত করতে দেখতাম, কিন্তু আমাদের গাইড্‌রা একবারও সে দিক মাড়াল না। কাজেই আমাদেরও সেদিকে কি আছে দেখবার ইচ্ছাটা বেড়েই গেল। একদিন যে সময়ে লোক চলাচল থাকে না এমনি সময়ে আমরা আমাদের ঘর থেকে সরে পড়লাম। চললাম সেই অজানা জায়গাটার দিকে।

'পথটা ক্রমে একটা উঁচু খিলানওয়ালা দরজার কাছে গিয়ে পৌছাল। মনে হল দরজাটা আগাগোড়া খাঁটি সোনার তৈরি। সেই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি আমরা এসে পড়েছি একটা মাঠের মত প্রকাণ্ড ঘরে, লম্বায় চওড়ায় কোনো দিকেই ত্রিশ ফুটের কম হবে না। চার দিকের দেওয়ালে নানা উজ্জ্বল রঙ আর কিম্ভূতকিমাকার সব জীবের অদ্ভুত ছবি আর মূর্তি। তাদের মাথায় আবার আমেরিকার আদিবাসীদের পুরোদস্তুর রাজসজ্জার মত প্রকাণ্ড মুকুট। এই বিশাল ঘরের এক মুড়োয় বুদ্ধমূর্তির ধরনের এক বিরাট মূর্তি। কিন্তু বুদ্ধমূর্তির মুখে দেখা যায় যে করুণা এতে তার বদলে রয়েছে যেন উৎকট রাগ। তার

উপর চোখ দুটোর রঙ আবার লাল, আর তার ভিতর দুটো বিজলী বাতি বসানো থাকায় দেখতে আরো ভীষণ লাগছিল। তার কোলের উপর মস্ত একটা চুলো। কাছে গিয়ে দেখলাম সেটা ছাইয়ে ভরতি।

'ম্যারাকট্ বললেন, ইনি হলেন মোলক্, বা বেআ্যাল্—প্রাচীন ফিনীশিআর আদিম দেবতা।'

'আমার মনে পড়ে' গেল শুনেছিলাম এই দেবতার কাছে নাকি সেই প্রাচীনকালে মানুষ বলি দেওয়া হত। বলে' উঠলাম, 'কি সর্বনাশ! আপনি বলেন কি? এখানকার এই শান্তশিষ্ট মানুষরা নরবলি দেয়?'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ প্রায় ঘুসি বাগিয়ে বললে' 'আশাকরি ওদের ঘরের রীত ওরা ঘরেই রাখে। আমাদের ওপর যেন এসব কেরদানি ফলাতে না আসে।'

'আমি বললাম, 'না এতদিনে হয়ত ওদের শিক্ষা হয়েছে। দুর্দশায় পড়লেই মানুষ অন্যের প্রাণের দাম বুঝতে শেখে।'

'ম্যারাকট্ ছাই ঘাঁটতে ঘাঁটতে বললেন, 'ঠিক কথাই। এ সেই পুরাতন কুলদেবতা বটে, তবে কুলধর্মটি আর তত উগ্র নেই মনে হচ্ছে। এগুলো কেবল রুটি আর ঐরকম সব জিনিসের ভস্মাবশেষ মাত্র। কিন্তু এক সময়ে হয়ত—'

এমন সময় একটা রুক্ষ গলার আওয়াজে আমাদের গবেষণা বাধা পেল। চেয়ে দেখি হলদে কাপড় আর লম্বা টুপি পরা কয়েকজন লোক। নিশ্চয়ই এই মন্দিরের পুরোহিত। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হল এবার আমারই বেআ্যালের শেষ বলি হলাম বুঝি বা! একজন তো তার কোমরবন্ধ থেকে একখানা ছোরাই টেনে বার করলে। মারমুখো হয়ে চীৎকার করে' তারা তাদের পবিত্র দেবস্থান থেকে আমাদের একরকম ধাক্কা মেরেই বার করে' দিলে।

'স্ক্যান্‌ল্যান্ চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার দিব্যি, গায়ে হাত দিলে বাছাকে চাঁটিয়ে দেব! এই চিমসে কোথাকার, আমার কোট ছাড়্ বলছি!'

আমার তো মনে হল স্ক্যান্‌ল্যান যাকে বলে 'অশান্তি' তাই বুঝি হয়ে যায় মন্দিরের পবিত্র চতুঃসীমার মধ্যেই। যাহোক, সে হাত বাড়াতে সুরু করবার আগেই আমরা কোনোমতে তাকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। তারপর সোজা আমাদের ডেরায়। মাণ্ডা আর অন্যান্যদের ভাবে কিন্তু বুঝলাম যে আমাদের গুপ্ত অভিযানের কথা তাঁরা টের পেয়েছেন আর সেজন্য বিরক্তও হয়েছেন।

'তবে সেটা ছাড়া আর একটি দেবস্থানও ছিল, সেটা বিনা আপত্তিতে আমাদের দেখানো হল। আর তার ফলে এদের আর আমাদের মধ্যে মোটামুটি কথাবার্তার একটা উপায় বেরুল। কেমন করে বলি শোন। এই জায়গাটা আশ্রয়সদনের নিচের তলায়। তার কোনো সাজ সজ্জা বা অন্য বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল ঘরের এক মুড়োয় হাতির দাঁতের তৈরি একটি নারী মূর্তি। তাঁর হাতে বর্শা, আর কাঁধের উপর বসে' একটি পেঁচা। এক খুব বয়স্ক বৃদ্ধ সেখানকার রক্ষক। তাঁর এত বয়স সত্ত্বেও বোঝা যাচ্ছিল তিনি আশ্রয়সদনের মানুষদের চাইতে এক উন্নততর জাতির মানুষ—দেহ ও মন দুদিক দিয়েই। ম্যারাকট আর আমি দুজনেই সেই মূর্তির দিকে চেয়ে ভাবছি এমনটি যেন আর কোথায় দেখেছি এমন সময় সেই বৃদ্ধ আমাদের উদ্দেশ্য করে কথা কইলেন।

'মূর্তিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'থিআ'।

'আমি অবাক্ হয়ে বলে উঠলাম, 'আরে, ইনি যে গ্রীক বলছেন!'

'তিনি আবার বললেন, 'থিআ—অ্যাথিনা।'

'আর কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বলছেন গ্রীক ভাষায়; দেবী—অ্যাথিনা।'

ম্যারাকট্ কি অসাধারণ পণ্ডিত, তিনি তখনি প্রাচীন গ্রীক ভাষায় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে সুরু করলেন। বৃদ্ধ কিন্তু সে ভাষা পুরোপুরি বুঝতে পারলেন না, আর তার উত্তর দিলেন এমনই প্রাচীন এক বুলিতে যে তা প্রায় অবোধ্য। তবু ম্যারাকট ক্রমে সে ভাষার কিছু কিছু শিখে নিলেন। ওদের মধ্যে একজন লোকও পেলেন যার মারফতে খুব অস্পষ্টভাবে আপন মনোভাব ওদের কিছু কিছু জানাতে পারলেন।

এই দেবস্থান দেখে এসে প্রফেসর ম্যারাকট্ সেদিন আমাদের কাছে একটি বক্তৃতা করলেন। ক্লাস নেওয়ার ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠে বললেন: 'আটলান্টিস্ তলিয়ে যাওয়ার কিংবদন্তী যে সত্যি এই বৃদ্ধ তার একটি প্রমাণ। তোমরা জান—কিংবা হয়ত জান না—(স্ক্যানল্যান্—'মারুন বাজি!') যে আটলান্টিস্ যখন ধ্বংস হয়ে যায় সেই সময়ে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে আদিম গ্রীকদের যুদ্ধ চলছিল। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে আটলান্টিয়দের হাতে তখন অনেক গ্রীক বন্দী ছিল, তাদের কতক হয়ত আশ্রয়সদনে কোনো কোনো কাজ করত। তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস নিয়েই আটলান্টিয়দের সঙ্গে এখানে এসে পড়ে। আমি

যতদূর বুঝেছি, ঐ বৃদ্ধটি সেই প্রাচীন গ্রীকদের কোনো পুরোহিতের বংশধর। হয়ত পরে আমরা এই গ্রীকদের আরও কাউকে কাউকে দেখতে পাব।

'স্ক্যানল্যান বললে, এদের একটা কথা আমার বলবার আছে। একটা দেবতার মূর্তি যদি রাখতেই হয় তবে পোড়া কয়লার ধুলোওয়ালা ঐ লাল চোখো হোঁতকাটার চাইতে চমৎকার একটি মেয়ের মূর্তিই বোধহয় ভাল। অবশ্য ওরা যেমন ভাল বোঝে।'

'আমি বললাম, 'ভাগ্যে ওরা তোমার অভিমত জানতে পারছে না, না'হলে খ্রীষ্টান শহিদ হিসাবেই তোমার ইহলীলা সাঙ্গ করতে হত!'

'তাহলে ওদের আমেরিকান নাচের বাজনা শোনাবে কে? আমার সঙ্গে রঙ্গ তামাশা করাটা ওদের প্রায় একটা অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে যে।'

'বাস্তবিক এরা সবাই বেশ হাসি-খুশি মানুষ, এদের মধ্যে আমাদের দিন বেশ ভালই কাটছিল। কিন্তু এক এক সময় সমস্ত মনপ্রাণ যেন ছুটে যেতে চাইত আকাশের আলোর রাজ্যে ফেলে আসা আমাদের আপন দেশে। এখনও চায়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অক্সফোর্ডের সেই কলেজ-প্রাঙ্গন কিংবা হার্ভার্ডের সেই এল্‌ম্ গাছের সারি আর খেলার মাঠ। আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় সেই অদ্ভুত অজানা দেশে বসে' আমাদের নিজেদের দেশ প্রথম যেন চাঁদের দেশের মতই সুদূর মনে হত। কেবল এখন আবার দেশের মুখ দেখতে পাওয়ার ক্ষীণ আশা মনে জাগছে।

সাত

'আমরা এঁদের অতিথি না বন্দী? এক এক সময় সন্দেহ জাগত মনে। যাহোক দিন কয়েক পরে একদিন তাঁরা আমাদের সমুদ্রের উপর বেড়াতে নিয়ে গেলেন। মাণ্ডা ছাড়া আরো পাঁচজন ছিলেন আমাদের সঙ্গে। আমাদের ইস্পাতের খাঁচা থেকে উদ্ধার করে আনার পর আমরা প্রথম যে ঘরটাতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আবার সেইখানেই সবাই গিয়ে দাঁড়ালাম। এবার আমরা সেটা আর একটু ভাল করে' দেখবার সময় পেলাম। ঘরটা খুব বড়, লম্বায় চওড়ায় অন্ততঃ একশ ফুট করে। ছাদটা নিচু, ছাদ আর দেওয়াল সবই সামুদ্রিক উদ্ভিদে সবুজ হয়েছিল, টপ্ টপ্ করে' জলও ঝরছিল। চারদিকের দেওয়ালে সারি দিয়ে পেরেক লাগানো, প্রত্যেকটিতে একটি করে চিহ্ন আঁকা—বোধ হয় নম্বর। প্রত্যেক পেরেকে একটা করে স্বচ্ছ কাঁচগোলক আর এক জোড়া বাতাস তৈরির বাক্স। ঘরের মেঝে বড় বড় পাথরের টাইল বসিয়ে তৈরি। সেগুলি বহু যুগ ধরে মানুষের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে, তাতে জল জমে আছে। কার্নিসের উপর বরাবর প্রতিপ্রভ নলের আলো বসানো, তাতে সমস্ত ঘর আলো হয়েছিল। কাঁচের পোষাকগুলি আমাদের গায়ে আঁটা হলে প্রত্যেকের হাতে কোনো রকম হালকা ধাতুর তৈরি একটা ছুঁচালো ডাণ্ডা দেওয়া হল। তারপর মাণ্ডা ইশারায় হুকুম দিলেন দেওয়ালের পাশ দিয়ে যে রেলিং রয়েছে সেইটা শক্ত করে ধরতে। সকলে তাই ধরলাম। বাইরের দরজাটা খুলে যেতেই সমুদ্রের জল হু-হু করে এত জোরে ভিতরে ঢুকতে লাগল যে রেলিংটা ধরা না থাকলে আমরা পায়ের উপর দাঁড়িতে থাকতে পারতাম না। জলের লেভেল্ অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠল, আমাদের উপর তার তোড়ও কমে গেল। মাণ্ডা আমাদের নিয়ে দরজার দিকে এগোলেন। দরজা পার হতেই আমরা আবার সমুদ্রের পঙ্কশয্যায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। খোলা দরজা আমাদের ফেরবার পথ চেয়ে রইল।

'সমুদ্রজলে সেই আশ্চর্য অনুপ্রভার আলো কাঁপছে। তাতে আমরা চারদিকে

অন্ততঃ সিকি মাইল পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। দূরে একটা খুব উজ্জ্বল আলো দেখে আমরা আশ্চর্য হলাম। মাণ্ডা সেইদিক লক্ষ্য করেই চলতে সুরু করলেন। পিছন পিছন সার বেঁধে চলতে লাগলাম আর সকলে। তাড়াতাড়ি চলা যাচ্ছিল না, জল ঠেলে এগুতে তো হচ্ছিলই তা তাড়া নরম কাদায় পা অনেকখানি করে বসে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা বুঝতে পারলাম সেই উজ্জ্বল আলোটা কিসের। সেটা আমাদেরই ছেড়ে আসা লৌহগোলকখানি—আমাদের বিগত জীবনের শেষ নিদর্শন। সমুদ্রের তলায় পুঁতে যাওয়া সেই বিরাট ইমারতের অনেক গম্বুজের একটির উপরে খাঁচাটি কাত হয়ে পড়ে রয়েছে, তখনও তার আলোগুলি জ্বলছে। ভিতরটাতে চারভাগের তিনভাগই জলে ভরা, কিন্তু যেদিকে আমাদের বিদ্যুতের সমস্ত সাজসরঞ্জাম ছিল, বদ্ধ বাতাসের চাপে সেদিকে জল যেতে পারেনি। ভিতরটা আমাদের এত চেনা। সেই 'সেটি'গুলি, সেই সব যন্ত্রপাতি, সমস্তই ঠিক ঠিক রয়েছে। আর, কতকগুলি বড় বড় মাছ তার ভিতরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বোতলের ভিতরে রাখা শখের মাছের মত। সবটা মিলিয়ে কি অদ্ভুতই না লাগছিল দেখতে। এক এক করে' আমরা তিন জন খোলা দরজাটা আঁকড়ে ধরে উঠে ভিতরে ঢুকলাম। ম্যারাকট্ তাঁর একটা নোট বুক উদ্ধার করলেন—জলের উপর ভাসছিল। স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি আমাদের নিজেদের গুটিকয়েক জিনিসপত্র বার করে নিলাম। মাণ্ডা ও তাঁর দু' একজন সঙ্গীকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। দেওয়ালে লাগানো গভীরতামাপক, উষ্ণমাপক আর অন্যান্য যন্ত্রগুলি খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা দেখলেন। উষ্ণমাপক অর্থাৎ থার্মোমিটারটি আমরা দেওয়াল থেকে খুলে সঙ্গে করে' নিলাম। বিজ্ঞানীরা এ খবরে ঔৎসুক্য বোধ করবেন যে সমুদ্রতলের তাপমান চল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট্, অর্থাৎ যে তাপমানে জল জমে বরফ হয় তার চাইতে আট ডিগ্রী বেশী। যে রাসায়নিক কারণে সিন্ধুজলে অনুপ্রভা দেখা যায় সেই কারণেই সমুদ্রতলের তাপমান তার উপরের স্তরের চাইতে বেশী।

'আমাদের বেড়িয়ে নিয়ে আসা ছাড়া এই ছোট্ট অভিযানটির বোধ হয় অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। সেটি হল আহার্যের সন্ধান করা। আমাদের আটলান্টিয় সঙ্গীরা থেকে থেকে তাঁদের হাতের ছুঁচালো ডাণ্ডা সজোরে নিচের দিকে চালিয়ে দিচ্ছিলেন আর প্রত্যেকবারই একটা করে' চ্যাপ্টা কটা রঙের মাছ গেঁথে তুলছিলেন।

মাছগুলো সমুদ্রে মেঝের সঙ্গে এমন মিশে যাচ্ছিল যে অনভ্যস্থ চোখে তাদের ঠাহর করা মুশকিল। দেখতে দেখতে ওঁদের প্রত্যেকের কোমর থেকে দু'তিনটে করে' মাছ ঝুলতে লাগল। স্ক্যানল্যান্ আর আমারও তার কায়দাটা শিখে নিতে দেরি লাগল না, দুটো করে' মাছ দুজনে গেঁথেও ফেললাম। কিন্তু ম্যারাকট্ যেন চলেছেন স্বপ্নের ঘোরে, সাগর-গর্ভের অপরূপ সৌন্দর্যে বিভোর। মাঝে মাঝে উৎসাহের চোটে বক্তৃতাও করছেন যা আমরা কানে শুনতে পাচ্ছি না, কেবল চোখে দেখতে পাচ্ছি।

'চারিদিকের সেই ধূসর সমভূমি দেখে সেখানে আর কোনো বৈচিত্র্য নেই মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন জানলাম পৃথিবীর উপরে যেমন তেমনি এখানেও নদী আছে, তাতে স্রোতও বয়। নরম পাঁক কেটে চলেছে সেই অন্তঃসাগরীয় স্রোত তলাকার লাল মাটির বনিয়াদ বেরিয়ে পড়েছে। সেই লাল মাটি অসংখ্য সাদা সাদা জিনিসে প্রায় ঢাকা পড়ে' আছে। আমরা ভেবেছিলাম সেগুলো হয়ত ঝিনুক বা শাঁখ, কিন্তু পরীক্ষা করে' দেখে বোঝা গেল সেগুলো তিমি মাছের কানের হাড় আর হাঙর ও অন্যান্য জন্তুর দাঁত। আমি একটা পনের ইঞ্চি লম্বা দাঁত কুড়িয়ে পেলাম। তখন এই ভেবে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে ভাগ্যে এমন রাক্ষুসে জানোয়ার সমুদ্রের উপরকার স্তরেই থাকে। ম্যারাকটের মতে সেই দাঁত এক জাতের অতিকায় হিংস্র তিমি মাছের।

'সমুদ্রের এই গভীর তলদেশে একটা অদ্ভুত ব্যাপার বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। আগেই বলেছি জৈব পদার্থের অবিরাম মন্থর পচনের ফলে সমুদ্রের মেঝে থেকে একটা উত্তাপহীন আলো বেরুতে থাকে। কিন্তু মাথার উপরে অমাবস্যার রাত্রির মত মিশকালো অন্ধকার। উপর দিকে না তাকালে এমনিতে মনে হয় যেন শীতকালের ভিতর থেকে ছোট ছোট সাদা সাদা চাঁই অনবরত পড়তে থাকে, ঠিক যেন তুষারপাতের মত। আমাদের মাথার উপরে রয়েছে যে পাঁচ মাইল জল তার মধ্যে যে সব শামুক আর গুগলি জন্মাচ্ছে বড় হচ্ছে আর মারা যাচ্ছে তাদেরই খোলস এগুলি। অবশ্য অনেক খোলস নিচে এসে পড়বার আগেই জলে মিলিয়ে যায়, কিন্তু বাকিগুলো যুগ যুগ ধরে' জমতে জমতে ক্রমশঃ ঐ বিশাল আশ্রয় সদনটিকে সমাধিস্থ করে' ফেলেছে।

'উপরের পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের শেষ চিহ্ন সেই লৌহ-গোলকটিকে

পিছনে ফেলে আমরা আরো এগিয়ে চললাম। হঠাৎ মনে হল এক পোঁচ কালির দাগের মত কি যেন একটা এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতে সেটাকে ভেঙ্গে চুরে হয়ে গেল এক দল মানুষ, সকলেরই কাঁচের পোষাক। তারা চওড়া ধরনের স্লেজগাড়ি টানতে টানতে আসছিল, স্লেজগুলো কয়লাতে বোঝাই। দারুণ পরিশ্রমের কাজ। স্লেজগুলোতে হাঙ্গরের চামড়ার দড়ি লাগানো, তাই ধরে বেচারিরা পিঠ বেঁকিয়ে মাথা নুইয়ে প্রাণপণে টানছিল। প্রত্যেক দলে একজন করে' সর্দার আছে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে সর্দার আর কুলিরা দুই বিভিন্ন জাতির লোক। কুলিরা ফর্সা আর লম্বা, নীল চোখ, জোরালো শরীর। আর সর্দাররা অত ফর্সা নয়, তাছাড়া তাদের বেঁটে চওড়া গড়ন। কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে তো আর কথা বলবার উপায় ছিল না। ফিরে এসে ম্যারাকট আমাদের বলেছিলেন যে ঐ কুলিরা হয়ত সেই গ্রীক বন্দীদের বংশধর, যাদের উপাস্য দেবীর মূর্তি আমরা সেদিন দেখে এসেছি।

'যেতে যেতে এই রকম কয়েক দল লোক আমরা দেখলাম, সকলেই কয়লা বোঝাই স্লেজ টানছে। শেষে আমরা একেবারে কয়লার খনিতে গিয়ে পৌঁছালাম। সেটা প্রকাণ্ড একটা গহ্বর, তাতে একটা মাটির স্তর তার পরে একটা কয়লার স্তর, আবার মাটির স্তর, তারপর কয়লার স্তর, এই ভাবে রয়েছে। একদল কয়লা কাটছে আর একদল সেই কয়লা ঝুড়িতে ভরছে। উপরের লোক সেই ঝুড়ি টেনে তুলছে। কত পুরুষ ধরে' সাগরগর্ভে খোঁড়া হয়েছে এই বিরাট গহ্বর কে জানে। আমরা এক দিক থেকে তার আর একদিক দেখতেই পেলাম না। বুঝলাম আটলান্টিয়দের যাবতীয় যন্ত্র ও কলকারখানা যে বিদ্যুতের জোরে চলছে তার যোগান আসছে এই কয়লা থেকে।

এইখানে একটা কথা বলে নিই। মাণ্ডা ও আর সকলের কাছে আমরা আটলান্টিস্ নামটি উল্লেখ করাতে ওঁদের মুখের ভাবে খুবই বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছিল। তারপর ঘন ঘন মাথা নেড়ে তাঁরা জানিয়েছিলেন যে কথাটা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে আমাদের কিংবদন্তীতে দেশটির নাম ঠিকই রয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে!

কয়লার খনির ডান পাশ দিয়ে সেটাকে পেরিয়ে গিয়ে আমরা আগ্নেয়শিলার খাড়া পাহাড়ের সারির কাছে এসে পৌঁছালাম। পৃথিবীর বুক ফুঁড়ে প্রথম যেদিন তারা বেরিয়েছিল আজও তাদের গা সেদিনকার মতই পরিষ্কার উজ্জ্বল কালো

রয়েছে। উপরকার মিশকালো অন্ধকারের ভিতর শ কয়েক ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। পাহাড়ের তলায় রাশীকৃত সমুদ্রের ফুলের মত প্রবালের স্তূপ। তার ভিতর থেকে লম্বা লম্বা আগাছা গজিয়ে ঘন জঙ্গল হয়ে গেছে। সেই জঙ্গলের ধারে আমরা খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। আমাদের সঙ্গীরা আমাদের দেখাবার জন্য হাতের ডাণ্ডা দিয়ে সেই আগাছা পিটিয়ে তার ভিতর থেকে নানা অদ্ভুত আকারের মাছ আর খোলাওয়ালা জন্তু তাড়িয়ে বের করতে লাগলেন। নিজেদের খাবার জন্য এক একটা সঙ্গেও নিলেন। এক মাইল কি তারও বেশী আমরা এই রকম ফুর্তিতে ঘুরে বেড়াবার পর দেখলাম মাণ্ডা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ভয় ও বিস্ময়ের ভঙ্গীতে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। আমাদেরও তখন হঠাৎ খেয়াল হল যে ডাঃ ম্যারাকট্ অদৃশ্য হয়েছেন।

'কয়লার খনিতে তিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন এতে ভুল নেই, সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে আগ্নেয়শিলার পাহাড় পর্যন্ত এসেছিলেন তাও ঠিক। তিনি আমাদের ফেলে এগিয়ে গেছেন এটাও অসম্ভব বলেই মনে হল। অতএব তিনি নিশ্চয় আমাদের পিছনে জঙ্গলের আশে পাশেই কোথাও আছেন। আমাদের বন্ধুরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন! কিন্তু স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমার তো বেশ জানা ছিল সেই অন্যমনস্ক বিজ্ঞানীর আজগুবি খেয়ালের কথা, কাজেই আমরা জানতাম যে ভয়ের কোনো কারণ নেই, হয়ত একটু পরেই দেখব তিনি তন্ময় হয়ে কোনও সামুদ্রিক জীব পর্যবেক্ষণ করছেন। আমরা সবাই যেদিক থেকে এসেছিলাম সেই দিকে ফিরে চললাম। একশ গজ গিয়েছি কি না গিয়েছি। ডাঃ ম্যারাকট্‌কে দেখা গেল।

'তিনি ছুটছেন,—এমনভাবে ছুটছেন যে তাঁর মত লোকের পক্ষে তা অসম্ভব বলেই আমার ধারণা ছিল। কিন্তু আত্মরক্ষার চেষ্টায় মানুষ অনেক সময় অসাধ্য সাধন করে। তিনটি বিকট দর্শন জীব ছুটছে প্রায় তাঁর পায় পায়। সেগুলো বাঘা কাঁকড়া, গায়ে সাদা আর কালো ডোরা, প্রত্যেকটি কাঁকড়া আকারে একটি বড় জাতের কুকুরের মত। ভাগ্যক্রমে তারা খুব ক্ষিপ্রগামী জীব নয়। তড় বড় করে' পাশের দিকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তারা চলছিল। তবে কিনা ম্যারাকটের দম ফুরিয়ে এলেই তারা তাদের সেই বিকট দাঁড়া দিয়ে তাঁকে চিমটে ধরে' ফেলত আমাদের বন্ধুরা তাঁদের ছুঁচালো ডাণ্ডা উঁচিয়ে তেড়ে গেলেন আর মাণ্ডা তাঁর

কোমরবন্ধ থেকে জোরালো বিজলী বাতি তুলে সেই বীভৎস জানোয়ারগুলোর মুখে আলো ফেললেন। তখন তারা জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। ম্যারাকট্ একটা প্রবালের ঢিবির উপর বসে' পড়লেন। পরে তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে গভীর জলের কিমিরার (Chimœra) একটা দুর্লভ নমুনা সংগ্রহের আশায় তিনি জঙ্গলের ভিতর ঢুকেছিলেন, অমনি এই কাণ্ড।

'পাহাড়গুলি পার হওয়ার পর আমরা গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি উপস্থিত হলাম। সামনের ধূসর সমভূমি বিভিন্ন আকৃতির গম্বুজ ও চূড়ায় প্রায় আচ্ছন্ন। বুঝলাম সেই প্রাচীন নগর রয়েছে এর তলায়। হারকিউল্যানিয়ম যেমন লাভার নিচে আর পম্পিয়াই ছাইয়ের নিচে চাপা পড়েছে তেমনি এটিও সিন্ধুমলের নিচে একেবারেই চাপা পড়ত যদি আশ্রয়সদনের লোকেরা মাটি কেটে এখানে যাওয়া আসার পথ তৈরি না করত। এই পথটি বেশ লম্বা, ঢালু হয়ে একটা চওড়া রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। রাস্তার দুই ধারে বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালগুলি কোথাও কোথাও চিড় খেয়েছে, কোথাও বা ধসে পড়েছে, কারণ সেগুলো আশ্রয়সদনের মত নিরেট গাঁথনি নয়। কিন্তু বাড়ির ভিতরগুলি বেশীর ভাগই সেই আট হাজার বছর আগে সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার দিন যেমন ছিল আজও তেমনি রয়েছে, কেবল সমুদ্র তাদের জায়গায় জায়গায় আলাদা রূপ দিয়েছে মাত্র—কোথাও অপরূপ সুন্দর, কোথাও ভয়ানক বীভৎস। আমাদের বন্ধুরা প্রথম দিককার বাড়িগুলো তাড়াতাড়ি পেরিয়ে এসে একটা প্রাসাদের মত সুন্দর আর বড় বাড়িতে ঢুকলেন। তার বিরাট বিরাট থাম আর অপূর্ব কারুকার্য পৃথিবীর উপরে একটি মাত্র জায়গার কথা মনে করিয়ে দেয়, সে হল ঈজিপ্টে নীলনদের ধারে লুক্সোর বলে একটা জায়গা। সেখানকার বহু প্রাচীন কার্নাকের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ঠিক এই ধাঁচের। কিন্তু সেও এত সুন্দর নয়। আধ আলোতে প্রকাণ্ড ঘরের মোজেইক করা মেঝের উপর দাঁড়িয়ে বড় বড় মূর্তি। রূপালী ঈল মাছ উপরে খেলে বেড়াচ্ছে। আমরা এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। একটা ছোট ঘরের মেঝে রামধনু রঙের ঝিনুক দিয়ে মিনা করা, আলো পড়তে ঝলমলিয়ে উঠল বর্ণালীর সাতটি রঙ। ঘরের এক কোণে হলদে রঙের কোনও ধাতুর তৈরি অনেক কাজ করা একটি মঞ্চ আর একটি পালঙ্ক। মনে হয় কোনো রাজারই শয়ন-মন্দির ছিল এটা। কিন্তু মোটের উপর মনে হল বাড়িটা অলক্ষুণে—যখন দেখলাম সেই পালঙ্কেরই পাশে

পড়ে আছে একটা বিশ্রী কালো স্কুইড, তার দেহটা আস্তে আস্তে উঠছে পড়ছে কেমন যেন কুৎসিতভাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বেরোবার পথে চোখে পড়ল একদিকে একটি ভাঙ্গা রঙ্গভূমি আর এক দিকে একটা জেটি যার শেষ মুড়োয় একটা বাতিঘর। হয়ত সেখানে ছিল একটা বন্দর।

আট

'এবার ফেরার পালা। আবার আমরা সমুদ্রতল দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আর ভাবতে লাগলাম একদিনে কত আশ্চর্য জিনিসই না দেখলাম। কিন্তু তখনও একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যে বাকী ছিল তা আমরা বা আমাদের গাইডরা কেউই জানতাম না। আমরা আশ্রয় সদনের কাছাকাছি যখন এসে পড়েছি তখন হঠাৎ একজন উপর দিকে আঙ্গুল দেখালেন। সেই দিকে চেয়ে দেখতে পেলাম উপরকার জলের ঘন কালো অন্ধকারের ভিতর থেকে আরো কালো প্রকাণ্ড কি যেন একটা হু হু করে নিচে নেমে আসছে। খানিকটা কাছে আসতে বুঝতে পারলাম সেটা একটা মস্ত মাছের মৃতদেহ। তার পেটটা ফেটে গিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর মাছটার পতনের বেগে সেগুলো যেন নিশানের মত উপর দিকে উড়ছে। সেইদিনই আমরা এই রকম বড় বড় কঙ্কাল দেখেছিলাম, এখন সমস্ত জন্তুটা আসলে কত বড় তারও একটা নমুনা দেখলাম। দেখতে দেখতে সেই বস্তুটি এসে নিচে পড়ল। আমাদের কাঁচের পোষাকের দরুণ আমরা পড়বার কোনও শব্দ শুনতে পেলাম না, কেবল দেখলাম সিন্ধুমল ছিটকে উঠল চারদিকে, ঠিক যেন কাদা-জলের উপর কেউ ঢিল ছুঁড়ল। দেখলাম সেটা একটা মোম-তিমি, সত্তর ফুট খানিক লম্বা। সাগরতলের মানুষদের আনন্দ আর উৎসাহ দেখে বুঝলাম যে তিমিটির মাথার মোম আর গায়ের চর্বি তাদের খুবই কাজে লাগবে। যাহোক সেদিনকার মত আমরা বাড়ি (?) ফিরে এলাম—বেদম ক্লান্ত হয়ে।

'আগে একবার আমরা যে চিন্তার প্রতিচ্ছবি, বা চলচ্চিত্র যাই বল, দেখেছিলাম

এবং দেখিয়েও ছিলাম, কয়েক দিন পরে আর একটি সেইরকম ব্যাপার হল, কিন্তু এবার আমরা কেবলই দর্শক। তাতে আমরা এই আশ্চর্য জাতির বিগত ইতিহাস দেখলাম। মনে হল এখানকার একটা কোনো বড় রকমের ধর্মানুষ্ঠানেরই অঙ্গ সেটা। হয়ত প্রতি বৎসরই সেই উপলক্ষ্যে তারা একবার করে নিজেদের পূর্ব ইতিহাসের মহলা দিয়ে নেয়, যাতে তারা ভুলে না যায় তারা কি ছিল, কি হয়েছে—যাতে তারা এখন কি হতে হবে তার দিশা পায়।

'ডাঃ ম্যারাকট যে বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে আমাদের কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন রূপালী পটের উপর, সেই ঘরেই আমাদের আবার নিয়ে যাওয়া হল আর আগের বারের মত সকলের সামনে বসিয়ে দেওয়া হল। সমগ্র আটলাণ্টিস্-সমাজ সেখানে উপস্থিত। প্রথমে একটি গান হল, অনেকক্ষণ ধরে'—হয়ত জাতীয় সঙ্গীত ধরনের কিছু একটা। তারপর এক অতি প্রাচীন শুক্লকেশ বৃদ্ধ এগিয়ে এসে ফোকাস্-বিন্দুর কাছে দাঁড়ালেন। আরম্ভ হল সেই প্রাচীন জাতির ইতিহাস। মনে হচ্ছিল যেন একটা চমৎকার জমকালো অভিনয় দেখছি সেই উজ্জ্বল পর্দার উপর। দর্শকরা তাদের ভাষায় অস্ফুটে কখনও আহা উহু করে' উঠছিল—তাদের ভাবে বুঝতে পারছিলাম, কখনও বা রীতিমত কাঁদছিলই।

'প্রথম কয়েকটি দৃশ্যে আমরা দেখলাম সেই পুরাতন মহাদেশের পূর্ব গৌরব। ছবির মত সুন্দর দেশ। তাতে কত নদনদী আর জলসেচের খাল। ফসলে ভরা মাঠ, বনে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়, তার শান্ত ছায়া পড়েছে হ্রদের টলটলে জলে। সারা দেশটায় অসংখ্য পল্লীর ঘুঁটি বসানো। আর সমুদ্রের ধারে সেই দেশের রাজধানী কি জমকালো। কি বড় বড় বাড়ি, বন্দরে কত জাহাজ, বন্দরের জেটির উপর কত দেশ থেকে আসা কত রকমের বাণিজ্যের জিনিস। রাজধানীর চারদিক ঘিরে উঁচু প্রাচীর আর তার বাইরে পরিখা। ঠিক মাঝখানে একটা দুর্গ, সেটা এত বিশাল, এত উঁচু তার চুড়া যে মনে হয় যেন রূপকথার কোনো দৈত্যরাজের গড়। আর তখনকার মানুষই বা কেমন, যাকে বলে মানুষের মত মানুষ। বৃদ্ধেরা এমনই জ্ঞানী যে দেখলেই ভক্তিতে মাথা নুয়ে আসে। যোদ্ধার তেমনি বীর। পুরোহিতেরা ঋষির মত। মেয়েরা যেমন সুন্দরী তেমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল তাদের মুখ। আর এমন যে দেশের মানুষ, সে দেশের শিশুরা যে ঠিক ফুলের মতই সুন্দর আর সতেজ হবে তাতো বুঝতেই পার।

'তারপর এল আর এক রকমের ছবি। সেই দেবতার মত জাতি ক্রমে লোভী হয়ে উঠেছে, তাদের চাইতে দুর্বল অসহায় জাতির উপর অত্যাচার করে' তাদের দেশের ধনরত্ন লুঠ করে আনছে। কিন্তু এই পাপের ধনে তারা যতই ধনী হতে লাগল মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তারা ততই নেমে যেতে লাগল। শেষে নিজেদের মধ্যেও যারা দুর্বল তাদের উপর অন্যায় করতে সুরু করল। এমনি করে ক্রমশঃ একদল হয়ে উঠল অতিরিক্ত ধনী আর একদল হয়ে গেল অত্যন্ত দরিদ্র। ধনীরা আরামে আয়েসে বেশী গা ঢেকে দেওয়া ক্রমশঃ তাদের আর সে তেজ রইল না। শুধু তাই নয়, তারা সহজ সরল আমোদে আর সুখও পেল না সুখের সন্ধানে তারা নানারকম আমোদে অনেক পয়সা খরচ করতে লাগল, এমন কি নিষ্ঠুরভাবে মানুষে মানুষে, পশুতে পশুতে বা মানুষে পশুতে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখত, এক পক্ষ মরে' না যাওয়া পর্যন্ত সে লড়াই থামত না। কিন্তু মানুষ সহজ আনন্দ একবার হারিয়ে ফেললে কোনো কিছুতেই যেন আর সুখ পায় না। তারা সুখের আশায় কেবল আরো আরো উদ্ভট আমোদে মাততে লাগল, কিন্তু কিছুতেই সুখ পেল না।

'এইবার যেন বেজে উঠল এক নতুন সুর। এমন অনেক জ্ঞানী লোক তখনও ছিলেন যাঁরা জাতির এই প্রচণ্ড ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা অবিশ্রান্ত চেষ্টা করতে লাগলেন সবাইকে বোঝাতে যে তাদের জীবনের ধারা বদলাতে না পারলে, আবার সেই সহজ আনন্দ ফিরিয়ে আনতে না পারলে কেবল বৃথা সুখের সন্ধানে শেষে সমস্ত জাতি ধ্বংসের মুখে গিয়ে পড়বে। কিন্তু কেউই তাঁদের কথা শুনল না। সেই বেঅ্যাল্ নামক দেবতার মন্দিরের পুরোহিতরা—যারা ক্রমে কেবল বাইরের আচার বিচার ক্রিয়াকর্মকেই সত্যিকারের ধর্মের জায়গায় বসিয়েছিল—তারাই তাদের দলে আরো লোক জুটিয়ে সেই জ্ঞানীদের বিদ্রূপ করতে লাগল। শেষে তাঁরাও হাল ছেড়ে দিলেন।

'তারপর দেখলাম একজন মহাজ্ঞানীকে, দেহে ও মনে যাঁর অসামান্য শক্তি। তিনি এসে অন্যান্য জ্ঞানীদের নেতা হলেন। তাঁর ধন ও প্রতিপত্তি ছাড়া আরও এমন কোনো শক্তি ছিল যা হয়ত ঠিক এ পৃথিবীর নয়। দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীদের নিয়ে তিনি এক বিরাট শরণালয় বা আশ্রয়সদন তৈরির কাজ আরম্ভ করলেন। ভবিষ্যতে কি বিপদ আসছে বিধাতার রোষের মত তা নিশ্চয় তিনি আগে থাকতেই

জানতে পেরেছিলেন। দেখলাম অসংখ্য শ্রমিক লেগে গেই সেই কাজে, গড়ে' উঠতে লাগল শরণালয়ের প্রাচীর। কিন্তু তাতেও লোকের চৈতন্য হল না, এই বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে হাসাহাসি করতেও তাদের বাধল না। এমনটা যে হবে তাও সেই মহাপুরুষ জানতেন। শরণালয় তৈরি হয়ে গেলে তার দরজার কবাটগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেল ভিতরে একটুকুও জল ঢুকবে না। তখন তিনি আপন পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধব আর তাঁর অনুগত সবাইকে নিয়ে সেইখানে নিয়তির প্রতীক্ষায় রইলেন।

'নিয়তি এল। ছবিতেও তাব ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আমরা শিউরে উঠলাম। প্রথমে দেখলাম শান্ত সমুদ্র থেকে হঠাৎ যেন বিশাল একটা জলের পাহাড় উঠে পড়ল অনেক উঁচুতে, তারপর চলতে সুরু করল, ঢেউ যেমন করে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। মাইলের পর মাইল এমনি করে' গড়িয়ে চলল সেই পাহাড়ের মত ঢেউ। তার মাথায় ঝকঝকে সাদা ফেনার মুকুট, তার ছোট ছোট দুটো কি যেন উলট পালট খেতে খেতে আসছিল। কাছে এলে দেখলাম সে দুটো দুখানা জাহাজ। তার পরেই সেই জলের পাহাড় এসে আছড়ে পড়ল সমুদ্রের ধারে সেই সুন্দর রাজধানার উপর, সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলল। শহরের বাইরে শরণালয়, সেখানে যাবার আর তখন সময় ছিল না। শহরের সমস্ত লোক ভিড় করেছিল বাড়ির ছাদগুলোতে। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত সেই ঢেউকে আসতে দেখে ভয়ানক আতঙ্কে পাগলের মত হয়ে কেউ আবোল তাবোল চিৎকার করছে, কেউ নিজের হাতেই কামড় বসাচ্ছে। কারও বা কথা বলবার শক্তি একেবারে লোপ পেয়েছে, সমস্ত প্রাণ যেন কেবল দুই বিস্ফারিত চোখ দিয়ে ছুটে আসতে চাইছে। যারা মহাপুরুষের কথা শুনে হেসেছিল তারাই এখন চিৎকার করে' ভগবান্‌কে ডাকছে বেঁচে থাকবার শেষ চেষ্টায়। কিন্তু হায়, বিধি এখন বাম। সেই অতিকায় ঢেউয়ের ধাকায় বাড়িগুলো ঝড়ের মুখে ঘাসের মতই নুয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে হাজার হাজার লোক ছুটে গেছে শহরের মাঝখানে সেই দুর্গতে, কারণ সেটা অনেক উঁচু জমির উপর দাঁড়িয়ে। মানুষের কালো কালো মাথায় দুর্গ প্রাকার ছেয়ে গেল। ঠিক এমনি সময়ে দুর্গ হঠাৎ বসে' যেতে সুরু করল। চারিদিকে সব কিছুই মাটিতে বসে যেতে লাগল। পৃথিবীর বুকের কোন ফাটল দিয়ে জানে সেই ক্ষ্যাপা জলের স্রোত গিয়ে পৌঁছেছে পৃথিবীর অন্তঃস্থলে, সেখানকার চিরকেলে

আগুনে বাষ্প হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার প্রচণ্ড দাপটে সমস্ত দেশটার বনিয়াদ চুরমার হয়ে ভেঙ্গে গেল। আমাদের চোখের সামনে সেই সুন্দর শহর মাটির ভিতর নেমে যেতে লাগল। সকলেই আমরা আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে উঠলাম পর্দার গায়ে এই ভীষণ দৃশ্য দেখে। বন্দরের জেটি ভেঙ্গে দুই টুকরো হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল। বাড়িঘরও সেই ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়ে গেল। বাড়ির ছাদগুলো কিছুক্ষণ মনে হল যেন ডুবো পাহাড়ের সারি, আছড়ে পড়া জলের ছিটকে ওঠা ফেনা পরতে পরতে সাজানো। একটু পরে তাও আর রইল না। কেবল সেই দুর্গ একটা বিশাল জাহাজের মত সমুদ্রের প্রলয় তাণ্ডবের মধ্যে জেগে রইল। তারপর হঠাৎ একপেশে ভাবে সেও তলিয়ে গেল পৃথিবীর অতল গহ্বরে। শেষ মুহূর্তে কেবল দেখা গেল দুর্গ চূড়ায় অসংখ্য অসহায় লোকের হাত অন্তিম আকুলতায় শূন্যে তোলা। তার পরেই আর জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, সমস্ত দেশটার উপর থই থই করছে কেবল সমুদ্র। তার প্রকাণ্ড ঘূর্ণির মধ্যে এখানে ওখানে পাক খাচ্ছে কোথা থেকে উপড়ে আসা সমুদ্রের আগাছা, মানুষ ও পশুর মৃতদেহ, মানুষের রোজকার ব্যবহারের জিনিষ আর জেটি থেকে ভেসে আসা মালের গাঁট। ক্রমে সে সবও মিলিয়ে গেল, অনন্ত সমুদ্র পারার মত মসৃণ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ আলো পড়ল বিধাতার বিচারে তলিয়ে যাওয়া দেশের সমাধির উপর।

'কাহিনী শেষ হল। কেবল একটি কথা আমরা জানতে পারলাম না ; এই নিদারুণ ঘটনা ঘটেছিল কত কাল আগে। ডাঃ ম্যারাকট্ তার একটা মোটামুটি আন্দাজ করার উপায় বার করলেন ! সেই শরণালয় বা আশ্রয় সদনের ঘরগুলির মধ্যে একটি ঘর খুব প্রকাণ্ড, খুব উঁচু খিলানওয়ালা। সেইখানে প্রধানদের মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হয়। ঈজিপ্টের মত এখানেও মানুষ মরে গেলে তাকে 'মামি' করে' রাখার রীতি চিরকাল প্রচলিত আছে। দেওয়ালের গায়ে বড় বড় কুলঙ্গির মত করা, তার ভিতরে সারি সারি রয়েছে সেই সব 'মামি'। শেষ 'মামি'র পরের কুলঙ্গিটার দিকে সগর্বে আঙ্গুল দেখিয়ে মাণ্ডা জানালেন যে এটা বিশেষ করে তাঁর জন্যই রাখা আছে।

'প্রফেসর ম্যারাকট্ তাঁর পুরোদস্তুর প্রফেসারী ভঙ্গীতে আমাদের বললেন, 'ইউরোপের রাজারা কে কতদিন বেঁচেছেন তার যদি গড়পড়তা হিসাব নাও

তাহলে দেখতে পাবে সেটা দাঁড়ায় প্রায় কুড়ি বছরে। এখানেও আমরা সেই হিসাবই ধরতে পারি। তাতে বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম হিসাব না পেলেও একটা স্থূল হিসাব পাব। আমি 'মামি'গুলি গুনে দেখেছি, মোট চার শটি আছে।'

'তাহলে আট হাজার বছর হল?'

'ঠিক। আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে অন্ততঃ আট হাজার বৎসর আগেকার এক বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি আমরা এখানে দেখলাম। তবে যে সভ্যতার চরম অবস্থা আমরা তাতে দেখলাম তা গড়ে উঠতেও অবশ্যই অনেক হাজার বৎসর লেগেছিল।'

'শেষ করলেন এই বলে—'আমাদের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা আমরা মানব ইতিহাসের সীমানা যেমন বাড়িয়েছি ইতিহাসের সুরু থেকে আজ পযন্ত আর কেউ তেমন করেনি।'

নয়

'একটার পর একটা নানা আশ্চর্য আর অদ্ভুত জিনিস দেখে দেখে শেষটা আমাদের মনে হল নতুন কোনো কিছুতেই আমাদের আর অবাক করতে পারবে না। তবু কিছুদিন পরে—আমাদের হিসাবে প্রায় মাস খানেক পরে—আবার এক ঘটনায় আমাদের মনে হল এই বুঝি সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার।

'ততদিনে সেই আশ্চর্য দেশে আমরা নিজেদের এক রকম খাপ খাইয়ে নিয়েছিলাম, সাধারণ বিশ্রামাগার প্রমোদভবনগুলি কোথায় কোথায় তাও জেনে গিয়েছিলাম। সেখানকার গান বাজনার আসরে যেতাম। তাদের নাট্যাভিনয়ও দেখতাম, কথাগুলি বুঝতে না পারলেও তাদের অঙ্গভঙ্গীতে প্রায় সবই বুঝতে পারতাম। মোটামুটি বলতে গেলে আমরা সেখানকার সমাজে বেশ মিশে গিয়েছিলাম। অনেক পরিবারের সঙ্গে আমাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল,

আমরা তাদের বাড়ি যেতাম। সেই জাতির একজন প্রধানের মেয়ে সোনার কথা আগেই বলেছি। তাঁরা আমায় এমন আপন করে নিয়েছিলেন যাতে সত্যিই আমার মনে হল জাতি বা ভাষার তফাতটা কিছু নয়, মানুষে মানুষে আসলে কোনো তফাত নেই, সকলেই এক। আর সোনার কথা যদি বলতে হয় তাহলে সুপ্রাচীন আটলান্টিস্ আর আধুনিক আমেরিকার সামান্যই তফাত। আমেরিকার কোনো কলেজের মেয়ে যাতে খুশি হয় ঠিক তাতেই দেখলাম খুশি হয় আমার এই পাতালপুরীর রাজকন্যাও!

'কিন্তু যা বলছিলাম। একদিন স্ক্যান্‌ল্যান্ হঠাৎ খবর আনলে যে গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। বললে, 'এই ধর গিয়ে এদের একজন এখুনি বাইরে থেকে এল। কি দেখেছে কে জানে, এমনই খেপে গিয়েছে যে কাঁচের মুখোসটা খুলতেই স্রেফ ভুলে গিয়েছিল। মিনিট কয়েক তার ভিতর থেকে হাঁউ মাউ করার পর তার খেয়াল হল যে কেউ তার কথা শুনতে পাচ্ছে না। তখন সেটা খুলে কি যে মাথা মুণ্ডু বকে' গেল যতক্ষণ তার দম রইল। সবাই তার সঙ্গে যাচ্ছে বেরুবার ঘরে। আমি বলি আমরাও যাই। আলবৎ কিছু একটা এসেছে, আমাদের সেটা দেখা চাই-ই।'

'সকলের সঙ্গে আমরাও বারান্দা বেয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে বেরুবার ঘরে উপস্থিত হলাম, তারপর সেখান থেকে সমুদ্রের মেঝেতে। তবুও ছোটার বিরাম নেই। ওদের সঙ্গে ঠিক পাল্লা দিয়ে উঠতে অবশ্য আমরা পারছিলাম না, তবে ওদের হাতে বিজলী বাতি ছিল, তাই পিছনে পড়ে গেলেও তাই দেখে দেখে আমরা ওদের পিছু ধরে রইলাম। আগের বারের মত এবারেও আমরা সেই আগ্নেয়-শিলার পাহাড়ের ধার ঘেঁসে যাচ্ছিলাম। একটা জায়গায় এসে দেখলাম পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে পাহাড়ের উপরে গিয়ে পৌছালাম। দেখলাম উপরটা বড়ই উঁচু নিচু, এবড়ো খেবড়ো। কোথাও ছু চাল চুড়ো, কোথাও গভীর দরি। সেই প্রাচীনকালের আগ্নেয় উৎপাতের লাভা জমে এই পাহাড় হয়েছে। যাক, তারি মধ্যে একটা জায়গা বেশ সমতল। তার মাঝখানটিতে একটা কিছু পড়েছিল যা দেখে আমাদের দম বন্ধ হয়ে এল। আমাদের সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম তাঁদেরও ঠিক সেই অবস্থা।

'সমুদ্রের পাঁকের মধ্যে অর্ধেক গা ডুবিয়ে পড়ে আছে একটি ছোট জাহাজ।

পড়ে' আছে কাত হয়ে, ধোঁয়ার নলটা ভেঙ্গে ঝুলে পড়েছে, কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছে সেটাকে সেই অবস্থায়! সামনের মাস্তুলটার খানিকটা উড়ে গিয়ে সেটা অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। এমনিতে কিন্তু জাহাজটি সত্ত ডক থেকে বেরুনোর মত ঝকঝকে তকতকে। তাড়াতাড়ি কাছে গেলাম। সেটা জাহাজের পিছন দিক, গায়ে নাম লেখা রয়েছে: 'স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড, লণ্ডন'। মন যে আমাদের কি রকম করে উঠল বুঝতেই পার। আমাদের জাহাজ আমাদের পিছন পিছন 'ম্যারাকট্ ডীপে' এসে হাজির হয়েছে!

'বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা যাওয়ার পর অবশ্য ব্যাপারটা আর তত দুর্বোধ্য মনে হল না। সেই পড়তি ব্যারোমিটার, নরওয়ের জাহাজের গোটানো পালগুলি, দিগন্তে ঘনিয়ে ওঠা কালো মেঘ, সবই আস্তে আস্তে মনে পড়ল। নিশ্চয় একটা বড় রকমের তুফান উঠেছিল, আর তাতে বেচারী স্ট্র্যাট্‌ফোর্ডকে দিয়েছিল পটকে। তার উপরকার লোকদের একজনও যে বেঁচে নেই সেটা স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যখন দেখলাম জাহাজের নৌকাগুলির প্রায় সবই পিছন পিছন এসে পৌঁছেছে অর্থাৎ সেগুলো জাহাজ থেকে নামাবারও সময় পাওয়া যায়নি। যে ওলন-তারের সঙ্গে আমি আমার রুমালটি বেঁধে দিয়েছিলাম হয়ত সেটিও গুটানো শেষ হয়েছে আর জাহাজও বানচাল হয়েছে। আর নৌকা নামানো হলেই বা কি? সেই প্রচণ্ড ঝড়ে কোন নৌকাটাই বা বাঁচত? আমরা বেঁচে রইলাম, আর আমরা মরে গেছি ভেবে যারা অস্থির হয়েছিল তারাই গেল মরে! অদৃষ্টের কি অদ্ভুত খামখেয়াল।

'ক্যাপটেন হাওসি তখনো রেলিং-ঘেরা মঞ্চের উপর তাঁর হুকুম দেবার জায়গাটিতে—যাকে বলে জাহাজের ব্রিজ্ —সেইখানে দাঁড়িয়ে, তাঁর আড়ষ্ট হাতে রেলিংটা শক্ত করে' ধরা। তিনি, আর এন্‌জিন্ ঘরে তিনজন স্টোকার বা ফায়ারম্যান মোট এই চারজনের দেহ জাহাজের মধ্যে পাওয়া গেল। আমাদের ইচ্ছানুযায়ী দেহগুলি সিন্ধুমলের নিচে কবর দেওয়া হল। কবরের উপর সাজিয়ে দেওয়া হল সমুদ্রের ফুলের মালা। এটুকু খুঁটিয়ে লিখলাম এই আশায় যে যদি পৃথিবীর মানুষের চোখে কখনও এটা পড়ে তাহলে মিসেস হাওসি তাঁর শোকে সান্ত্বনা পাবেন। স্টোকার তিনজনের নাম আমরা জানতাম না।

আমরা যতক্ষণ এই সব কাজে ব্যস্ত ছিলাম ততক্ষণে আটলান্টিয়রা দলে দলে

জাহাজের উপর গিয়ে উঠেছিল। তাদের ভাব দেখে মনে হল এই প্রথম কোনও আধুনিক জাহাজ নিচে তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। পরে আমরা জেনেছিলাম যে কাঁচগোলকের ভিতরকার অক্সিজেন তৈরির যন্ত্র একবারে কয়েক ঘণ্টার বেশি কাজ দেয় না। তারপরে আবার সেটাকে কাজ করিয়ে নিতে হয়—ব্যাটারির মত। দেখলাম ওরা একটুও সময় নষ্ট না করে' জাহাজখানাকে ভাঙতে সুরু করল—ওদের কাজে লাগবার মত জিনিষ যা পাবে নিয়ে যাবে। কাজটি ছোট খাট নয়, আজ পর্যন্ত সে কাজ শেষ হয়নি। আমরাও আমাদের ক্যাবিনে ঢুকে যে সব কাপড়-চোপড় বা বই-পত্র তখনও একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি সেগুলি নিয়ে এলাম।

'যা যা নিয়ে এলাম তার মধ্যে জাহাজের লগ-বুকটিও ছিল। তার শেষ লেখাটি নেই :—

'৩রা অক্টোবর। নির্ভীক কিন্তু দুঃসাহসী অ্যাড্‌ভেঞ্চারী তিনজন আজ আমার ইচ্ছা ও পরামর্শের বিরুদ্ধে তাঁদের যন্ত্র অবলম্বন ক'রে সমুদ্রতলে নেমেছিলেন এবং আমি যা ভেবেছিলাম তাই ঘটেছে। ঈশ্বর তাঁদের আত্মার শান্তিবিধান করুন। তাঁরা সকাল এগারটার সময় নেমেছিলেন। তাঁদের নামবার অনুমতি দেব' কিনা বুঝতে পারছিলাম না, কারণ তুফান উঠবে মনে হচ্ছিল। আমার যেমন মনে হচ্ছিল তাই যদি কবতাম! কিন্তু তাহলেও তখনকার মত তাঁদের থামানো ছাড়া বেশি কিছু ফল হত না। তাঁদের সঙ্গে সেই শেষ দেখা এই হিসাবেই আমি তাঁদের বিদায়-সম্ভাষণ করলাম। খানিকক্ষণ সব ভালই গেল। এগারটা পঁয়তাল্লিশে তাঁরা তিনশ ফ্যাদম নিচে গিয়ে পৌঁছালেন, সেইখানেই তাঁরা তল পেয়েছিলেন। ডাঃ ম্যারাকট আমায় কয়েকবার বার্তা পাঠালেন, সব ঠিক আছে মনে হল। কিন্তু তার পর হঠাৎ এক সময়ে তাঁর উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তারের কাছিটাও বড্ড নড়ছে দেখা গেল। তারপরেই কাছিটা কেটে গেল। মনে হয় সেই সময়ে তাঁরা একটা গভীর গহ্বরের উপর ছিলেন, কারণ ডক্টরের অনুরোধে জাহাজ খুব আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বাতাসের নলগুলি তখনও কাজ করে যাচ্ছিল, আমার আন্দাজে প্রায় আধ মাইলটাক পেরিয়ে যাবার পর সেগুলি কেটে গেল। ডাঃ ম্যারাকট্, মিঃ হেড্‌লে বা মিঃ স্ক্যান্‌ল্যানের সম্বন্ধে আর কিছু জানতে পারার কোনও আশা নেই।

'তবু একটি অত্যন্ত অসাধারণ ব্যাপারের কথাও লিখে রাখতে হয় যার অর্থ কি তা ভেবে দেখবার সময় আমি পাই নি, কারণ আকাশের চেহারা বড় খারাপ হয়ে ওঠাতে আমাকে নানা কথা ভাবতে হচ্ছিল। তাঁরা নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে একবার ওলনও নামানো হয়েছিল, গভীরতা দেখা গেল ছাব্বিশ হাজার ছয় শ ফুট। ওলনের সীসাটা অবশ্য নিচেই থেকে গেল, কিন্তু তারটা এইমাত্র গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে আর—পড়ে' কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না—তারের আগায় নমুনা তোলবার জন্য যে চীনামাটির কাপ থাকে তার ঠিক উপরেই মিঃ হেডলের নাম লেখা রুমালটি বাঁধা রয়েছে দেখা গেল। জহাজের সকলেই একেবারে স্তম্ভিত, কেউই ভেবে পাচ্ছে না কি করে এমনটা হতে পার। এর পরের লেখায় হয়ত এ সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারব। জলের উপর কিছু ভেসে উঠতে পারে এই আশায় আমরা এখানে কয়েক ঘণ্টা থেকে গেছি। কাছিটাও টেনে তুলেছি, তার আগাটা অসমান, খোঁচা খোঁচা মত। এখন আমায় একবার জাহাজের দিকে নজর দিতে হচ্ছে, আকাশের এর চেয়ে খারাপ চেহারা কখনও দেখিনি, ব্যারোমিটার ২৮-৫এ তাড়াতাড়ি নামছে।'

'ভাবতে অদ্ভুত লাগে যে আমরাই এই লেখা পড়ব আর ক্যাপ্‌টেন হাওসি থাকবেন না।

'সেইখানে থাকতে থাকতে এক সময়ে আমাদের কাঁচগোলকের ভিতরে আমাদের নিঃশ্বাস যেন ক্রমে আটকে আসছে মনে হল, আর বুকের উপর ক্রমশঃ ভার বোধ হতে লাগল। বুঝতে পারলাম এই বেলা ফেরা দরকার। ফেরার পথে আর একটি ঘটনা ঘটল যাতে আমরা জানতে পারলাম যে এমন কোনো কোনো বিপদ আছে যার কাছে এখানকার লোকেরা একেবারেই অসহায়। আর তাই থেকেই বুঝলাম এই কয় হাজার বছরেও কেন এদের সংখ্যা আরও বাড়ে নি। সেই গ্রীক দাসদের নিয়ে এদের মোট জনসংখ্যা আমাদের হিসাবে বড় জোর চার পাঁচ হাজার মাত্র হবে।

'আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আগ্নেয়শিলার পাহাড়ের ধারে সেই জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছিলাম এখন সময় মাণ্ডা উত্তেজিতভাবে উপর দিকে আঙুল দেখালেন আর আমাদের দলের একজন দলছাড়া হয়ে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিল প্রাণপণে হাত নেড়ে তাকে ইসারায় ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও টেনে

নিয়ে তিনি ও আর সকলে কতকগুলি বড় বড় পাথরের কাছে ছুটে গেলেন। সেইখানে আশ্রয় নেবার পর আমরা দেখতে পেলাম ভয়ের কারণটা কি। আমাদের উপর দিকে কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড অতি অদ্ভুত আকৃতির জন্তু বেশ জোরে নিচের দিকে আসছে। সেটাকে মনে হচ্ছিল যেন একটা মস্ত পালকের গদি, দেখতে তেমনি নরম আর ফোলাফোলা। তার তলার দিকটা সাদা আর একধারে একটা লম্বা লাল ঝালরের মত রয়েছে, সেইটে নেড়ে নেড়েই সে জলের ভিতর চলাফেরা করে। মনে হচ্ছিল তার না আছে মুখ না আছে চোখ, কিন্তু একটু পরেই দেখতে পেলাম সেটা কি সাংঘাতিক রকমের সচেতন। যে লোকটি দলছাড়া হয়ে পড়েছিল সে আমাদের দিকে ছুটে আসছিল, কিন্তু বুঝতে পারল বোধহয় যে আর আশা নেই। বিষম ভয়ে তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল। সেই উদ্ভট জন্তুটা তার উপর নেমে পড়ে' চারি পাশ দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে' রইল। আমাদের কাছ থেকে কয়েক গজ দূরেই এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা হচ্ছিল কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা এমনই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যেম নে হচ্ছিল তাদের নড়বার চড়বার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। স্ক্যান্‌ল্যানই ছুটে গিয়ে জানোয়ারটার লাল আর কটা ছোপওয়ালা পিঠটার উপর লাফিয়ে পড়ে' হাতের ডাণ্ডার ছুঁচাল ডগাটা তার নরম শরীরের ভিতর গেঁথে দিলেন। আমিও স্ক্যান্‌ল্যানের পিছন পিছন ছুটে গিয়েছিলাম. শেষে ম্যারাকট্ ও আর সকলেও এসে জন্তুটাকে আক্রমণ করায় সেটা একরকম তেলালো রস ছড়াতে ছড়াতে আস্তে আস্তে ভেসে উঠে সরে' পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে তার প্রকাণ্ড দেহের চাপে লোকটির কাঁচ-গোলক ভেঙ্গে গিয়ে সে বেচারা নিঃশ্বাস আটকে মারা গিয়েছিল। তার মৃতদেহ নিয়ে আমরা শরণালয়ে ফিরে এলাম। সকলেই দুঃখ করল লোকটির জন্য। আর আমাদের সাহস দেখে ওরা আমাদের আরো কদর করতে লাগল। সেই অদ্ভুত জন্তু সম্বন্ধে ডাঃ ম্যারাকট্ বললেন যে সেটা কম্বল মাছের একটা নমুনা—মৎস্যবিদ্‌দের খুবই জানা—তবে আকারটা তাঁর স্বপ্নেরও অতীত।

'এই জীবটির কথাই কেবল ফলাও করে' বললাম কারণ তার জন্যেই আমাদের এক বন্ধুর প্রাণ গেল, কিন্তু এ ছাড়া আরো এত আশ্চর্য জীব আছে সমুদ্রের তলায় যে তাই নিয়ে আমি একটা বই লিখতে পারি, হয়ত লিখবও। গভীর সমুদ্রের প্রাণীদের মধ্যে লাল আর কালো এই দুটি রঙই বেশী দেখা যায়।

গাছপালার রঙ ফিকে সবুজ আর সেগুলি এত শক্ত যে ট্রলে প্রায় ওঠেই না। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে যে সমুদ্রের তলায় গাছপালা নেই। অনেক সামুদ্রিক প্রাণী দেখতে আশ্চর্য সুন্দর, আবার অনেকের এমন বীভৎস রূপ যেন মনে হয় দুঃস্বপ্ন দেখছি। আর সেগুলি এমন সাংঘাতিক যে কোনো স্থলচর জীব তার কাছে লাগে না। একবার সত্যিকার সমুদ্রের সাপ দেখবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। অন্যান্য নানা অদ্ভুত আর ভয়ঙ্কর জানোয়ারের কথা ছেড়ে দিয়ে তার কথাই বলি। এই জীবটি মানুষের চোখে কদাচিৎ পড়েছে, কারণ সমুদ্রের অতি গভীর তলদেশে এর বাস, কেবল যখন সাগর জলের ভিতরকার কোনও তুমুল আলোড়নে সে ঘরছাড়া হয়ে উপরে ওঠে তখনই কখনো কখনো একে দেখতে পাওয়া যায়। এইরকম দুটি সাপ একদিন সোনা আর আমার পাশ দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে চলে' গেল। আমরা দুজন ঘন সামুদ্রিক ঝাঁজির আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। কি বিরাট আকার। ফুট দশেক উঁচু আর দুশ ফুট খানেক লম্বা। উপর দিকটা কালো, নিচটা রুপোর মত ঝকঝকে সাদা, পিঠের উপর বরাবর উঁচু শির তোলা, আর চোখ দুটি ছোট ছোট—গরুর চোখের চাইতে বড় হবে না। এই জীবগুলির আর এমনি আরও অনেক রকম জীবের বিবরণ পাওয়া যাবে ডাঃ ম্যারাকটের লিপিখানির মধ্যে—যদি কোনোদিন সেটা তোমাদের হাতে গিয়ে পৌছায়।

দশ

'আমাদের নতুন জীবনের সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়িয়ে যেতে লাগল। সে জীবন আমাদের ভালই লেগে গেল। আমরা মানুষের সেই বহুদিনের ভুলে যাওয়া ভাষা যতটা শিখে ফেললাম তাতে আমাদের এখানকার বন্ধুদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারলাম। সেই শরণালয়ে শেখবার আর ভাল লা' অনেক জিনিসই ছিল। এদেশের লোকেরা অন্যান্য জিনিস বাদে পরমাণুখ' করতেও শিখেছে। যদিও তার দ্বারা যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া গেছে তা আমাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের অনুমানের চাইতে কম, তবু তা সামান্য নয়। তা থেকে তারা বিরাট শক্তির ভাণ্ডার গড়ে' নিতে পেরেছে। কোনো কোনো বিষয়ে তো তাদের জ্ঞান আমাদের চাইতে ঢের বেশী, যেমন চিন্তার প্রতিচ্ছবি। চিন্তা জিনিসটা যে কি তাই তো আমরা জানিনা আজও।

'তবু, তাদের এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের মধ্যে এমন দু একটা জিনিস আছে যা এদের পূর্বপুরুষদের নজর এড়িয়ে গেছে আর কাজেই তা এদের কাছেও নতুন।

'স্ক্যানল্যানের ভাগ্যই ছিল তা সপ্রমাণ করা। কয়েক দিন ধরে' দেখছিলাম সে যেন একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে, যেন একটা প্রকাণ্ড গুপ্ত কথা চেপে রাখতে গিয়ে তার পেট ফাট ফাট হয়েছে। আপন চিন্তায় আপন মনেই সে হাসে। সেই সময় তার সঙ্গে আমাদের বেশী দেখা হত না, আপন তালে থাকত। তখন তার একমাত্র সঙ্গী ছিল বেরব্রিক্স্ নামে একজন মোটাসোটা আমুদে আটলান্টিয় যুবক। সে সেখানকার কোনো কলকারখানার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। স্ক্যান্ল্যান্ আর বেরব্রিক্সের কথাবর্তার বেশীর ভাগই ছিল ইসারা-ইঙ্গিত আর পিঠ থাবড়ানি। একদিন সন্ধ্যায় (?) সে আমাদের কাছে এল, খুব খুশি খুশি মুখ।

'ম্যারাকটকে বললে, 'এই ধরুন গিয়ে ডক্, আমার নিজের সামান্য কিছু বিদ্যে আছে, এখানকার এদের কাছে সেটা একবার জাহির করতে চাই। ওরা

আমাদের দু একটা জিনিস দেখিয়েছে তো বটে, আমার মনে আমাদের তার পালটা দেওয়া উচিত। কাল রাত্রে ওদের সবাইকে ডাকলে কেমন হয়?'

'আমি বললাম, 'কি নাচ নাচবে? জ্যাজ না চার্লস্টন?'

'সে বললে চার্লস্টন ফার্লস্টন নয়। দেখই তো আগে। একেবারে তাক গেলে যাবে এদের। বাস্, আর একটাও বলব না। তবে ইয়ার, তোমাদের ডোবাব না আমি, তাক লাগাবার মত জিনিস আমি রাখি।'

'সেই অনুসারে পরের দিন সন্ধ্যায় সেখানকার জনসমাজ সেই প্রেক্ষাগৃহে একত্র হল। স্ক্যান্‌ল্যান্ আর বেরব্রিক্স্ উঠল মঞ্চের উপর। গর্বে তাদের বুক দশ হাত। তারপর একটা বোতাম টিপতেই যা হল তাকে স্ক্যান্‌ল্যানের ভাষায় বলা চলে 'ওদের এক হাত দেখালাম, কারণ ওরা আমাদের কিছু অবাক করে' দিয়েছিল বটে।'

পরিষ্কার গলায় শুনতে 'পেলাম টু এল্ ও কলিং, লণ্ডন কলিং ব্রিটিশ আইল্স্। ওয়েদার ফোরকাস্ট।'

তারপর আবহ-সূচনার সেই চেনা বুলি! তারপর 'প্রথম সংবাদ স্তবক। মহামহিম ইংলণ্ডেশ্বর আজ পূর্বাহ্ণে হ্যামারস্মিথের শিশু-চিকিৎসালয়ের নবনির্মিত অংশটির দ্বারোদ্ঘাটন করলেন—' ইত্যাদি ইত্যাদি। এতদিন পরে হঠাৎ যেন আবার আমরা সেই রোজকার আটপৌরে ইংলাণ্ডে ফিরে গেলাম। তারপর শুনলাম বৈদেশিক সংবাদ, খেলার খবর। আমাদের পুরানো পৃথিবী সেই একটানা সুরেই চলেছে। আমাদের আটলান্টিসের বন্ধুরা অবাক হয়ে শুনতে লাগল, কিন্তু বুঝতে তো পারল না কিছুই। কিন্তু খবরের পর সেদিনকার সঙ্গীতের প্রথম দফা হিসাবে যখন গার্ডদের ব্যাণ্ড বেজে উঠল তখন সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠল, তারপর দৌড়ে গিয়ে মঞ্চের উপর উঠে পর্দা সরিয়ে দেখতে লাগল কোথা থেকে বাজনাটা আসছে। সাগর অতলের এই সভ্যতার উপর আমরা চিরদিনের মত আমাদের ছাপ এঁকে দিয়েছি এতে আর কোনো ভুল নেই।

'এখান থেকে বেতার বার্তা পাঠাবার কোনো উপায় করতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করায় স্ক্যানল্যান বললে, 'তা পারব না সার্। তার জিনিসপত্র এদের নেই, আমারও অত মাথা নেই।'

'আটলান্টিসের রসায়নবিদদের নানা আবিষ্কারের মধ্যে একটি হল একরকম

গ্যাস যা হাইড্রোজেনের চাইতেও নয় গুণ হালকা। ম্যারাকট তার নাম দিয়েছেন লাঘবজান। এই গ্যাস নিয়ে তিনি নানারকম পরীক্ষা করে দেখেছেন, আর তারই ফলে এইভাবে কাঁচগোলকের মধ্যে চিঠি পাঠাবার কল্পনাটি আমাদের মাথায় আসে।

'তিনি বললেন, 'আমি মাণ্ডাকে আমাদের উপায়টির কথা বুঝিয়ে বলেছি। তিনি কাঁচের কারিগরদের ফরমাশ করেছেন, দুই একদিনের মধ্যেই গোলক কয়টি তৈরি হয়ে যাবে।'

'আমি বললাম, 'কিন্তু আমাদের লেখা তার মধ্যে পুরব কেমন করে?'

'গ্যাস ভরবার জন্য একটি ছোট ছেঁদা থাকবে, সেইটা দিয়ে লেখাগুলোও ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে। তারপর কারিগররা ছেঁদাটি বুজিয়ে দেবে। এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সেগুলিকে ছেড়ে দিলে সোজা সমুদ্রের উপরে উঠে যাবে।'

'তারপর বছরখানেক ঢেউয়ের উপর নাচতে থাকবে।'

'হয়ত। কিন্তু গোলকটি সূর্যের আলো পড়ে' ঝকঝক করবে, কারও না কারও নিশ্চয়ই নজরে পড়বে। আমরা ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আমেরিকায় জাহাজ চলাচলের পথের উপরেই ছিলাম। কয়েকটা গোল কপাঠালে তার অন্ততঃ একটিও কেউ পাবে না এমন মনে করবার কোনো কারণ দেখি না।'

'ভাই ট্যাল্‌বট—বা আর যাঁরা এই লেখাটি পড়বেন, জানবেন এমনি করেই এটি আপনাদের হাতে গিয়ে পড়েছে।'

কিন্তু আরও বড় দরের মতলব বেরুলো আমেরিকান যন্ত্রশিল্পীর উর্বর মস্তিষ্ক থেকে। স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'এই ধরুন গিয়ে এ জায়গাটা অবশ্য খাসা, তবু মাঝে মাঝে মনে হয় ঈশ্বরের আপন দেশটা আর একবার দেখতে পেলে মন্দ হত না।'

'আমি বললাম, সে তো আমাদেরও মনে হতে পারে, কিন্তু তার কি উপায় তুমি করতে পার?'

'আরে শোন ইয়ার, এই গ্যাসে ভরা কাঁচের বেলুনগুলো যদি আমাদের চিঠি নিয়ে যেতে পারে—তামাশা নয়, আমি দস্তুরমত হিসেব কষে দেখেছি। ধর আমরা ঐরকম তিন চারটেকে এক-সঙ্গে করলুম, তাহলে তো উপরে ওঠবার মত জোর হেসে খেলেই পাব, কি বল? তারপর ধর আমাদের কাঁচের মুখোশ-

গুলো পরে নিয়ে এই বেলুনের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে ফেললুম আর ঘণ্টা পড়তেই অমনি দড়ি কেটে দিয়ে গিয়ে উপর পানে উঠলুম। তারপর আমাদের ঠেকায় কিসে?'

'এই ধর—হাঙ্গরে।'

'আরে ছুৎ, আমরা হাঙ্গরের পাশ দিয়ে শাঁ করে এমন উড়ে বেরিয়ে যাব যে সে ঠাহরই পাবে-না তার পাশ দিয়ে কি গেল, ভাববে তিনটে আলোর ঝলক চলে গেল। সত্যিই আমরা এ মুড়ো থেকে এয়সা এক ঘাড়ধাক্কাই খাব যে ও মুড়োয় গিয়ে আমাদের জল থেকে ফুট পঞ্চাশেক লাফিয়ে উঠতে হবে!' 'বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু তারপর?'

'দোহাই পিটারের, এরপর থেকে ও 'তারপর' বাদ দাও। একবার কপালখানা ঠুকে দেখাই যাক না।'

ম্যারাকট্ বললেন, 'আমার অবশ্য খুব ইচ্ছা আমাদের জগতে ফিরে যাব, আর কিছু না হোক আমাদের এইখানকার নানা পরীক্ষার ফলগুলি পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে পেশ করতে তো হবে। আমি স্ক্যান্‌ল্যানের পরিকল্পনা অনুমোদন করি।'

'এ ব্যাপারে আমার আগ্রহই সব চেয়ে কম হবার কারণ অবশ্য ছিল। সে কথা পরে বলব। আমি বললাম, 'তোমার এ ফন্দীটা স্রেফ পাগলামি। আমাদের জন্য কেউ যদি উপরে তৈরি হয়ে না থাকে তাহলে তো আমরা কেবল ভাসতেই থাকব আর শেষ পর্যন্ত খিদে আর তেষ্টায় মারা যাব।'

'আহাঃ, তৈরি হয়ে আবার থাকবে কে!'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'হয়ত তারও বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। আমরা কোথায় আছি তার অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমা আমরা দিতে পারি, হয়ত দু এক মাইলের বেশী এদিক ওদিক হবে না।'

'আর তারা একটা মই নামিয়ে দেবে,' আমি বললাম একটু ঠাট্টার সুরেই।

'আরে মই টই নয়, কর্তা ঠিকই বলেছেন। শোন মিঃ হেড্‌লে, ঐ যে চিঠি পাঠাচ্ছ দুনিয়াকে—উঃ, সত্যি আমি খবর-কাগজের চমকে ওঠা হেডলাইনগুলো যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি! যাক্, ঐ যে চিঠি পাঠাচ্ছ তাতে লিখে দাও যে আমরা আছি ২৭° উত্তর অক্ষাংশ ও ২৮°১৪′ পশ্চিম দ্রাঘিমায়—কিংবা

যা হয় ঠিক করে' দেখে লেখ। বুঝলে তো। তার পরে লেখ ইতিহাসের সব চাইতে বিখ্যাত লোকদের তিনজন—মহাবিজ্ঞানী ম্যারাকট্, ছারপোকা সংগ্রাহকদের উদীয়মান তারকা হেড্‌লে আর সেরা মেকানিক, মেরিব্যাঙ্কের গর্ব বব্ স্ক্যান্‌ল্যান্ সব্বাই মিলে সমুদ্রের তলা থেকে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে' সাহায্য চাইছে। আমার কথা বুঝতে পারছ ?'

'বেশ, তার পর ?'

'তার পর লোকেরা যা করবার করবে আর কি। এটা এমন একটা চ্যালেঞ্জ যা তারা না নিয়ে থাকতে পারবে না। স্ট্যানলী যেমন খুঁজে বের করেছিলেন লিভিংস্টোনকে তেমনি ব্যাপার আর কি। আমাদের টেনে তোলা, বা আমরা যদি নিজেরাই লাফ মেরে উঠতে পারি তো আমাদের লুফে নেওয়া, এ সব মাথাব্যথা ওদের।'

'প্রফেসর বললেন, 'আমরাই তার উপায় বলে' দিতে পারি। ওরা এইখানে ওলন নামিয়ে দিক, আমরা নজর রাখব কোথায় সেটা এসে পড়ে। তার পর তাতে ক'রে' একটা বার্তা পাঠিয়ে তাদের বলব আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ লাফিয়ে উঠে বললে, 'যা বলেছেন! আলবৎ এই হচ্ছে ঠিক ফন্দী।'

'ডাঃ ম্যারাকট্ বললেন আমার দিকে চেয়ে, 'এবং যদি কোনও মহিলা আমাদের অদৃষ্টের ভাগী হতে ইচ্ছা করেন তবে তিনজনের জায়গায় চার জনেও কিছু আটকাবে না।' তাঁর মুখে একটা তুষ্ট হাসি খেলে গেল!

'স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'তা যদি বলেন, তাহলে চারও যা পাঁচও তাই!—যাক্, মিঃ হেড্‌লে, মতলবটা বুঝলে তো এবার। ঐ কথা লিখে দাও। বাস্, ছ মাসের মধ্যে আমরা লণ্ডনের টেম্‌স্ নদীতে জাহাজ ভিড়োব।'

'অতএব এইবার আমরা আমাদের কাঁচের গোলা দুটি জলে ছেড়ে দিলাম। তোমাদের আকাশে যেমন হাওয়া, আমাদের আকাশে তেমনি জল। আমাদের ছোট বেলুন দুটি উপর দিকে উঠে যাবে। দুটিই কি মাঝপথে মারা যাবে? অসম্ভব কি? না আমরা আশা করতে পারি যে অন্ততঃ একটা এই জল পেরিয়ে চলে' যাবে? সেটা অদৃষ্টের হাতেই ছেড়ে দিলাম। আপাততঃ বিদায়।'

এইখানে এই কাঁচগোলকের ভিতরে পাওয়া লিপিখানি শেষ হয়েছে।

এগারো

কাঁচগোলকের বার্তা ইউরোপে এসে পৌঁছবামাত্রই ডঃ ম্যারাকট্ ও তাঁর সঙ্গীদের উদ্ধারের জন্য একটি অভিযান কোনও সোরগোল না করে স্বরু হয়ে যায়। মিঃ ফেভারজার বদান্যতার সঙ্গে 'ম্যারিয়ন' নামে তাঁর বিখ্যাত শখের জাহাজখানি এই অভিযানে ব্যবহার করবার জন্য দেন এবং নিজেও অভিযানে যোগ দেন। 'ম্যারিয়ন' জুন মাসে শেরবুর্গ হতে যাত্রা করে এবং সাউথ-হ্যাম্পটনে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি মিঃ কী অজবার্ণ ও একজন চলচ্চিত্র অপারেটারকে তুলে নিয়ে আফ্রিকার দিকে চলে যায়। মিঃ হেডলের লিপিতে যে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা দেওয়া ছিল পয়লা জুলাই 'ম্যারিয়ন' সমুদ্রের সেই অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হয়।

গভীর সমুদ্রে জল মাপার জন্য যে পিয়ানো তারের ওলন ব্যবহার করা হয়, জাহাজ থেকে তা নামিয়ে দিয়ে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আস্তে আস্তে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। ওলন তারের শেষে ভারী সীসা ছাড়া একটি বোতলও ছিল, তার ভিতর একটি বার্তা ভরে দেওয়া হয়। বার্তাটি এই—'মানবজগৎ আপনাদের লিপিখানি পেয়েছে, আমরা আপনাদের সাহায্যার্থে উপস্থিত। আমাদের এই বার্তাটি আমরা আপনাদের বেতার ট্রান্সমিটার দ্বারাও পাঠাচ্ছি, হয়ত আপনারা পাবেন। আমরা ধীরে ধীরে যেতে থাকব। আপনারা বোতলটি খুলে নিয়ে অনুগ্রহ করে তাতে আপনাদের বার্তা ভরে দিবেন। আমরা আপনাদের নির্দেশমত কাজ করব।'

তুইদিন ধরে 'ম্যারিয়ন' সেইখানে আস্তে আস্তে টহল দিতে থাকল কিন্তু কোনও ফল দেখা গেল না। তৃতীয় দিনে এক অতি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। জাহাজ হতে কয়েক গজ দূরে একটি ছোট অতিশয় উজ্জ্বল গোলক জল থেকে লাফিয়ে শূন্যে উঠল। দেখা গেল 'আরাবেলা নোউলস্' এর লগ-বুকে যেরকম কাঁচ গোলকের কথা আছে এটিও তেমনই একটি। সেটি ভাঙ্গতে কিছু বেগ পেতে হল। ভিতরে এই বার্তাটি পাওয়া গেল :—

'বন্ধুগণ। ধন্যবাদ। আমরা আপনাদের অসামান্য সহযোগিতা ও উদ্যমের বহু প্রশংসা করি। আপনাদের বেতার বার্তা আমরা অনায়াসেই গ্রহণ করতে পেরেছি। কিন্তু আপনাদের ওলন-তারটি আমরা ধরতে পারিনি। স্রোতে সেটি উঁচু হয়ে আছে, তাছাড়া এত জোরে চলছে যে জলের বাধা ঠেলে আমরা কেউই অত জোরে ছুটতে পারিনি। আমরা মনে করি আগামীকাল সকাল ছয়টার সময় আমাদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাটি করব। আমাদের গণনা অনুসারে সেদিন মঙ্গলবার ৫ই জুলাই। আমরা একই সঙ্গে না উঠে এক একজন করে উপরে উঠব। তাহলে একজনের সুবিধা অসুবিধার কথা আপনারা বেতারে জানিয়ে অন্যদের সাবধান করে দিতে পারবেন। পুনশ্চ আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ম্যারাকট। হেডলে। স্ক্যানল্যান।'

মিঃ কী অজবার্ণ এইবার বিবরণের সূত্রটি তুলে নিচ্ছেন। এটা তিনি বেতারে বলেন এবং কেপ গু ভার্দে হতে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় 'রিলে' করা হয়।

'চমৎকার সকাল বেলাটি। নীলকান্ত মনির মত গাঢ় নীল সমুদ্র পুকুরের মত স্থির। উপরে ঘন নীল আকাশের বিরাট থিলান। 'ম্যারিয়নের' মাল্লারা আজ সকালে সকাল উঠে পড়েছিলেন, অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করছিলেন —কে জানে কি হয়! ঘড়ির কাঁটা যখন ছটার দিকে এগিয়ে এল তখন আমাদের প্রত্যাশা উৎকণ্ঠায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জাহাজের সিগনাল মাস্টে একজনকে রাখা হয়েছিল নজর রাখবার জন্যে। ছটা বাজতে যখন আর পাঁচ মিনিট আছে, তার চীৎকার শুনতে পেলাম। চেয়ে দেখি সে জাহাজের সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন দেখাচ্ছে। আমি কোনোমতে ডেকের উপর ঝোলানো একটা নৌকায় উঠে বসলাম। সেখান থেকে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। দেখতে পেলাম নিথর জলের ভিতর দিয়ে যেন রূপার একটি বড় বুদ্‌বুদ সমুদ্রের গভীরতার ভিতর থেকে অতি দ্রুতবেগে উপরে উঠে আসছে। জাহাজ থেকে প্রায় দুশ গজ দূরে সেটা জল থেকে লাফিয়ে বেরুল আর সোজা আকাশে উঠে গেল। দেখলাম সেটি একটি ঝকঝকে উজ্জ্বল গোলক, ফুট তিনেক হবে তার ব্যাস। অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে সেটা হাওয়ায় ভেসে চলে গেল—ঠিক খেলনার বেলুনের মত। সে এক অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু আমাদের মন আশঙ্কায় ভরে গেল এই ভেবে যে হয়ত গোলকটি যাকে নিয়ে উপরে উঠেছিল বাঁধন খুলে গিয়ে

তিনি পথেই থেকে গেলেন। তখনই বেতার পাঠানো হল :— 'আপনাদের দূতটি জাহাজের কাজেই এসে দেখা দিয়েছে। সঙ্গে কিছু ছিল না, সেটি উড়ে গেছে।'

'সঙ্গে সঙ্গে একটা নৌকাও নামিয়ে দেওয়া হল যাতে সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত থাকা যায়। ছটা বাজার ঠিক পরেই আমাদের চৌকিদার আবার আওয়াজ দিল, আর তার পরমুহূর্তেই দেখলাম সেইরকম আর একটি রূপালী গোলক গভীর জলের ভিতর থেকে উঠে আসছে—আগেরটির চাইতে অনেক আস্তে। উপরে এসে সেটা শূন্যে ভাসতে লাগল, কিন্তু তার বোঝাটা জলের উপরেই রইল। দেখা গেল মাছের চামড়ার তৈরী থলিতে ভরা বই কাগজ-পত্র ও নানারকম জিনিসের একটা প্রকাণ্ড বোঁচকা। সেটাকে ডেকের উপর তুলে আনা হল, ওদিকে বেতারে প্রাপ্তি সংবাদ দেওয়া হল। তারপর শুরু হল আরো উদ্গ্রীব প্রতীক্ষা।

গেল আবার কিছুক্ষণ। তাবপর আবার সেই রূপালী বুদ্‌বুদ, নিথর জলে ভাঙন লাগার চাঞ্চল্য। কিন্তু এবার ঝকঝকে গোলকটা অনেক উঁচু লাফিয়ে উঠল, আর আমরা অবাক হয়ে দেখলাম তার নীচে ঝুলছে একটি তন্বী নারীমূর্তি! একটুক্ষণ মাত্র, তার গোলকটা আবার নেমে পড়ল। মহিলাটিকে নৌকা করে জাহাজের কাছে নিয়ে আসা হল। দেখা গেল কাঁচের গোলকটার উপর দিকটাতে চামড়ার একটা ছোট বেল্ট, তার থেকে লম্বা লম্বা স্ট্র্যাপ এসে তাঁর পাতলা কোমরটিকে ঘিরে একটা চওড়া বেল্টে আটকানো। তাঁর উর্ধ্বাঙ্গ একটা অদ্ভুত লম্বাটে কাঁচের ডুমে ঢাকা—আমি এটাকে কাঁচ বলছি কিন্তু এটাও সেই গোলকের মত স্বচ্ছ হালকা জিনিসেই তৈরী। ডুমটির গায়ের ভিতর দিয়ে অনেকগুলি রূপালী শিরা চলে গেছে। সেই কাঁচের ঢাকনিটা কাঁধে আর কোমরে ইলাস্টিক দিয়ে এঁটে লাগানো, সেই জন্য ভিতরে মোটেই জল ঢোকে না। আর তার ভিতরে বায়ু শোধনের জন্য এক অভিনব হালকা যন্ত্র, যে রকম যন্ত্রের কথা হেডলের লিপিতে আছে। এই ডুমটি খুলতে ও মহিলাটিকে ডেকের উপর তুলতে কিছু বেগ পেতে হল। তিনি গভীরভাবে অজ্ঞান হয়েছিলেন। মনে হল জলের ভিতর দিয়ে অতিশয় দ্রুত বেগে উঠে আসা আর হঠাৎ বাতাসের চাপ কমে যাওয়াই তার কারণ। তবে তাঁর নিঃশ্বাস পড়ছিল সমান তালেই, তাই আশা হল শীঘ্রই

তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। বাতাসের চাপ কমে যাওয়ার কথা বললাম এইজন্য যে তাঁর কাঁচের ডুমটির ভিতরকার বাতাস বাইরের বাতাসের চাইতে অনেক বেশী ঘন। ডুবুরিরা জলের তলায় কিছুদূর অবধি নামবার পর এত বেশী চাপ অনুভব করে যে তার নীচে আর নামে না। এই কাঁচাবরণের ভিতরের বাতাসের চাপ যেন ঠিক সেই রকম। খুব সম্ভব ইনিই সেই আটলান্টিয় নারী যাঁর কথা হেডলের লিপিতে আছে। তিনি বাস্তবিকই সুন্দরী। রং যদিও ঈষৎ শ্যাম, তাঁর মুখের গড়ন অতি চমৎকার আর সেই মুখে এমন কিছু আছে যাতে তাঁকে সমীহ করতে হয়। কুচকুচে কালো লম্বা চুল আর টানাটানা সুন্দর দুটি চোখ। সেই চোখের অপূর্ব চাউনি মেলে তিনি চারিদিকে চাইলেন। তাঁর কালো চুলে আর মাখন রঙের পোষাকে রামধনু রঙের ঝিনুকের চুমকি বসানো। অতল সিন্ধুর কোনো জলকন্যার এর চাইতে পরিপূর্ণ রূপ কল্পনা করা যায় না, সাগরের চিরন্তন রহস্যের এ যেন মূর্তিমতী মোহিনী মায়া।

ক্রমে তাঁর সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল। হঠাৎ তিনি হরিণীর মত লঘুগতিতে ছুটে গেলেন ডেকের ধারে, ডাকতে লাগলেন, 'সাইরাস! সাইরাস!'

'সমুদ্রের তলায় যাঁরা ছিলেন তাঁদের আমরা ততক্ষণে বেতারে জানিয়ে দিয়ে ছিলাম যে মহিলাটি নিরাপদে এসে পৌঁছেছেন। এবার তাঁরাও একজনের পর একজন উপরে এসে পৌঁছালেন। জল থেকে ত্রিশ চল্লিশ ফুট লাফিয়ে ওঠেন আর আমরা তাঁদের তুলে নিয়ে আসি। তিনজনেই অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, আর স্ক্যানল্যানের নাক কান দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যা হোক ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সকলে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। একদল হাসতে হাসতে স্ক্যানল্যানকে নিয়ে চলে গেল জাহাজের পানশালার দিকে। তাদের স্ফূর্তির হররা এখান থেকেও শোনা যাচ্ছে আর তাতে এই বেতার ভাষণটির যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে! ডাঃ ম্যারাকট গিয়ে কাগজ পত্রের বোঁচকাটা অধিকার করলেন আর তার ভিতর থেকে আগাগোড়া বীজ গণিতের অঙ্ককষা একখানা কাগজ টেনে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে অদৃশ্য হলেন। আর সাইরাস হেডলে পৃথিবীর অচেনা তাঁর সেই সখীর পাশে ছুটে গেলেন।

'আশা করি আমাদের কম জোর বেতার সত্ত্বেও শুনতে আপনাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে না। আজ এই বলে শেষ করি যে সকলেই যেমনটি আশা করছেন —এই অত্যাশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারের কথা স্বয়ং অ্যাডভেঞ্চারীদের মুখ থেকেই আপনারা আরো খুঁটিয়ে শুনতে পাবেন।'

বারো

"আটলান্টিক মহাসাগরের তলায় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করে' ফিরে আসবার পর অনেকেই আমাদের কাছে পত্র লিখেছেন—আমাকে (অর্থাৎ অক্সফোর্ডের বোড্‌স্ স্কলার সাইরাস্ হেড্‌লেকে) প্রফেসর ম্যারাকটকে, এমন কি বিল্ স্ক্যান্‌ল্যান্‌কেও। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি জায়গায় আমরা সমুদ্রের ভিতর নামি এবং তার ফলে কেবল যে গভীর সমুদ্রের প্রাণী ও জলের চাপ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বদলেছে তাই নয়, এও সাব্যস্ত হয়েছে যে একটি পুরাতন সভ্যতা অসম্ভব রকম কঠিন অবস্থার মধ্যেও আজ পর্যন্ত টিকে আছে। সমুদ্রের তলা থেকে পাঠানো আমার বিবরণীতে যা যা লিখেছি তা যদিও ভাসা ভাসা ধরণের তবু প্রায় সব কথাই তাতে আছে। কোনো কোনো বিষয় অবশ্য তাতে লেখা হয়নি। তার মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য প্রভু ঘোর-দর্শনের কথা। সে কথা এতই অবিশ্বাস্য রকমের অদ্ভুত যে আমাদের মনে হয়েছিল যে তখনকার মত সে সব কথা না জানানোই ভালো। তবে এখন, যখন বিজ্ঞানীরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছেন আর সমাজ গ্রহণ করেছে আমার আটলান্টিয় বধুকে, তখন সে কাহিনী হয়ত সাহস করে' সকলের কাছে বলা যেতে পারে। সত্যিই ডাঃ ম্যারাকটের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের দরুণ আমরা সেখানে এমন কীর্তি রেখে আসতে পেরেছি যাতে আমাদের কথা তাদের ইতিহাসে কোনও দেবতার আবির্ভাব বলেই হয়ত লেখা থাকবে। আমরা যে চলে' আসব সে কথা তারা জানত না, জানলে খুব সম্ভব আস্‌তে দিত না। হয়ত এর মধ্যেই সেখানে লোকের মুখে মুখে একটা কিংবদন্তী দাঁড়িয়ে গেছে যে আমরা স্বর্গ থেকে গিয়েছিলাম আবার স্বর্গেই ফিরে এসেছি, সঙ্গে করে' নিয়ে এসেছি তাদের সব চাইতে মধুর, সব চাইতে সুন্দর ফুলটি।

'যাই হোক্, প্রভু ঘোরদর্শনের কাহিনী বলবার আগে আরো কতকগুলি অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলব। সত্যিই এক এক সময় মনে হয় ম্যারাকট ডীপে আরো কিছুদিন থাকলে হত, বহু রহস্য ছিল সেখানে।

'একদিন হঠাৎ সতর্কতার সাড়া পড়ে গেল আর আমরা সবাই অক্সিজেনের মুখোস পরে' সমুদ্রতলে ছুটে গেলাম। আমাদের আশে পাশে অন্য সকলের মুখে আতঙ্কের ছাপ এত স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল যে আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে কোনো সাংঘাতিক বিপদ্ উপস্থিত হয়েছে। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলাম কয়লার খনির সেই গ্রীক শ্রমিকেরা পড়ি মরি করে' ছুটতে ছুটতে আমাদের উপনিবেশের দরজার দিকে চলেছে। বুঝলাম যে আমরা যারা বাইরে এসেছি তাদের কাজ হচ্ছে এদের যত শীঘ্র সম্ভব ভিতরে নিয়ে যাওয়া। শেষ পর্যন্ত সবাইকে যখন ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হল তখন একবার চারদিকে তাকিয়ে ভয়ের কারণটা কি বোঝবার চেষ্টা করলাম। দূরে কেবল এক জোড়া সবুজ সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। প্রত্যেকটারই মাঝখানটা উজ্জ্বল আর ধারগুলি ভাঙা ভাঙা, অস্পষ্ট, যেন দুই টুকরো মেঘ। মেঘের মতই সে দুটো আমাদের দিকে ভেসে আসছিল। তখনও সে দুটো প্রায় আধ মাইল দূরে, কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা মহা আতঙ্কে আমাদের নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে ঢুকলেন। দরজার মাথার উপর স্বচ্ছ স্ফটিকের একটা দশ ফুট লম্বা আর দুই ফুট চওড়া মস্ত চাঁই বসেছে। বাইরের দিকে আলো ফেলার ব্যবস্থাও আছে। উপরে উঠবার সিঁড়ি ছিল। আমরা কয়েকজন তাই বেয়ে উঠে স্ফটিকের ভিতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। দেখলাম সেই অদ্ভুত ঝিকমিকে সবুজ আলোর কুণ্ডলী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর তাদের একটি সেই স্ফটিকের জানালা বরাবর উঁচুতে উঠতে লাগল। মনে হল যেন একটা আলোর শিখা কাঁপতে কাঁপতে উপরে উঠে আসছে। তখনি আমাদের সঙ্গীদের একজন আমাকে টেনে দৃষ্টি-রেখার নীচে নামিয়ে দিল, কিন্তু আমার মাথার কয়েক গাছি চুল হয়ত তখনও জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, সেই কয়গাছি চুল আজ পর্যন্ত শুকনো রং-চটা গোছের হয়ে আছে। ভয়ের নানান সুরে বলা 'প্র্যাক্সা' কথাটার থেকে বুঝলাম যে সেইটাই সেই অদ্ভুত জীবের নাম। একমাত্র লোক যিনি এই ব্যাপারে পেলেন আনন্দের খোরাক তিনি প্রফেসর ম্যারাকট্! একখানি ছোট জাল আর একটি কাঁচের পাত্র নিয়ে তিনি তখনই বেরিয়ে পড়েন আর কি! অনেক কষ্টে তাঁকে এই পাগলামি থেকে নিরস্ত করা গেল। তাঁর মন্তব্য: 'এ একটি নূতন প্রাণি-পর্যায়, এর কতক অংশ জৈব আর কতক গ্যাসীয়, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় তার

বুদ্ধি বৃত্তি আছে।' স্ক্যানল্যানের মন্তব্য ঠিক একটা বৈজ্ঞানিক মত নয়, সে বললে, 'এটা জাহান্নমের আজব খেয়াল।'

'এর দুই দিন পরে একবার সমুদ্রতলে বেড়াতে বেরিয়ে আমরা একজন কয়লা-শ্রমিকের মৃতদেহ পড়ে' থাকতে দেখলাম। বেচারা পালাতে পারেনি, ফলে সেই প্রাণী দুটির পাল্লায় পড়েছিল। দেখলাম তার কাঁচ-গোলকটি ভেঙ্গে গেছে। এতেই বোঝা গেল এই বায়বীয় জীবের দেহে কিরকম শক্তি। লোকটির চোখ দুটি কেবল তারা উপড়ে নিয়েছিল, শরীরের আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

'ফেরবার পরে ম্যারাকট বললেন, 'বড় খোশ-খোরাকী জীব! নিউজিল্যাণ্ডে এক জাতের শিকারী টিয়া আছে তারা ভেড়ার ছানা শিকার করে কেবল তার পেটের ভিতরে একটা বিশেষ জায়গার চর্বিটুকু খাওয়ার জন্য। তেমনি এই জীব মানুষ মারে কেবল চোখদুটির জন্য!'

'আর একটি অদ্ভুত জন্তুর কথা বলি। অনেক সময় আমরা দেখতাম সমুদ্র-তলের নরম পাঁকে কিসে যেন লম্বা দাগ কেটে গেছে, যেন একটা পিপে গড়িয়ে গড়িয়ে গেছে। সেটা কি হতে পারে জিজ্ঞাসা করাতে আমাদের আটলাণ্টিয় বন্ধুরা জিবে আর টাকরায় ঠেকিয়ে যে আওয়াজ আমাদের শোনালেন ক্রিক্‌্‌চক্ বললে হয়ত তার কতকটা কাছাকাছি আসে। তার চেহারাটা মোটামুটি কি রকম তাও জানতে পারলাম তাঁদের সেই আশ্চর্য চিন্তা প্রতিফলকের কল্যাণে; প্রফেসর সেটাকে কেবল এক জাতের খোলকহীন সমুদ্রের শামুকের এক বিরাট সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। একটা অতিকায় শুঁয়ো পোকার মত তার চেহারা, সমস্ত শরীরটা মোটা কর্কশ শুঁয়োর মত লোমে ঢাকা, কিন্তু চোখ দুটি দুখানি লম্বা বোঁটার আগায় বসানো। আমাদের বন্ধুদের ভাবে বুঝলাম সেটা একটা অতি ভয়ঙ্কর জানোয়ার।

'কিন্তু প্রফেসর ম্যারাকট্‌কে যে জানে তার হয়ত বুঝতে বাকি নেই যে এতে তাঁর বৈজ্ঞানিক কৌতূহলকেই আরো উসকে দেওয়া হল। এই অজানা উদ্ভট প্রাণীটি ঠিক কোন প্রজাতি ও উপ-প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সেটা স্থির করতে না পারা অবধি তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন না। আবার যখন একদিন সাগর তলে আমরা সেই জন্তুর স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলাম তখন তাঁকে আর ঠেকিয়ে রাখা

গেল না, যে আগ্নেয়শিলার ঢিবি আর আগাছার জঙ্গলের ভিতর থেকে চিহ্নটা বেরিয়েছিল বলে' মনে হল সোজা সেই দিকে চলতে সুরু করলেন। সেদিনকার এবড়ো খেবড়ো জমিতে অবশ্য আর সে চিহ্ন আমরা দেখতে পেলাম না, তবে স্বাভাবিক নালার মত একটা খদ দেখতে পেলাম যেটা মনে হল কিম্ভুত জানোয়ারের বাসায় গিয়ে উঠেছে। আমাদের তিনজনেরই হাতে আটলান্টিয়দের সেই বল্লম ছিল, কিন্তু অজানা বিপদের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সেগুলো যে খুব কাজের হবে তা আমার মনে হচ্ছিল না। যাই হোক প্রফেসরকে তো আর একা যেতে দিতে পারি না, কাজেই তাঁর পিছন পিছন যাওয়া ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর ছিল না।

'সেই আগাছার জঙ্গলের মধ্যে কত রকমের ছোট ছোট জীব, তাদের কত রকমের রঙ। সেগুলি দেখতে যত সুন্দর বিজ্ঞানীদের দেওয়া তাদের নামগুলোও ততই দাঁতভাঙ্গা। চড়াই ভেঙ্গে আমরা উপরে উঠছিলাম আস্তে আস্তে। হঠাৎ দর্শন পেয়ে গেলাম আমরা যাকে খুঁজছিলাম তার। সে চেহারা দেখে মনে যে খুব ভরসা পেলাম তা নয়।

'আগ্নেয় শিলার মধ্যে একটা ফাটলের ভিতর থেকে তার শরীরটা অর্ধেক বেরিয়ে রয়েছে। প্রায় ফুট পাঁচেক লোমশ দেহ আমাদের নজরে পড়ল। তার চোখ দুটি এক একটি পিরিচের মত বড়, হলদে রঙের কোনো দামী পাথরের মত জ্বল জ্বল করছে। আমাদের আওয়াজ পেয়ে সেই চোখ দুটো তাদের লম্বা লম্বা দুই বোটার উপর আস্তে আস্তে আমাদের দিকে ফিরল। তারপর জন্তুটা ঠিক শুঁয়ো পোকার মত ভঙ্গীতে শরীরটাকে ঢেউ খেলিয়ে আস্তে আস্তে তার গর্ত থেকে বেরুতে লাগল। আমাদের ভাল করে' দেখবার জন্য একবার মাথাটা প্রায় ফুট চারেক উঁচুতে তুললে, তখন লক্ষ্য করলাম তার গলার দুই পাশে টেনিস্ জুতোর তলার মত ঢেউ-তোলা দুটি জিনিস লাগানো। সেটা যে কি হতে পারে ভেবে পেলাম না। তখন জানতাম না যে একটু পরেই হাতে নাতে সেটা জানতে হবে।

"ডাঃ ম্যাবাকট ততক্ষণে তাঁর বল্লমটি বাগিয়ে ধরে টান হয় দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মুখের ভাবে অতিশয় দৃঢ় সংকল্প সুপ্রকাশ। স্পষ্টই বুঝলাম প্রাণিবৃত্তান্তের একটি দুর্লভ নমুনা দেখতে পেয়ে তাঁর মন থেকে সমস্ত ভয় মুছে গেছে। স্ক্যান্‌ল্যান্

আর আমি আর কি করব, দুজনে তাঁর দুপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। জন্তুটা কিছুক্ষণ আমাদের দিকে সেইভাবে চেয়ে থেকে তারপর পাহাড়ের ঢালু বেয়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে আসতে সুরু করল, মাঝে মাঝে সেই দুটি বিরাট চোখ তুলে দেখে নিচ্ছিল আমরা কি করছি। সেটা এত আস্তে আস্তে আসছিল যে আমাদের মনে হল যখন ইচ্ছা আমরা তাকে পিছনে ফেলে দৌড় মারতে পারি। কিন্তু আমরা যে মৃত্যুর অতি নিকটে দাঁড়িয়ে আছি তা যদি তখন জানতাম!

আমাদের কাছ থেকে সেটা যখন আরও ষাট গজ খানিক দূরে আছে এমন সময় একটা বড় জাতের মাছ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আস্তে সাঁতরে সেই জন্তু আর আমাদের মাঝামাঝি এসে হাজির হল। তারপর হঠাৎ জল তোলপাড় করে এক লাফ মারলে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের সারা শরীরে একটা তীব্র যন্ত্রণা বোধ করলাম। সমস্ত শরীর ঝমঝম করে উঠল, হাঁটু দুটো যেন ভেঙ্গে পড়ার মতো হল। চেয়ে দেখি মাছটা উলটে গিয়ে আস্তে আস্তে নীচে এসে পড়ল, তার মধ্যে আর জীবনের লক্ষণ নেই। বৃদ্ধ ম্যারাকট যেমন অসমসাহসিক তেমনি আবার সতর্কও বটে। তিনি নিমেষের মধ্যে বুঝে নিলেন ব্যাপারখানা কি। আমরা যে জীবের মোহড়া নিয়েছি সে আপন খাদ্য শিকার করে বিদ্যুতের ঢেউ হেনে! আমাদের বল্লম কামানের সামনেও যা এর সামনেও তাই। যদি দৈবাৎ মাছটা মাঝে পড়ে জন্তুটার বিদ্যুৎ বাণ নিজের উপর টেনে না নিত তাহলে আমাদের ঐ মাছের দশাই হত। আমরা পড়ি মরি করে দৌড়াতে লাগলাম আর দৌড়াতে দৌড়াতে এই সংকল্প করলাম যে অতঃপর এই অতিকায় সমুদ্র-কীটটিকে কঠোর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফেলে রাখা হবে।

এইসব হল সমুদ্রের অতি গভীর অঞ্চলের বড় বড় বিপদের কয়েকটি। আরও একটি হচ্ছে একরকম ছোট মাছ, প্রফেসর যার নাম দিয়েছেন ঔদক হিংস্রক। মাছগুলি লাল রঙের, হেরিং মাছের চেয়ে খুব বেশী বড় হবে না। মুখটা বড় আর তাতে সাংঘাতিক দুই সারি দাঁত। এমনিতে সেগুলি নিরীহ, কিন্তু কোথাও সামান্য রক্তপাত হলেই—সে যত সামান্যই হোক—অমনি তারা এসে জোটে। তখন আর কোনো উপায় নেই, ঝাঁকে ঝাঁকে সেই মাছ এসে তাকে চক্ষের পলকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে। আমরা কয়লার খনিতে একবার এইরকম এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিলাম। একজন শ্রমিকের হাত কি করে একটু

কেটে গিয়েছিল, অমনি চারিদিক থেকে হাজার হাজার মাছ তার উপরে এসে পড়ল। সে নিজে আর তার সঙ্গীরা তাদের হাতের গাঁইতি আর কোদাল দিয়ে সেগুলোকে মেরে তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথা! দেখতে দেখতে বেচারার কাঁচের পোষাকের বাইরের শরীরটা সেই মাছ কিলবিল জলের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল, শুধু সাদা সাদা হাড়গুলো বেরিয়ে রইল।

তেরো

"তবে সাগরগর্ভে যত অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিলাম তার সবগুলিই যে ভয়ানক তা নয়। একটি দৃশ্য মনে পড়েছে যার স্মৃতি কোনোদিন মুছবার নয়। সমভূমির যে অংশ আমাদের বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল সেইখান দিয়ে একদিন আমরা যাচ্ছি, হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম অনেকখানি ফিকে হলদে রঙের বালি—বিস্তারে প্রায় আধ একর হবে—যেন কেউ কোথাও থেকে এনে বিছিয়ে রেখেছে। আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি কোন অন্তঃসাগরীয় স্রোত বা কি ধরনের ভূকম্পনের ফলে এমনটা হল, এমন সময়ে দেখলাম সেই সমস্ত বালি একটা বিশাল চাঁদোয়ার মত উপরে উঠে পড়ল আর অল্প অল্প ঢেউ খেলিয়ে আমাদের মাথার উপর দিয়ে যেতে লাগল। সবটা যেতে অন্ততঃ মিনিট দুয়েক লাগল। প্রফেসর বললেন আমরা ইংল্যাণ্ডে যে সব মাছ দেখি তারই একটা ছোট জাতের মাছের এটা অতিকায় সংস্করণ।'

'তেমনি আবার ঘূর্ণবাত বা প্রচণ্ড ঘূর্ণি-ঝড়ের সামুদ্রিক সংস্করণ—একে কি বলব, ঘূর্ণ-বারি!—তাও দেখেছি। আমাদের এই উপরের পৃথিবীতে ঘূর্ণবাত যেমন সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে ভেঙে চুরে প্রলয়কাণ্ড বাধায়, সমুদ্রের তলায় ঘূর্ণ-বারিও তেমনি। তবে সব রকম প্রাকৃতিক ব্যাপারে মত এরও একটা উদ্দেশ্য আছে, মাঝে মাঝে জলের মধ্যে এমনি বিরাট তোলপাড় না হলে স্থির জল ক্রমশঃ মজে উঠত।

'স্কার্পার মেয়ে সোনার কথা আগেই বলেছি। একদিন তার সঙ্গে বেড়াচ্ছে

বেড়িয়েই প্রথম এই ঘুর্ণ-বারির খপ্পরে পড়েছিলাম। আশ্রয়সদন থেকে মাইল খানেক দূরে একটা উঁচু বাঁধের মত ছিল, তার উপরে নানা রঙের সামুদ্রিক ঝাঁজির মেলা। সেটি সোনার সখের বাগান। বৈজ্ঞানিক ভাষায় তার বর্ণনা দিতে গেলে অবশ্য শুনতে কিম্ভুত লাগবে, যেমন পারুল রঙের উরঙ্গামী, নীল-লোহিত অহিলুমন, রক্তবর্ণ সমুচ্চণ্ড এই সবের ছড়াছড়ি জড়াজড়ি! সেদিন সে আমাকে তার বাগান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা সেইখানে বসে আছি এমন সময় ঝড়—জলের ঝড়—এসে পড়ল। আমরা দুজন দুজনের হাত শক্ত করে' ধরে পাথরেব টিবির পিছনে আশ্রয় নিয়ে বহু কষ্টে নিজেদের ভেসে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচালাম। দেখলাম এই ঝড়ের মত স্রোতের জলটা রীতিমত গরম, আর একটু গরম হলেই হয়ত গায়ে ফোসকা পড়ত। হয়ত সমুদ্রের তলায় আছে কোথাও কোনো জীবন্ত আগ্নেয় গিবি, তারই উৎপাতের ফলে ছুটে আসছে এই স্রোত। সেই স্রোতের তোড়ে সমভূমির পাঁক ঘুলিয়ে উঠে চারিদিক অন্ধকার করে' ফেলল। তাতে আমাদের একেবারেই দিক্ ভুল হয়ে গেল, পথ িনে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, তা ছাড়া এমনিতে স্রোতের মধ্যে চলাও প্রায় অসম্ভব। তার উপর আবার বুকে ভারবোধ আর নিঃশ্বাসের কষ্ট স্থরু হল। বুঝলাম আমাদের অক্সিজেনের যোগান ক্রমে ফুরিয়ে আসছে।

'এমনি সময়ে শুনতে পেলাম যেন দূর থেকে খুব বড় একটা কাঁসর পেটার মত কোনো আওয়াজ আসছে। অথচ এমনিতে সাধারণ কোনো আওয়াজ আমাদের কাঁচের পোষাকের মধ্যে প্রায় ঢুকতেই পারত না। যা হোক, সেটা যে কিসেব শব্দ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দেখলাম সোনা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে। আমার হাত ধরে' সে উঠে দাঁড়াল, কান পেতে যেন সেই আওয়াজ শুনল, তারপর নুয়ে পড়ে' সেই স্রোতের ঝড় ঠেলে চলতে স্থরু করল। সে যেন মরণের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়, প্রতি মুহূর্তে আমার বুকের উপরকার সেই ভয়ানক ভারবোধ আরও অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। সে যেদিকে আমায় নিয়ে চলল আমি টলতে টলতে সেই দিকেই চললাম। তাব মুখ আর চলবার রকম দেখে মনে হল তার অক্সিজেন আমার মত অত কমে' যায় নি। এক সময় হঠাৎ আমার চারিদিকে সব কিছু যেন ঘুরতে লাগল, আমি দুহাত মেলে সমুদ্রের গরম মেঝের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।'

'যখন জ্ঞান হল দেখলাম আশ্রয় সদনে নিজের কৌচটিতে শুয়ে আছি। সেই হলদে পোষাক পরা বৃদ্ধ পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে ওষুধের শিশি। ম্যারাকট আর স্ক্যান্‌ল্যান্‌ চিন্তিত মুখে আমার উপর ঝুঁকে রয়েছেন ; আর সোনা বিছানার পাশে আমার পায়ের দিকে হাঁটু গেড়ে বসে, তার মুখে স্নেহ আর উদ্বেগ মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ক্রমে জানলাম দুর্যোগের সময় বাইরে দূরে গিয়ে পড়া লোকদের জন্য আশ্রয় সদনের প্রবেশদ্বার থেকে একটা বিরাট কাঁসর বাজানো হয়।

সোনা সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এসেছিল তারপর আব কয়জন আর ম্যারাকট ও স্ক্যান্‌ল্যান্‌কে সঙ্গে করে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় আমার কাছে। তখন সকলে তুলে নিয়ে আসেন। জীবনে আমি এর পরে যাই করি সে জন্য আমি সোনার কাছে ঋণী।'

'সোনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে বাস্তবিক কত গভীর তা তার বাবা স্কার্পাই একদিন আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। একদিন তিনি আমাদের দুজনকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর নিজের ঘরে। সেখানে সেই চিন্তা-প্রতিফলক রুপালী পট খাটালেন। সোনা আর আমি হাত ধরাধরি করে বসে দেখতে লাগলাম। যা দেখলাম তা হয়ত স্কার্পার আগের জন্মের স্মৃতি। প্রথমে দেখলাম সুন্দর নীল সমুদ্রের মধ্যে আগু হয়ে এসেছে একটা পাথুরে অন্তরীপ। তার উপরে একটা প্রাচীন ছাঁদের বাড়ি। তার চারিদিকে নারকেল বন।

মনে হল কারা যেন সেই নারকেল-বনেব মধ্যে তাঁবু ফেলে রয়েছে। পাতার ফাঁকে সাদা তাঁবুর খানিক খানিক দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, আর কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছিল অস্ত্রের চকমকি, মনে হচ্ছিল কোনো প্রহরী তাঁবু পাহারা দিচ্ছে।

একজন মাঝ বয়সী লোক সেই নারকেল-বন থেকে বেরিয়ে এল, তার গায়ে লোহার সাঁজোয়া, হাতে ঢাল। অন্য হাতে তলোয়ার বা বর্শা কিছু একটা যেন ছিল। সে একবার আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেই আমি বুঝলাম সে এই আটলান্টিয়দেরই সমগোত্র, এমন কি তাকে স্কার্পারই যমজ ভাই বলা যেতে পারত, কেবল তার মুখের চেহারা কর্কশ আর হিংস্র, তাতে মানুষ আর পশুর এক ভয়ঙ্কর সংমিশ্রণ। এই যদি স্কার্পার কোনো আগের জন্মের চেহারা হয়ে থাকে তাহলে বুদ্ধির দিক দিয়ে যতনা হোক মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে তিনি সেই পুরাতন স্কার্পার থেকে এখন অনেক উঁচুতে উঠেছেন।

'সাঁজোয়া পরা লোকটি সেই বাড়ির কাছে আসতে একটি অল্প বয়সী মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ভাবে মনে হল সে সেই লোকটিরই মেয়ে। লোকটি কিন্তু অযথা ক্ষেপে উঠে মেয়েকে মারতে গেল। মেয়েটি ভয়ে পিছিয়ে যেতেই সূর্যের আলো পড়ল তার সুন্দর মুখে, দেখলাম সে আর কেউ নয়, সোনা।

'রুপালা পর্দা ঝাপসা হয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে আবার আর একটি ছবি ফুটে উঠতে লাগল। পাহাড়ে ঘেরা এক সমুদ্র। ডাঙা থেকে অল্প দূরে একটা অদ্ভুত গড়নের নৌকা। তার দুদিকের গলুই খুব উঁচু, ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। তখন রাত্রি জলের উপর জ্যোৎস্নার আলো চকচক করছে।

আমাদের চেনা তারাগুলি সেই আকাশেও জ্বলছিল। আস্তে আস্তে, যেন চুপি চুপি, নৌকাখানা এসে ডাঙায় লাগল। দুইজন লোক নৌকা বাইছিল, আর একজন সারা গায়ে কালো কাপড় মুড়ি দিয়ে গলুইয়ের উপর বসেছিল। এখন সে উঠে দাড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। সেই উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় আমি তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সে আর কেউ নয়, আমি।

'হ্যাঁ আমিই, আজকালকার নিউ ইয়র্ক ও অক্সফোর্ডের সাইরাস হেডলে, আধুনিক জগতের মানুষ এই আমিই একদিন পুরাকালের এই বিরাট আটলান্টিয় সভ্যতার অংশস্বরূপ ছিলাম। তখনই আমি বুঝতে পারলাম কেন সাগরতলের সেই রাজ্যে আমার চারিপাশের সাঙ্কেতিক চিহ্ন আর লেখাগুলি আমার অজানা হয়েও একটা নাম-না-জানা পরিচয়ের আভাস এনে দিত। সোনার সঙ্গে প্রথম দেখায় কেন এত আনন্দ হয়েছিল তাও তখনই বুঝলাম। এসবের কারণ ছিল আমার মনের ঘুমন্ত অংশটুকুর গহন অন্তস্তলে, যেখানে সঞ্চিত ছিল বারো হাজার বছরের স্মৃতি।

'একটু পরেই বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মেয়ে। তাকে আমি—সেই আমি—প্রায় তুলেই নৌকার উপর নিয়ে এলাম। এমন সময় একটা গোলমাল উঠল, আমি ক্ষেপার মত প্রাণপণে ইসারা করতে লাগলাম নৌকা ছেড়ে দিতে। কিন্তু তার মধ্যে বনের ভিতর থেকে দলে দলে লোক এসে পড়েছে। অনেকগুলি হাত এসে পড়ল নৌকার উপর। আমি তাদের মেরে তাড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। তার মধ্যে একজনের কুঠার শূন্যে ঝলকে উঠে আমার মাথায় পড়ল। আমি মরে' পড়ে' গেলাম সেই মেয়েটির গায়ের উপর, সে পাগলের মত চীৎকার

করতে লাগল। তার বাবা ছুটে এসে তার লম্বা কালো চুলের মুঠি ধরে' আমার মৃতদেহের তলা থেকে তাকে টেনে বার করল। সেই স্কার্পা, আর সেই সোনা!

"আবার আর এক ছবি জ্বলে উঠল। জাতির চরম বিপদের দিনে আশ্রয় পাবার জন্য সেই মহাজ্ঞানী আটলান্টিয় যে বিশাল শরণালয় তৈরী করিয়েছিলেন তারই ভিতরের দৃশ্য। যারা আশ্রয় নিয়েছে তার ভিতর তাদের মুখে কি আতঙ্ক। সেইখানে সোনাকে আর একবার দেখলাম। আর দেখলাম তার বাবাকেও, তিনি তখন আর আগেকার মত নন, তাঁর মুখের ভাব, তাঁর আচরণ, সবই অনেক উন্নত স্তরের। সেই বিশাল বাড়ির সমস্ত ভিতরটা দুলতে আরম্ভ করল, যেমন করে ঝড়ে জাহাজ দোলে। শরণার্থীরা কেউ বা থাম আঁকড়ে রইল, কেউ বা পড়ে' গেল মেঝের উপর। তারপর বাড়িটি বসে যেতে লাগল, ক্রমশঃ নীচে নামতে নামতে শেষে এসে পৌঁছাল সমুদ্রের তলায়। ছবি মিলিয়ে গেল, স্কার্পা আমাদের দিকে ফিরে মৃদু হেসে জানালেন এই শেষ।

'এর কিছু দিন পরে সেখানকার সমাজের এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হয় এবং কেবল ডাঃ ম্যারাকটের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের বলেই তা দূর হয়। সেই হল প্রভু ঘোরদর্শনের কথা, তাই দিয়েই আমার এই কাহিনী শেষ করব।

আগেই বলেছি শরণালয়টি সমুদ্রের নীচে যেখানে এসে পড়েছিল সেখান থেকে আসল শহরটির ধ্বংসাবশেষ বেশী দূরে নয়। পরে আরও অনেকবার সেখানে গেছি। সেখানকার বাড়িগুলির পাথর কুঁদে তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর, মস্ত মস্ত থাম মহাসাগরের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে অনুপ্রভার আলোয় নিথর নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেবল সামুদ্রিক আগাছার লতা পাতাগুলি আস্তে আস্তে দুলছে অন্তঃসাগরীয় স্রোতে। আর হয়ত কোন কোন বৃহৎকায় মাছ যাচ্ছে আসছে সেই সব বিরাট বিরাট দরজার ভিতর দিয়ে। আমাদের বন্ধু মাণ্ডাকে নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুরাকালের সে অদ্ভুত স্থাপত্য নিদর্শন দেখে বেড়াতাম। দেখে দেখে মনে হয়েছিল নিছক বস্তুবাদের দিক দিয়ে, অর্থাৎ ভাল খাবার খাব, ভাল বিছানায় শোব ভাল বাড়িতে থাকব যতরকম আরাম আছে তাই করব কেবল এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তাদের সভ্যতা আমাদের সভ্যতার চাইতে অনেক উন্নত ছিল। তারা মানুষের দৈহিক সুখ ও আরামের যত রকম ব্যবস্থা করতে পেরেছিল আমরা হয়ত এখনও তা পারিনি।

"কিন্তু কেবল দেহের আরামই তো নয়, অন্য দিক দিয়ে—যাকে বলা যায় তার আত্মিক দিক দিয়ে—আমরা যে তাদের চাইতে অনেক উঁচুতে তার প্রমাণ আমরা কিছুদিন পরেই পেয়েছিলাম। তখন বুঝেছিলাম যে এত বড় সভ্যতার পতনের কারণ কি। কেবল আমি একা নয়, সকলেই সুখী হোক, সকলেরই ভাল হোক—মানুষের ভিতরকার এই ভাবটা যখন তার বুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না তখনই সভ্যতার সব চাইতে বড় বিপদ। এ বিষয়ে সাবধান না হলে একদিন আমাদের সভ্যতারও পতন হতে পারে।

সেই প্রাচীন শহরের একদিকে একটি প্রকাণ্ড ইমারত। হয়ত এককালে সেটা ছিল কোনো পাহাড়ের চূড়ায়, আমরা দেখলাম সেটা অন্যান্য বাড়ির চাইতে অনেকখানি উঁচুতে। কালো মার্বেল পাথরের চওড়া সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সেই ইমারতটিও বেশীর ভাগ কালো মারবেলেরই তৈরী, কিন্তু এখন তার সারাটা গা হলদে রঙের ছাতায় ঢাকা পড়েছে! দেউড়িটাও কালো পাথরের, উপরে মেডুসার (Medusa) মাথার মত একটি মাথা আর তার চার দিকে ফণা-তোলা সাপ—সবই সেই পাথরে কোঁদা। দেওয়ালের গায়েও এখানে ওখানে সেই প্রতীকই আঁকা রয়েছে। আমরা মাঝে মাঝে সেই ইমারতের ভিতরে কি আছে দেখতে চাইতাম, কিন্তু মাণ্ডা মহা ব্যস্ত হয়ে উঠে কেবল ইসারা করতেন ফিরে যাবার। এমনি করে' ক্রমশঃ আমাদের কৌতূহল এতই বেড়ে গেল যে শেষে স্ক্যান্‌ল্যান্ আর আমি একদিন পরামর্শ করলাম যে আমরা নিজেরাই একদিন গিয়ে তার ভিতরে ঢুকে দেখে আসব সেখানে এমন কি আছে যার জন্য মাণ্ডা অত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমন সময়ে ডাঃ ম্যারাকটই এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি বললাম, 'আপনার কি এতে কোনো আপত্তি আছে, সার্? আপনিও হয়তো আমাদের সঙ্গে গিয়ে ঐ কৃষ্ণমর্মর প্রাসাদের রহস্য ভেদ করতে ইচ্ছুক আছেন?'

"তিনি বললেন, 'ওটা কৃষ্ণ মায়ার প্রাসাদও হতে পারে। তুমি কখনও প্রভু ঘোরদর্শনের কথা শুনেছ?'

"শুনিনি বলাতে তিনি বললেন, 'আটলান্টিসের কথা আমরা যা কিছু জানতে পারি তা ঈজিপ্টের মারফতে। ঈজিপ্টের দেবতা স্যাইসের মন্দিরের পুরোহিতরা যেটুকু জানতেন তারই সঙ্গে লোকের কল্পনা মিলে মিশে ক্রমে এক কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়েছে।'

"স্ক্যান্‌ল্যান্ বললে, 'তা কি জ্ঞানগর্ভ বাণী দিয়েছিলেন সেই পুরোহিতরা ?'

"তারা অনেক কিছুই বলেছিল, তার মধ্যে এই প্রভু ঘোরদর্শনের কথাও আছে। আমার কেবলই মনে হয় সেই প্রভু ঘোরদর্শনই হয়ত বা ঐ কৃষ্ণমর্মর প্রাসাদের মালিক।'

"স্ক্যান্‌ল্যান্ শুধোলে, 'তিনি কোন ধাঁচের চিজ্ ?'

"তার সম্বন্ধে যা কিছু জানা যায় তাতে এই কেবল মনে হয় যে তার ক্ষমতাও যেমন দৌরাত্ম্যও তেমনি, দুইই এত বেশী যে মানুষের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়। নিজে তো সে চূড়ান্ত মন্দ ছিলই, দেশের লোকদেরও মন্দ করে' তোলাই যেন ছিল তার ব্রত। শেষটা ভগবান্ যেন চাইলেন সমস্ত মুছে ফেলে আবার নতুন করে' স্বরু করতে আর সেই জন্যই যেন সমস্ত দেশটাই ধ্বংস হয়ে গেল। এই হল মোটামুটি প্রভু ঘোরদর্শনের কিংবদন্তী। তার মন্দ প্রভাব থেকে আটলান্টিসের সেই মহাপুরুষ যাদের বাঁচাতে পেরেছিলেন তারা অবশ্য রক্ষা পেয়েছিল এই শরণালয়ে আশ্রয় পেয়ে। তাদের বংশধরেরা তো প্রভু ঘোরদর্শনের আস্থানকে ভয় করবেই।'

'আমি বলে' উঠলাম, 'আর তাইতেই সেখানে ঢোকবার জন্য আমি আরো অস্থির হয়ে পড়েছি।'

'বিল্ বললে, 'আমারও ঠিক তাই হে ইয়ার।'

'প্রফেসর বললেন, 'তাহলে বলি, বাড়িটা ভাল করে' দেখবার ইচ্ছা আমারও আছে। আমারের এখানকাব বন্ধুরা আমাদের সেখানে নিযে যেতে ইচ্ছুক না হলেও আমরা নিজেরাই যদি যাই তাতে তাঁদের কোনো অনিষ্ট হবে বলে' আমার মনে হয় না। সুযোগ পেলেই আমরা যাব।'

সুযোগ আসতে কিছুদিন লাগল। একবার এক পর্ব উপলক্ষ্যে সেখানকার সকলেই ব্যস্ত রইল। প্রবেশ দ্বারের কাছে বিরাট পাম্পগুলির হেপাজতে দুজন লোক মাত্র ছিল, তাদের বুঝিয়ে বললাম আমরা একটু বাইরে বেড়াতে যেতে চাই। জল ঠেলে চলতে চলতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই রহস্যময় প্রাসাদে গিয়ে পৌছালাম। এবার আর ঢুকতে বাধা দেবার কেউ নেই। আমরা স্বচ্ছন্দে কালো মারবেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে সেই বিরাট দেউড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম।

"দেখলাম সেই প্রাচীন সহরের অন্যান্য বাড়িগুলির চাইতে এই ইমারতটি

অনেক ভাল অবস্থায় আছে। তার পাথরের পাঁচীল আর ঘরগুলোর বলতে গেলে কোন ক্ষতিই হয়নি, কেবল সমস্ত আসবাবপত্র অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় প্রকৃতি তাঁর নিজের হাতের তৈরী জিনিস দিয়ে ঘর সাজিয়েছিলেন, যদিও সে সব দেখতে বড়ই ভয়ঙ্কর। একেই তো জায়গাটি অন্ধকার, তার উপর সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেক পাওয়ালা বিকটদর্শন জীব আর যত কিম্ভুত চেহারার মাছ। বিশেষ করে আমার মনে পড়ে একরকম প্রকাণ্ড নীলচে লাল রঙের শামুক, কিন্তু তার খোলা নেই। সেগুলি সর্বত্র হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া বড় বড় একরকম কালো চ্যাপ্টা মাছ যা ঘরের মেঝের উপর মাদুরের মত বিছিয়ে পড়ে' ছিল। তাদের শুঁয়োর ডগায় যেন আগুনের শিখা কাঁপছে। সারা বাড়িটাই এমনি সব উদ্ভট জীবে ভরা।

"কিন্তু কি কারুকার্য! ঘরগুলির বাইরে, ভিতরে, বারান্দায়, সব জায়গায়। বাড়ির ঠিক মাঝখানে একটি প্রকাণ্ড জমকালো ঘর। আমাদের টর্চের আলোয় দেওয়ালের কারুকার্য দেখলাম, কত রকম মূর্তি আর নকশা। শিল্পকলার দিক দিয়ে বলতেই হয় সবই অদ্ভুত সুন্দর, তার চেয়ে বেশী সুন্দর হয়তো মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু সেগুলির মধ্যে এমন একটা নিষ্ঠুর ভাব যা মানুষের অযোগ্য। শয়তানের পূজার মন্দির যদি কোথাও থাকে তবে সে এই। তারপর এগিয়ে যেতে যেতে ক্রমশঃ দেখলাম ঘরের এক প্রান্তে এক ধাতুর তৈরী চাঁদোয়া, হয়ত সোনারই। তার নীচে লাল মারবেলের সিংহাসনের উপর বসে' এক ভয়ঙ্কর চেহারার দেবতা যেন অ-শিব। শরণালয়ের এক জায়গায় যে বেঅ্যালের মূর্তি দেখেছিলাম এও সেই ধরণেরই, কিন্তু আরো অনেক গুণ বেশী উদ্ভট আর ভয়ানক। কিন্তু তার সেই ভীষণ মুখে মন্দ ভাবের সঙ্গে এমন এক শক্তির ভাব ছিল যার দিকে একবার তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। আমাদের হাতের আলোটা পড়েছিল সেই মুখের উপর, আমরা তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় আমাদের পিছন থেকে কে যেন হাহা করে' বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল।

"আমাদেব কাঁচের পোষাকের ভিতর থেকে কথা বললে তা যেমন কারও শোনবার উপায় ছিল না তেমনি বাইরে থেকে কারও গলার আওয়াজও তার ভিতরে আসবার উপায় ছিল না। তাছাড়া জলের মধ্যে হাসবেই বা কি করে? আশ্চর্য হয়ে পিছন ফিরে আমরা যা দেখলাম তাতে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"ঘরের একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ—হ্যাঁ মানুষই বলতে হবে, কিন্তু মানুষ যে এমন হতে পারে তা কখনও ভাবিনি। মানুষ এই গভীর সমুদ্রের তলায় কোনও যন্ত্রের সাহায্য বিনা স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিচ্ছে, শুধু তাই নয় কথাও বলেছে, তার কথা আমাদের কানেও স্পষ্ট এসে পৌঁছাচ্ছে এসব দেখেই বুঝতে পারলাম যে আমাদের থেকে একেবারে আলাদা। দেখতে সে অসাধারণ সুপুরুষ। লম্বায় সাত ফুটের কম হবে না, অতি সুঠাম গড়ন, গায়ে সার্কাসের খেলোয়াড়দের মত আঁটো পোষাক, মনে হল সেটা কোনো চকচকে কালো চামড়ার তৈরী, ব্রঞ্জের তৈরী মূর্তির মত মুখ, মানুষের মুখে কতখানি শক্তির আর তার সঙ্গে মন্দের ভাব ফোটানো যেতে পারে তাই দেখাবার জন্য যেন কোনো মহাশিল্পী সেই মূর্তি গড়েছে। যেন ঈগলের ঠোঁটের মত ধারালো নাক, কালো কুচকুচে দুই জবরদস্ত ভুরু, ঘনকালো ছোটদুটো যেন ছাই চাপা আগুন, থেকে থেকে ঝলকে জ্বলে উঠছে। সেই চোখের চাউনিতে ফুটে বেরুচ্ছে মানুষের মন্দ করবার অহেতুক ইচ্ছা আর নিছক নিষ্ঠুরতার আনন্দ। পাতলা কিন্তু নির্মম ঋজু দুই ঠোঁট, যেন মুখের মাংসের উপর একটা গভীর কাটা দাগ শুধু। সেই চোখ. সেই মুখ, সেই ঠোঁটের দিকে তাকালে মনে ত্রাস লাগে।

"যেন আমরা সবাই উপরকার পৃথিবীতেই রয়েছি এমনি সহজে, এমনি পরিষ্কার গলায় চমৎকার ইংরাজীতে সে বললে, 'মহাশয়রা, এর মধ্যে তোমরা অনেক নতুন জিনিস দেখেছ, জেনেছ; পরে হয়ত আরো জানবে। অবশ্য তোমাদের সব দেখা সব জানায় হঠাৎ দাঁড়ি টেনে দেওয়ার প্রীতিকর কাজটাও আমায় করতে হতে পারে। আপাততঃ আমাদের আলাপটা এক তরফাই হচ্ছে হয়ত, তবে তোমাদের মনের প্রত্যেকটি কথাই আমি ঠিক ঠিক টের পাই, কাজেই বিশেষ অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তোমরা অনেক শিখলেও এখনও তোমাদের কিছু শেখবার আছে।'

"আমরা হতভম্ব হয়ে এ ওর দিকে চাইতে লাগলাম। খুব ইচ্ছে হচ্ছিল জানতে এ ব্যাপারে কার কিরকম মনে হচ্ছে। আবার সেই বিদ্রূপভরা গলার হাসি জানতে পেলাম—

"ইচ্ছে তো হবেই। তা ফিরে গিয়ে তো কথাবার্তা বলতে পারবে। আমার ইচ্ছা তোমরা ফিরে যাও। তবে তার আগে তোমাদের কয়েকটি কথা বলতে.

চাই। ডাঃ ম্যারাকট্, তুমি এদের মধ্যে বড়, তোমাকেই বলি। আমি কে তা অবশ্য তোমরা জান। আমার সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে বা ভাবতে গেলেই আমি তা জানতে পারি। আর আমার এই গবীরখানায় দয়া করে' কেউ পা দিলেই আমায় তার কাছে এসে দেখা দিতে হয়। এই জন্যই ওখানকার ঐ বেচারারা এ জায়গাটা এড়িয়েই চলে আর চেয়েছিল যে তোমরাও এড়িয়ে চল। তোমরা তাদের কথা শুনে চললেই ভাল করতে।

"আমাকে তোমাদের একটা হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে, তোমাদের পৃথিবীর এক রতি বিজ্ঞান সম্বল করে' তোমরা তাই নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছ। আমি 'বিনা অক্সিজেনে বেঁচে আছি কেমন করে' ? তোমাদের মধ্যেও কোনো কোনো লোক বিনা বাতাসে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। সমাধিস্থ অবস্থায় কেউ কেউ নিঃশ্বাস না নিয়ে দিনের পর দিন থাকে। আমি তাদেরই মত, তবে আমি সজ্ঞান ও সক্রিয় অবস্থাতেই থাকি।'

"এইবার তোমরা ভেবে সারা হচ্ছ যে আমার কথা তোমাদের কানে যাচ্ছে কেমন করে'। বৈদ্যুতিক ঢেউকে বাতাসের ঢেউয়ে পরির্তিত করাই তো বেতারের গোড়াকার কথা। আমি কথাগুলিকে বৈদ্যুতিক উচ্চারণ থেকে বায়বীয় শব্দে পরিবর্তিত করছি আর সেই শব্দ তোমাদের ঐ মুখোশের ভিতরকার হাওয়া দিয়ে তোমাদের কানে গিয়ে ঢুকছে।

"আর আমার ইংরাজী ? আশা করি মন্দ ইংরাজী বলিনা। তা পৃথিবীতে থাকলাম তো কিছু দিন। কত দিন হবে ? এগার হাজার বছর চলছে, না বারো হাজার হল ? বোধ হয় বারো হাজারই। মানুষের সব ভাষা শেখবারই সময় পেয়েছি আমি। অন্যান্য ভাষার চাইতে ইংরাজী যে বেশী ভাল বলি তা নয়।

"আচ্ছা এবার দরকারী কথা বলি শোন। আমি বেঅ্যাল-সীপা। আমি প্রভু ঘোরদর্শন। আমিই সেই, যে প্রকৃতির রহস্য এতদূর ভেদ করেছে যে মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে। এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে আমি ইচ্ছে করলেও মরতে পারব না। যদি আমায় কখনও মরতে হয় তাহলে আমার ইচ্ছাশক্তির চাইতে আরও বলবান্ কোন ইচ্ছাশক্তির দরকার হবে। এদিক দিয়ে তোমরা বরং ভালই আছ। মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর মনে হতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবন অনেক

গুণ বেশি ভয়ঙ্কর। তোমরা চিরকাল আমায় পিছনে ফেলে চলে যাচ্ছ, আমি যেন পথের পাশে পড়েই আছি। এমনি করে তো গোটা মানুষ জাতটার উপরই আমার মন বিষিয়ে গেছে, এখন আমি পারলেই তাদের অনিষ্ট করি। কেমন করে' করি? যেখানে মন্দ যেখানে অন্যায় ইচ্ছা, সেখানেই মানুষের মন আমার এক্তিয়ারে, তখন আমি যেমন খুশি তাকে চালাই। হুনরা যখন অর্ধেক ইউরোপ ছারেখারে দিল আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। সারাসেনারা যখন ধনের নামে অন্য ধর্মের লোকদের তলোয়ারের ঘায়ে কোতল করল আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। এমনি আরো কত! সমুদ্রের তলাকার এই ইঁদুরদের কথা এক রকম ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখনি অনেক দিনই থেকে গেল, আর না থাকলেও চলে। যার ক্ষমতায় এরা আজ এখানে এসে রয়েছে সে বেঁচে থাকতে আমায় তুচ্ছ করেছিল। যে বিপর্যয়ে তাদের দেশ ধ্বংস হল তার থেকে এদের বাঁচাবার উপায় সেই করেছিল। তার বুদ্ধির জোরে এরা রক্ষা গেল, আর আমার আপন ক্ষমতার জোরে আমি রক্ষা পেলাম। এদের জীবন-নাট্যে যবনিকা টেনে দেব মনে করছি।'

জামার ভিতর থেকে এক টুকরো লেখা বার করে সে বললে, 'এইটি নিয়ে গিয়ে কলের ইঁদুরদের সর্দারকে দিও। বড় দুঃখের কথা যে তোমরা কয়জন ভদ্রলোকও ওদের সঙ্গে একই অদৃষ্টের ভাগী হবে, তবে তোমরাই যখন এদের এই দুরদৃষ্টের কারণ তখন এটা এরকম উচিতও বটে। পরে আবার দেখা হবে। ততদিন তোমরা এই সব ছবি আর অন্যান্য কারুকার্যগুলি ভাল করে দেখে নাও। তোমরা এগুলিকে যাই মনে কর আমি এগুলি করিয়ে অনেক আনন্দ পেয়েছি, আমার মনে কানো খেদ নেই। সে সব দিন যদি ফিরে পেতাম তাহলে আবার তাই করতাম, আরো বেশী করে করতাম—কেবল এই মারাত্মক অনন্ত জীবন লাভের চেষ্টাটা আর করতাম না। ও আজ আর যাই হোক এই অমরতা লাভের ব্যাপারে আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল। সে এখনও পৃথিবীতে আসে বটে কিন্তু সে একটা অশরীরী আত্মা হিসাবে, দেহধারী মানুষ হিসাবে নয়। আচ্ছা, আসি এখন।'

'তারপর আমাদের চোখের সামনেই সে মিলিয়ে গেল! যে থামটিতে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল সেটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। তার শরীরের ধারগুলো

ঝাপসা হয়ে এল। চোখ দুটো যেন নিবে এল। তার পরেই দেখলাম সে নেই, শুধু খানিকটা কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠে যাচ্ছে। আমরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করে' ভাবতে লাগলাম জীবনের কত বিচিত্র প্রকাশই না সম্ভব।

চৌদ্দ

এর মধ্যে একটা সেই নীলচে লাল রঙের শামুক স্ক্যানল্যানের গা বেয়ে তার কাঁধের উপর এসে উঠেছিল। সেটাকে ফেলে দিয়ে সবাই সেই ভয়ানক জায়গা ছেড়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। সেখানে পা দেওয়ার মত কুবুদ্ধি আমাদের কেন হয়েছিল বার বার এই কথাই মনে হতে লাগল। যা হোক যখন সেই আধ অন্ধকার জায়গা থেকে বেরিয়ে আবার সমুদ্রের অনুপ্রভার আলোয় এসে পৌছালাম, চারিদিকে আবার স্বচ্ছ জল দেখতে পেলাম তখন মনটা একটু হালকা মনে হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা আমাদের নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। প্রফেসর আর আমি দুজনেরই যেন মুখে আর তেমন কথা যোগাচ্ছিল না, কেবল স্ক্যানল্যানই দেখলাম তখনও দমেনি। সে বললে, 'এইবার টক্কর লাগল। বোধ করি ও আর কেউ নয়, স্বয়ং শয়তান বড় বড় গুণ্ডারা ওর কাছে এক কানা কড়িও নয়। এখন কথা হচ্ছে কি করে ওকে বাগে আনা যায়।'

ডঃ ম্যারাকট্ কিছুক্ষণ চিন্তায় ডুবে রইলেন। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে আমাদের সেই হলদে পোষাক পরা পরিচারককে ডাকলেন। সে আসতে বললেন, 'মাণ্ডা'। একটু পরে মাণ্ডা এসে ঘরে ঢুকলেন। ম্যারাকট্ তাঁর হাতে সেই সাংঘাতিক চিঠিখানি দিলেন।

সেই সময়ে আমি মনে মনে মাণ্ডার যেমন প্রশংসা করেছিলাম তেমন আর কখনও কারও করিনি। আমরা তাঁদের কেউ নই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে তিনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। সেই আমরা আমাদের অন্যায় কৌতূহলের ফলে তাঁদের গোটা জাতটার এবং তাঁর নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছি। সেই

লেখাটুকু পড়তে পড়তে তাঁর মুখ মরার মুখের মত পাঙাশ হয়ে গেল। তবু, যখন তিনি তাঁর বিষাদভরা পিঙ্গল চোখ দুটি তুলে আমাদের দিকে তাকালেন সেই চোখে বিরক্তির কোনও চিহ্ন দেখলাম না। আস্তে আস্তে কেবল মাথা নাড়লেন, মনে হল নিদারুণ নিরাশায় ভেঙ্গে পড়েছেন। 'বেঅ্যাল্-সীপা! বেঅ্যাল্-সীপা!' বলে তিনি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। দুই হাতে দুই চোখ চেপে ধরে যেন কোনো ভয়ানক দৃশ্য থেকে চোখ আড়াল করতে চাইলেন। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে খানিক পায়চারি করে' শেষে সমাজের সকলকে সেই ভয়ঙ্কর কথা শোনাবার জন্য ছুটে চলে গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই আমরা শুনতে পেলাম সেই বিপুল ঘণ্টাধ্বনি সবাইকে প্রেক্ষাগৃহে আহ্বান করছে।

"আমি শুধোলাম, 'আমরা যাব!'

"ডঃ ম্যারাকট্ মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আমরা কি করতে পারি? আর ওবাই বা কি করতে পারে? দানবের মত যার ক্ষমতা তার কাছে ওরা কি?'

একটা বেড়ালের কাছে একপাল ইঁদুর যা, তাই,' বলে' উঠল স্ক্যান্‌ল্যান্ 'কিন্তু উপায় একটা আমাদের বের করতেই হবে। সাধ করে' শয়তানকে ডেকে এনে শেষে তাকে আমাদের উপকারী বন্ধুদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়তে আমরা পারি না বোধ হয়।

আমি উৎসাহিত হয়ে শুধালাম, 'তুমি কি বল? স্ক্যান্‌ল্যানের ঠাট্টা তামাশা হালকামোর আড়ালে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম আধুনিক যন্ত্রকুশল মানুষের তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধি।

'সে বললে, 'হয়ত এই মহাত্মাটি নিজেকে যত নিরাপদ মনে করেছেন ঠিক তা তিনি নন।'

'তুমি ভাবছ আমরা তাকে আক্রমণ করলে কেমন হয়?'

'ডক্টর বলে উঠলেন, 'পাগল!'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ তার দেরাজের কাছে গেল। তারপর আমাদের দিকে ফিরতে দেখি তার হাতে একটি বড় ছয়ঘরা রিভলভার।

'সে বললে, 'এটিকে কেমন মালুম হয়? জলে ডোবা জাহাজটাতে যখন আমরা ঢুকেছিলাম তখন আমি এইটি জোগাড় করি। এক ডজন গুলি আছে, ততগুলিই ছিদ্র যদি করে দিই ঐ কড়া জানওয়ালা মহাত্মাটির গায়ে তাহলে

খানিকটা তাঁর ভেলকি বেরিয়ে যেতেও পারে।… …হা ভগবান্ বাঁচাও আমায়! একী!'

'রিভালভারটা ঝন্ঝন্ করে মেঝের উপর পড়ে গেল আর স্ক্যান্‌ল্যান্ বাঁ হাত দিয়ে তার ডান হাতের কব্জিটা চেপে ধরে যন্ত্রণায় মোচড় খেতে লাগল। তার সমস্ত ডান হাতটায় সাংঘাতিক রকমের খিল ধরে' গিয়েছিল, হাতের পেশীগুলি যেন গাছের শিকড়ের মত গুলি পাকিয়ে উঠেছিল। বেচারার কপাল বেয়ে কাল ঘাম ছুটল। একেবারে কাহিল আর বেদম হয়ে সে তার বিছানায় এসে পড়ল।

বললে, 'নাঃ, পটকে গেলাম।……ধন্যবাদ, ব্যথাটা একটু কমেছে। কিন্তু উইলিয়ম স্ক্যান্‌ল্যান্ নক্ আউট খেয়ে গেল। যা হোক আমার শিক্ষা হল। ছয়-ঘরা রিভলভার নিয়ে জাহান্নমের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। ওকে ওস্তাদ কবুল করছি।'

'ম্যারাকট বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার শিক্ষা হয়েছে, বড় কঠিন শিক্ষা।'

'তাহলে আপনি মনে করেন আমাদের কোনো আশা নেই?'

'আমাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ যখন সে জানতে পারছে তখন আর আমরা কি করতে পারি? কিন্তু তবু আমরা হাল ছাড়ব না।' এই বলে তিনি এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর বললেন, 'স্ক্যান্‌ল্যান্, তুমি কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকলেই বোধহয় ভাল। যে ধাক্কাটা তোমার উপর দিয়ে গেল সেটা সামলে উঠতে কিছু সময় লাগবে।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ তবু দমেনি, বললে, 'যদি কিছু করবেন বলে ঠিক করেন তাহলে আমিও সঙ্গে আছি জানবেন। তবে গায়ের জোর ফলানোটা বোধহয় বাদই দিতে হবে। তখনও তার মুখের চেহারা আর হাত পায়ের কাঁপুনি দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে কি যন্ত্রণা সহ্য করেছে।'

'তোমার কথা ধরলে বলি কিছুই করব বলে ঠিক করিনি। কিছু করবার ভুল উপায়টা কি সেটুকু অন্ততঃ আমরা শিখলাম। যেমন ভাবেই হোক জোর খাটানো বৃথা। আমাদের শত্রু কাজ করছে চেতনার অন্য এক স্তরে—সেটা আত্মিক স্তর। হেডলে তুমি এইখানেই থেকো। আমি আমার স্টাডিতে যাচ্ছি, একলা থাকলে হয়ত কিংকর্তব্য বুঝতে পারব।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ আর আমার দুজনেরই ম্যারাকটের উপর অসীম নির্ভরতা জন্মেছিল। মানুষের বুদ্ধিতে যদি আমাদের মুশকিল আসান হয় তাহলে তাঁর বুদ্ধিতেই হবে।

অথচও এও ঠিক যে আমরা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছি যেখানে মানুষের কোনও ক্ষমতা খাটে না। যে অলৌকিক শক্তির আমরা কোনো কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না তার কাছে নিজেদের শিশুর মতই অসহায় মনে হচ্ছিল!

স্ক্যান্‌ল্যান্‌ ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘুমের মধ্যেও সে আরাম পাচ্ছিল না। আমি পাশে বসে কেবল ভাবছিলাম একটি কথা। সেটা এ নয় যে কি করে আমরা এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাব, বরং ভাবছিলাম সে বিপদ কখন কি ভাবে দেখা দেবে। সমুদ্রের গভীরতম তলদেশকে তুচ্ছ করে এতদিন যারা বেঁচে ছিল এইবার যে কোনও মুহূর্তে হয়ত তাদের শেষ দশা এসে উপস্থিত হবে—আর তাদের সঙ্গে আমাদেরও। হয়ত আশ্রয়সদনের ছাদ ধ্বসে যাবে, হয়ত দেওয়াল পড়ে যাবে। এতদিন যে জলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল সেই জল চারিদিক থেকে ঘিরে আসবে।

'হঠাৎ শুনতে পেলাম সেই ঘণ্টা আবার বেজে উঠেছে। সে আওয়াজ শুনে বুকের ভিতরটা যেন কিরকম করে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম, স্ক্যান্‌ল্যান্‌ও বিছানায় উঠে বসল। ঘণ্টা যেন পাগলের মত বেজে চলেছিল তার সেই একরোখা ডাকে সাড়া না দিয়ে যেন উপায় নেই।

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ বললে, 'এই ধর গিয়ে ইয়ার, এবার বোধহয় তার সঙ্গে ওদের টক্কর লাগল, আমাদের উচিত হচ্ছে ওদের কাছে যাওয়া।'

'কিন্তু আমরা গিয়ে কি করব?'

'এই ধর আমাদের দেখেও তো ওরা কিছুটা সাহস পাবে। মোদ্দা, ওরা যেন না মনে করে যে আসল সময়টিতে আমরা কেটে পড়েছি। ডক্‌ কই?'

'তিনি তাঁর স্টাডিতে গেছেন। তুমি ঠিকই বলেছ, বিল্‌, আমাদের ওদের কাছে যাওয়াই উচিত, ওরা যাতে বুঝতে পারে যে আমরা ওদের অদৃষ্টের ভাগ নিতে প্রস্তুত।'

'বেচারারা যেন আমাদের উপরেই নির্ভর করতে চায় মনে হয়। হতে পারে ওরা আমাদের চাইতে বেশী জানে, কিন্তু আমাদের ছাতির জোর বোধ হয় বেশী

তারা পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে যেটুকু পেয়েছিল সেইটুকুই হয়ত নিয়েছে, আর আমরা যা পেয়েছিল তা আমাদের নিজেদের খুঁজে বের করতে হয়েছে। যাক্, আমি বলি আসুক প্রলয়—যদি প্রলয় আসতেই হয়।'

'কিন্তু আমরা দরজার দিকে এগোতেই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম; ডঃ ম্যারাকট এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন—কিন্তু আমরা যে ডঃ ম্যারাকটকে জানতাম ইনিই কি তিনি? সেই শান্ত পণ্ডিত কোথায় অন্তর্ধান করেছেন। তাঁর জায়গায় দেখা দিয়েছেন একজন অতিমানব। এক মহান্ নেতা, একটি অমিততেজা আত্মা যিনি মানব জাতিকে গড়ে নিতে পারেন আপন ইচ্ছানুযায়ী। তাঁর মুখের প্রত্যেকটি রেখায় যেন শক্তি ও সংকল্প ফুটে উঠেছে।

'বললেন, হ্যাঁ, এখনও হয়ত সময় আছে। কিন্তু এখনই এস, হয়ত আর রক্ষা থাকবে না। সমস্ত আমি পরে বুঝিয়ে বলব—যদি 'পরে' বলে আমাদের কিছু এসে।......হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি।'

'শেষের কথা কয়টি বললেন কয়েকজন আটলান্টিয়ের উদ্দেশ্যে। তারা দরজার কাছে এসে ব্যাকুলভাবে আমাদের ইশারা করছিল যেতে। আমরা প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে সামনের সারিতে আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে বসলাম। চারিদিকে যে চাপা গুঞ্জন উঠল তাতে বুঝলাম মনে মনে সকলেই এরই মধ্যে একটু আরাম পেয়েছে ভরসা পেয়েছে।

'সত্যিই আমাদের দ্বারা যদি কোনো সাহায্য হয় তবে এই তার সময়। দেখলাম সেই ভীষণ সুপুরুষ প্রভু ঘোরদর্শন মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে, মহাভয়ে কাতর জনতার দিকে তার চাপা ঠোঁটে এক নিষ্ঠুর পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠেছে। এ দৃশ্য দেখে স্ক্যান্‌ল্যানের সেই বেড়াল আর ইঁদুরের উপমা আমার মনে পড়ল।

আটলান্টিয়রা এ ওকে আকড়ে ধরে ছিল আর ত্রাসে বিস্ফারিত চোখে সেই শক্তিমান্ মূর্তির নির্দয় মুখখানার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে মুখ যেন গ্র্যানাইট পাথর কুঁদে তৈরী। মনে হল তার মুখ থেকে শেষ কথা এদের শোনা হয়ে গেছে। মাণ্ডা তখনও দীনভাবে সকলের হয়ে দু এক কথা বলবার চেষ্টা করছিলেন। তাতে সেই পিশাচের মুখে নির্মম বিদ্রূপের ভাব আরো জমাট বাঁধছিল।

শেষে মাগুাকে থামিয়ে দিয়ে সে ডান হাতখানা শূন্যে তুললে। সকলে তীব্র হতাশায় চীৎকার করে উঠল।

ঠিক সেই সময়ে ম্যারাকট লাফিয়ে মঞ্চের উপর উঠলেন। তাঁর দিকে চেয়ে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। যেন কোনো অলৌকিক উপায়ে তিনি অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর চলন আর ভাবভঙ্গী যুবকের মত সহজ ও সতেজ, আর তাঁর মুখে এমন এক শক্তির ছাপ যা আমি মানুষের মুখে কখনও দেখিনি। তিনি দৃঢ় পদে সোজা সেই দৈত্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সে অবাক হয়ে তাঁর দিকে কটমট করে তাকাল।

'বললে, 'কিহে কি বলবার আছে তোমার ?'

'ম্যারাকট্ বললেন, 'আমাব এই বলবার আছে যে তোমার দিন ফুরিয়েছে, তুমি নিপাত যাও! নরক তোমায় জন্য অপেক্ষা করছে নেমে যাও সেইখানে। তুমি অন্ধকাবের রাজা, অন্ধকারের দেশে যাও।'

'দানবের চোখে আগুন ছুটতে লাগল। সে বলল 'আমার দিন যদি কখনও ফুরায় তখন মরণশীল মানুষের মুখে আমায় সে কথা শুনতে হবে না। প্রকৃতির গোপন রহস্য আমার মুঠোর মধ্যে। তোমার কি ক্ষমতা আছে যে আমার সামনে এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পার ? তোমায় এখনি ভস্ম করে ফেলতে পারি।'

'ম্যারাকট স্থির দৃষ্টিতে তার সেই ভয়ঙ্কর চোখের দিকে চেয়ে রইলেন। মনে হল দানবই চোখ ফিরিয়ে নিলে।

'আমি তোমাকে ভস্ম কবে ফেলতে পারি। পৃথিবীকে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভাল তা তুমি নষ্ট করেছ, তুমি বিদায় হলে মানুষের মনের ভার কমবে, সূর্যের আলো আরো উজ্জ্বল হবে।'

'একি! কে তুমি? এ তুমি কি বলছ?' দানবের মুখে কথা আটকে যেতে লাগল।'

'তুমি কি জান না কি বলছি? যে স্তরেই হোক, ভাল সব সময়েই মন্দের চেয়ে বলবান্। তুমি এতকাল যে স্তরে রয়েছ আপাততঃ আমিও সেই স্তরে, সেই স্তরের যা ভাল তারই শক্তি আমার মধ্যে। আবার বলি: নিপাত যাও! তুমি নরকের জীব, নেমে যাও সেইখানে। যাও, চলে যাও! নিপাত যাও!'

একটুক্ষণ সেই দুই সত্তা—মানব আর দানব—পরস্পরের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে

চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। তারপর দানব হঠাৎ তার চোখ ফিরিয়ে নিলে। রাগে তার মুখ বিকৃত হল। দুই হাত শূন্যে কি যেন আঁকড়ে ধরতে চাইলে। চীৎকার করে বলল, 'বুঝেছি এ আর কেউ নয় ; ও আচ্ছা, এ তুমি! এ তোমার কাজ। ওঃ ওথার্জ, তোমার উপর আমার অভিশাপ রইল, আমার অভিশাপ রইল।'

তখন এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। ঘোরদর্শনের গলার আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই তার শরীবটা যেন ঝাপসা দেখাতে লাগল, মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল, হাঁটু ভেঙ্গে পডল, আস্তে আস্তে সে নিচু হয়ে যেতে লাগল। একটু পরে আর তাকে যেন মানুষ বলে চেনা গেল না। আর একটু পরে দেখলাম সে আর নেই, তার জায়গায় কেবল কালো কালো নোংরা এক তাল কাদা। তার গন্ধে বাতাস বিষিয়ে উঠল।

'হঠাৎ একটা গোঙানির শব্দ শুনে চেয়ে দেখলাম ডঃ ম্যারাকট টলছেন, এখনই পড়ে যাবেন। স্ক্যান্‌ল্যান্‌ আর আমি ছুটে গেলাম মঞ্চের উপর। তখন তিনি অস্ফুট স্বরে কেবল বলছেন, 'আমাদেব জিত। আমাদের জিত!' তারপরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে মঞ্চের উপর লুটিয়ে পড়লেন।

এমনি করে আটলান্টিয় উপনিবেশের সব চাইতে ভয়ঙ্কর বিপদ চিরদিনের মত দূর হল। ডঃ ম্যারাকট কয়েকদিন কিছুই বলতে পারলেন না। তারপরে যখন সব কথা বললেন তখন সেটা এতই অদ্ভুত লাগল যে সমস্ত ব্যাপারটা যদি আমাদের চোখের সামনে না ঘটত তাহলে তাঁর কথাগুলিকে তাঁর অসুস্থ অবস্থার প্রলাপ বলেই ধরে নিতাম। আগেই বলে রাখি যে প্রভু ঘোরদর্শনের সম্মুখীন হবার সময়ে ডাঃ ম্যাবাকটের মধ্যে যে অলৌকিক শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তার কাজ ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে শক্তি আবার অন্তর্ধান করেছিল, এখন তিনি আবার আমাদের সেই চিরপরিচিত শান্ত আত্মসমাহিত বিজ্ঞানী।

'তিনি বললেন, 'আমারই কিনা এমনটা হল!'

'আমি—এই নিছক বস্তুবাদী আমি, যার কাছে অদৃশ্য কোনো কিছুর দাম ছিল না! সারা জীবন দুনিয়াটাকে যেমন ভেবে এসেছি শেষে এখন দেখছি তাই সব নয়।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্‌ বললে, 'কেঁচে গণ্ডুষ! বোধকরি আমরা আবার সবাই পাঠশালে

নাম লিখিয়েছি। যদি কোনোদিন দেশে ফিরতে পারি সবাইকে বলবার মত কিছু হল বটে।'

'আমি বললাম, 'যত কম বলবে ততই কিন্তু ভাল—যদি না 'আমেরিকার সেরা মিথ্যুক' বলে নাম কিনতে চাও। অন্য কেউ আমাদের এসব বললে কি আমরা বিশ্বাস করতাম?'

'হয়ত না। কিন্তু এই ধরুন গিয়ে ডক্, আপনি ঠিক দাওয়াই দিয়েছিলেন বটে। হুমদো দৈত্যটা সেই যে পড়ল, দশ গোনার মধ্যে আর উঠলই না। এমন পরিষ্কার নক্-আউট আমি আর দেখিনি।'

'ডক্টর বললেন, 'ঠিক যেরকমটি হয়েছিল তোমাদের বলি। আমি তো তোমাদের কাছ থেকে চলে এসে আমার স্টাডিতে গেলাম। আমার মনে সামান্যই আশা ছিল। তবে এক সময়ে আমি ইন্দ্রজাল আর গুপ্তবিদ্যা সম্বন্ধে পড়াশোনা করেছিলাম। আমি জানতাম ভাল সব সময়েই মন্দকে জয় করতে পারে, কেবল যদি মন্দের সমান স্তরে উঠতে পারে। প্রভু ঘোরদর্শন আমাদের চাইতে অনেক উঁচু স্তরে ছিল। আমি তাই আর কোনো উপায় না দেখে কৌচের উপর বসে প্রার্থনা করতে সুরু করলাম। হ্যাঁ, আমি, এই ঝুনো বস্তুবাদী, প্রার্থনা করতে সুরু করলাম—সাহায্যের জন্য। মানুষ যখন আপন শক্তির শেষে গিয়ে পৌঁছায় তখন তাকে ঘিরে আসে যে অনন্ত রহস্যময় শূন্য তার দিকে দুটি অসহায় হাত বাড়িয়ে সাহায্য ভিক্ষা করা ছাড়া সে আর কি করতে পারে?'

'হঠাৎ দেখলাম ঘরের মধ্যে আমি একা নই। আমার সামনে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাকার পুরুষ, প্রভু ঘোরদর্শনের মতই ঈষৎ ঘোরবর্ণ, দাড়িতে ঘেরা মুখখানি কিন্তু করুণা ও সকলের মঙ্গল কামনায় যেন আলো হয়ে রয়েছে। যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম তাঁর মধ্যে যে শক্তি আছে সেও সেই দানবের শক্তির মত, কিন্তু তা পুণ্যের শক্তি। আমার মুখে কথা ফুটল না, অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। আমার ভিতর থেকে কে যেন বললে, ইনিই সেই মহাজ্ঞানী আটলান্টিয়ের দেহ-বিমুক্ত আত্মা যিনি সমস্ত দেশটাকে আর তার সেরা মানুষদের বাঁচাবার উপায় করেছিলেন যদিও দেশশুদ্ধ তাঁরা সকলেই ডুবে যান সমুদ্রে।

হঠাৎ যেন আশার এক বিদ্যুৎ ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে এইসব আমার মনে এসে দেখা দিল—এমন স্পষ্টভাবে যেন তিনিই সে সব আমায় বললেন। আমার কাছে

এসে তাঁর দুটি হাত রাখলেন আমার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করলাম তাঁর পুণ্যের শক্তি যেন পবিত্র অগ্নিশিখার মত আমার শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল। তখন পৃথিবীতে কিছুই আর অসম্ভব মনে হল না। সেই মুহূর্তে শুনতে পেলাম ঘণ্টা বাজছে, চরম সময় উপস্থিত। আমি কৌচ থেকে উঠতেই সেই আত্মা অপরূপ হাসি হেসে আমায় উৎসাহ দিয়ে অন্তর্ধান করলেন। তারপর আমি এসে তোমাদের সঙ্গে মিললাম। বাকিটা তোমরা জান।'

'আমি বললাম, 'আপনি যেমন অলৌকিকভাবে সকলকে রক্ষা করলেন তাতে ইচ্ছা করলে এখানে একজন দেবতা হয়েই আসতে পারেন।'

'স্ক্যান্‌ল্যান্ একটু মুখ ভার করে বললে, আপনি তো বেশ পার পেয়ে গেলেন, ডক্। আপনি কি করছেন না করছেন তা সেই মহাপ্রভুটি টের পেল না কেন। আমি যখন পিস্তল হাতে নিয়েছিলুম তখন আমার উপর হামলা করতে তো তার একটুও দেরিও হয়নি।'

'ডক্টর একটু ভেবে বললেন, 'সেটা হয়ত এইজন্য যে তুমি ছিলে বস্তুর স্তরে আর আমি তখনকার মত ছিলাম আত্মার স্তরে। এমনি সব ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা হয়। আমি যে শিক্ষা পেলাম তা যেন আমার জীবনকে সার্থক করে।'

'এই হল আমাদের চূড়ান্ত অভিজ্ঞতার উপসংহার। এর অল্প দিন পরেই উপরের পৃথিবীতে আমাদের খবর পাঠাবার কল্পনা আমাদের মাথায় আসে। শেষে লাঘবজান গ্যাসে ভরা কাঁচ গোলকের সাহায্যে আমরা উপরে উঠে এলাম তা তো এখন সকলেই জানেন। ডাঃ ম্যারাকট মাঝে মাঝে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন। মৎসবিদ্যার কি একটা বিষয়ে তিনি আরো একটু বিশদ তথ্য চান। তবে স্ক্যান্‌ল্যান্ শুনছি ফিলাডেলফিয়ায় তার সখী সেই জাহাজী মেয়েটিকে বিয়ে করেছে। সে এখন মেরিব্যাঙ্কস্-এর ওঅর্কস্ ম্যানেজার। আর আমার কথা যদি বলতে হয়, সমুদ্র আমাকে যে অমূল্য রত্ন দিয়েছে তাছাড়া আমি আর কিছু চাই না।

সমাপ্ত